পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 51 Tuesday, 20 January, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৫১ সংখ্যা ❋ ৬ মাঘ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ২০ জানুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আজকে কোর্টে হারালাম, এপ্রিলে ভোটে হারাব অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত, ১৯ জানুয়ারিঃ তৃণমূলের এসআইআর মামলায় ইতিমধ্যেই বড় রায় দিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তৃণমূলের অধিকাংশ দাবিকেই মান্যতা দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চাপানউতোর। ভোটের আগে সুপ্রিম রায়ে যেন নতুন করে অক্সিজেন পেল ঘাসফুল শিবির। 'আজ কোর্টে হারালাম, এপ্রিলে ভোটে হারাব, তৈরি থাকো।' সুপ্রিম কোর্টের এসআইআর নির্দেশের পরেই বারাসতের জনসভা থেকে এ ভাষাতেই গর্জে উঠলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির অজুহাতে কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি বাংলার বৈধ ভোটারের নাম কাটার চেষ্টা করছে বলে আগেই অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে মামলা গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্টেও। ওই মামলায় সোমবার নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির লিস্ট প্রকাশ করতে হবে। আর আদালতের সেই রায় সামনে আসতেই বারাসতের কাছারি ময়দানের সভা থেকে বিজেপি এবং কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন অভিষেক। অভিষেকের কথায়, ''তৃণমূলের দাবিকে মান্যতা দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির লিস্ট প্রকাশ করতে হবে। দু'গালে কষিয়ে থাপ্পড় মেরেছে সর্বোচ্চ আদালত।'' এরপরই সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, ''কার ক্ষমতা বেশি মোদিজি? ১০ কোটি মানুষের নাকি আপনাদের গায়ের জোরের? আজকে কোর্টে হারালাম, এপ্রিলে ভোটে হারাব- তৈরি থাকো।''

এখানেই না থেমে অভিষেক বলেন, ''ছাব্বিশের ভোটে তৃণমূল আড়াইশোর বেশি আসনে জিতবে, আর বিজেপিকে ৫০ এর নীচে নামাবই নামাব। যাঁরা আমাদের টাইট করতে চেয়েছিল, বাংলার মানুষই তাঁদের টাইট করে দেবে এবারের ভোটে। কারণ, বাংলার মানুষ বশ্যতা স্বীকার করতে জানে না, মেরুদন্ড বিক্রি করতে জানে না!'' অভিষেকের অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে তৃণমূলকে মোকাবিলা করতে না পেরে এজেন্সি থেকে মিডিয়া সবাইকে কাজে লাগিয়ে ধারাবাহিকভাবে বাংলার বদনামের চেষ্টা করা হয়েছে। ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এখন ১ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষের কাছে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি'র নোটিস ধরিয়ে অন্য পথে ভোটার তালিকা ছাঁটাইয়ের চেষ্টা চলছে। এই দু'মাসে প্রায় ৯২ জন মানুষ এসআইআর এর ভয়ে প্রাণ দিয়েছেন। এরই প্রতিবাদে আমরা আদালতে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি'র তালিকা প্রকাশ করা হোক। আদালত তৃণমূলের সেই দাবিকে মান্যতা দিয়েছে। 'লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি'র সংক্রান্ত মামলায় এদিন আদালত জানিয়েছে, শুধু লিস্ট প্রকাশ করলে হবে না, গ্রাম পঞ্চায়েত ধরে ধরে তালিকা প্রকাশ করতে হবে। পঞ্চায়েতে সেই তালিকা টাঙাতে হবে, কাকে কী কারণে ডাকা হচ্ছে। অভিষেক বলেন, ''এটাই তো আমরা চেয়েছিলাম। বিজেপি চেয়েছিল, যাঁরা ওদের ভোট দেয় না, তাঁদের ওরা জব্দ করবে। তাই ১ কোটি নাম বাদ দিতে চেয়েছিল কমিশন-মোদি সরকার। আজকে তো সুপ্রিমকোর্ট ওদের ভোকাট্টা করে দিল! রবিবার সিঙ্গুরের সভা থেকে রাজ্যে বদলের দাবি জানিয়ে মোদি বলেছিলেন, পাল্টানো দরকার, বাংলার সরকার। এদিন যার জবাবে অভিষেক বলেন, পাল্টানো দরকার, ভাঙো বিজেপির অহঙ্কার। অভিষেকের কথায়, ''গতবারে ওদের ৭০ এর বেশি আসনে জিতিয়েছিলেন বলে ওরা বাংলার প্রাপ্য ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে। যার অর্থ বিধানসভা ভিত্তিক প্রায় ৬৮০ কোটি টাকা আটকে রেখেছে। এবারে ওদের ৫০ এর নীচে নামান। তাহলেই ওদের অহঙ্কারের পতন হবে।'' ভোটের সময় বিজেপি 'টাকা দিয়ে ভোট কিনতে এলে' কী করতে হবে তাও এদিনের সভা থেকে কর্মীদের জানিয়েছেন অভিষেক। কর্মীদের উদ্দেশে বললেন, ''ভোটের সময় বিজেপি টাকা ছড়াবে। টাকা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করবে। আমি আপনাদের অনুরোধ করব, হাতজোড় করে টাকা নিয়ে নেবেন। এটা বাংলারই টাকা। টাকাটা নিয়ে বিজেপিকে আশ্বস্ত করে বলবেন-ভোটটা দেব। তারপর যেভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে নোটবন্দি, এসআইআর এর নামে আপনাদের মোদি সরকার বিধ্বস্ত করেছে সেই ভাবে ওদেরকে জবাব দেবেন যাতে ভোট বাক্স খুললে বিজেপি সর্ষে ফুল দেখে।'' উত্তর ২৪ পরগণার ৫টি লোকসভার মধ্যে চারটি তৃণমূলের দখলে। অল্প ব্যবধানে বনগাঁয় পরাজিত হয়েছিলেন শাসকদলের প্রার্থী। ওই প্রসঙ্গ টেনে এদিনের সভা থেকে কর্মীদের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, ''বিজেপি-কমিশনের ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দিতে হবে। তাই এবারের বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে ৩৩-০ করতে হবে। ওরা যে ভাষা বোঝে সেই ভাষায় জবাব দিতে হবে। বিধানসভা ধরে নয়, বুথ ধরে ধরে এদের শিক্ষা দিতে হবে।''

হাইকোর্টের পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ এখানকার আকাশটা ধোঁয়া ধোঁয়া - ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত যুক্তি তক্ক আর গপ্পো, সিনেমার সেই সংলাপ স্মরণ করিয়েছিল দেশভাগের তাড়না। কিন্তু আজ বাংলার আকাশ সত্যিই ধোঁয়া ধোঁয়া। তাতে কুয়াশা জমে নেই, জমেছে বিষ। যা নিয়ে এবার সরব হল কলকাতা হাইকোর্ট। সম্প্রতি বাংলা, বিশেষ করে কলকাতার দূষণ নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। সোমবার দূষণ সংক্রান্ত আরও দু'টি জনস্বার্থ মামলা ওঠে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে। সেই সময়ই এই স্বতঃপ্রণোদিত মামলার কথা এজলাসে উল্লেখ করেন প্রধান বিচারপতি। তিনি এও জানান, স্বতঃ প্রণোদিত মামলা দায়েরের পর এই মর্মে কেন্দ্র ও রাজ্যকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এদিন এজলাসে কেন্দ্রের তরফে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল আদালতের সেই চিঠি পাওয়ার স্বীকার করেন। বলে রাখা প্রয়োজন, পার্ক সার্কাসে হওয়া সার্কাস কিংবা রবীন্দ্র সরোবরে জমা ছট পুজোর ভিড়, যার জেরে অতি মাত্রায় দূষণ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। কিন্তু এই প্রথমবার বেনজির পদক্ষেপ করে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করল কলকাতা হাইকোর্ট। সরব হল নিজ উদ্যোগেই। কলকাতা হাইকোর্টের এই দূষণ সংক্রান্ত মামলার সঙ্গে দায়ের হওয়া নতুন জনস্বার্থ দু'টি মামলা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৮ জানুয়ারি এই মামলাগুলির শুনানি হবে। তাই ওই দিন সব পক্ষকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। প্রসঙ্গত, কলকাতার বাতাসে যে শুধুই ধূলিকণা ও ধোঁয়া বন্দি হয়ে রয়েছে এমনটা নয়। সম্প্রতি মহারাষ্ট্র ভিত্তিক এক সংস্থা - রেস্পিরার লিভিং সায়েন্সেস এই মর্মে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেই প্রতিবেদনে তারা জানায়, গতবছর কলকাতার বাতাসের মান বা একিউআই নির্ধারণএ কণার চেয়েও বেশি ঘাতক নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড এবং ওজোন-এর মতো অদৃশ্য গ্যাস। যা দিনশেষে কলকাতার দূষণের খলনায়কে পরিণত হয়েছে।

দাবদাহের হাতছানি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ উর্ধ্বমুখী পারদ। কিন্তু কুয়াশা কাটছে না। সোমবার ফের ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বাংলায় জানুয়ারিতে আবহাওয়া গরম হচ্ছে বলেই জানিয়েছে তাঁরা। আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে সেই ফারাকটাও বোঝা যাবে বলেই মত আবহবিদদের। সোমবার স্বাভাবিকের থেকে তাপমাত্রা খানিকটা নীচে। তবে এই তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে বলেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস। বুধবারের মধ্যে কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি বেড়ে যেতে চলেছে। সঙ্গে বাড়বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের বাদ বাকি জেলাগুলিতে দাপট বজায় রাখবে কুয়াশা। ভোরের দিকে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা থাকতে পারে বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সোমবার পশ্চিমের দিকে জেলা - বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমানে বিক্ষিপ্তভাবে ঘন কুয়াশা দেখা গিয়েছে। কলকাতাতেও ভোরের দিকে দেখা গিয়েছে কুয়াশার দাপট। শীতের মেজাজ খানিকটা কমেছে। আগামী কয়েক দিনে তা আরও কমতে চলেছে। এদিন কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ছিল ৯ থেকে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বুধবারের মধ্যেই পশ্চিমের জেলায় ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ ঘোরাফেরা করবে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে স্বস্তি এখনও বজায় রয়েছে। সেখানে আপাতত ঘন কুয়াশার সতর্কতা। তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে, কিন্তু তাতে শীতের আমেজে খুব একটা ফারাক তৈরি করছে না। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী পাঁচ দিনে উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোন হেরফের নেই। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা থাকবে দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে নীচের দিকের জেলায় ৮ থেকে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে।

সুপ্রিম কোর্টের এসআইআর মামলায় 'বড় জয়' তৃণমূলের

লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির তালিকা প্রকাশের নির্দেশ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারিঃ বিএলএ-দের শুনানি কেন্দ্রে থাকতে দিতে হবে, এমন দাবি শুরু থেকেই জানিয়ে এসেছে তৃণমূল। আজ, সোমবার সেই দাবিতেই মান্যতা দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী, এবার থেকে বিএলএ-রা থাকতে পারবেন হিয়ারিং-এ। শুধু তাই নয়, ভোটারের হয়ে সওয়ালও করতে পারবেন। সুপ্রিম কোর্ট রায় দেওয়ার পরই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''কোর্টে হারিয়েছি, এপ্রিলে ভোটে হারাব।'' তবে এই রায়কে তৃণমূলের নৈতিক জয় হিসেবে মানতে নারাজ বিজেপি। শীর্ষ আদালতে মান্যতা পেল তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি। এসআইআর অনেক আপত্তি ছিল। কোর্ট বলেছে, যে কোনও ভোটার শুনানিতে কারও সাহায্য নিতে পারে।'' বিএলএ-দেরও সাহায্য নেওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তৃণমূল এই রায়কে বড় জয় হিসেবে দেখছে। তবে বিজেপি বলছে, যেখানে কোনও গণতন্ত্রই নেই, সেখানে কী করে নৈতিক জয় বলা হবে। বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, ''তৃণমূলের নৈতিক জয় হিসেবে কী করে দেখব। আজও ফর্ম ৭ জমা দিতে গেলে তা ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। এটাও তো তৃণমূল কংগ্রেস করছে। গণতন্ত্রই নেই। যতদিন পর্যন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে না, ততদিন ভোট হবে না।'' অন্যদিকে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' ইস্যুতে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে কার্যত ধাক্কা খেয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন ও ডেরেক ও ব্রায়েন। আজ সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। সেখানেই তৃণমূলের একাধিক দাবি এদিন মান্যতা পেয়েছে। দু'সপ্তাহ পর ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, যে সব ভোটাররা শুনানিতে ডাক পাচ্ছেন, তাঁরা তাঁদের পক্ষ থেকে শুনানিতে সওয়াল করার জন্য কারও সাহায্য নিতে পারেন। আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশীদের, এমনকী বিএলএ-দেরও সাহায্য নিতে পারেন বলে নির্দেশে জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাক্ষর অথবা টিপসই দিয়ে চিঠি সহ অথরাইজেশন করতে হবে। অর্থাৎ অথরাইজেশন থাকলে, বিএলএ কোনও ভোটারের হয়ে হাজির হতে পারবেন হিয়ারিং-এ। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই রায় প্রসঙ্গে বলেন, ''বিএলএ-দের প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছিল না। কমিশনের কারণ শীর্ষ আদালত এর তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম থেকেই সরব হয়েছিল। তাই এই নির্দেশের পর তাঁরা এটাকে নিজেদের নৈতিক জয় হিসেবেই দেখছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলেই দিয়েছেন যে, এখন বিজেপিকে তাঁরা কোর্টে হারালেন, এপ্রিলের নির্বাচনে ভোটে হারাবেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সামনে আসতেই ফের একবার এই 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ আগেই কমিশন জানিয়েছিল যে, যাদের তথ্য অসঙ্গতি থাকবে তাদেরই নোটিস পাঠানো হবে সেই মতো পাঠানোও হচ্ছে। এই আবহে সুপ্রিম কোর্ট যা বলেছে তারপর এদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। পাশাপাশি কোর্টের তরফে শুনানির সময় কারও কাছ থেকে নথি জমা নেওয়া হলে, তার স্বীকৃতি হিসেবে রসিদ দেওয়াও বাধ্যতামূলক বলে স্পষ্ট করা হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ মামলায় নয়া মোড়!

বয়সে ছাড় নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশে 'সুপ্রিম'স্থগিতাদেশ

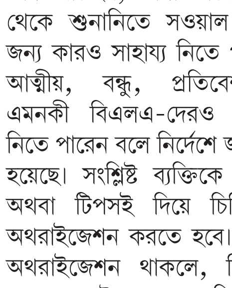

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারিঃ স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি-র মামলায় বয়সের ছাড় নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল, এবার তাতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানিয়েছিলেন, ২০১৬ সালের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় যাঁরা সুযোগ পাননি বা যোগ্য কিন্তু চাকরি পাননি, তাঁরা নতুন নিয়োগপ্রক্রিয়ায় বয়সের ছাড় পাবেন। এদিকে সোমবার সেই নির্দেশকেই স্থগিত করল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ। মূলত, যোগ্য কিন্তু পরীক্ষায় ইন্টারভিউ পর্বে নির্বাচিত না হওয়া প্রার্থীদের জন্য নতুন করে চাকরির পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতী নয় সুপ্রিম কোর্ট। আর এদিন এই পর্যবেক্ষণকে তুলে ধরেই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ চাপিয়েছে শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ। গত বছরের এপ্রিল মাসে ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল করে দেয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। সেই সময় শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, যাঁরা দুর্নীতিতে যুক্ত নন বা দাগী নন, তাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে ছাড় পাবেন এবং নতুন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এরপরেই কলকাতা হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছিল, এদের বেশির ভাগই ২০১৬ সালের প্যানেলে ওয়েটিং লিস্টে ছিলেন। অর্থাৎ যোগ্য প্রার্থী হলেও নম্বরের কারণে ইন্টারভিউতে ডাক তাঁরা পাননি। তাই নয়া নিয়োগপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন তাঁরা। সেই সময় এই মামলার শুনানি হয়েছিল বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে। যার ভিত্তিতে গত ১২ ডিসেম্বর হাইকোর্ট তাঁদের বয়সের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এরপরেই মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার শীর্ষ আদালত এই মামলার সকল পক্ষকেই নোটিস জারি করেছে। শুধুমাত্র যে সকল যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা কর্মরত অবস্থায় চাকরি হারিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেই বয়সের ছাড় প্রযোজ্য রেখেছে শীর্ষ আদালত। পরবর্তী শুনানি দু'সপ্তাহ পরে। এদিন শুনানি পর্বে রাজ্যের হয়ে সওয়াল করছিলেন সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়সের ছাড়কে মাথায় রেখে দু'জনকে সুযোগ দেওয়া হলে, নতুন করে মোট ২ লক্ষ ৪০ হাজার চাকরিপ্রার্থীকে পরীক্ষায় বসতে দিতে হবে বলে মত তাঁর। যা দিনশেষে নতুন নিয়োগপ্রক্রিয়াকেও অনিশ্চয়তা এবং নানাবিধ সমস্যার মুখে ফেলতে পারে। কল্যাণের কথায়, ''বিচারপতি অমৃত সিনহা নির্দেশ দিয়েছিলেন, এদের ইন্টারভিউতে ডাকতেই হবে। সেই নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছে। আর সর্বোপরি ওই নিয়োগপ্রক্রিয়া তো যারা চাকরি করত তাদের জন্য। এনারা তো এই ক্যাটাগরিতে পড়ছেন না।'' অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ দিনশেষে রাজ্যের জন্য একটা বড় স্বস্তির জায়গা তৈরি করছে।

কমিশনে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ বাংলায় এসআইআর-এর কাজে ধারাবাহিকভাবে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বঙ্গ বিজেপি। সোমবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকে বিজেপি নেতৃত্বের স্পষ্ট আর্জি, যেভাবে প্রতি ধাপে এসআইআর-এর কাজ ব্যাহত হচ্ছে, তাতে প্রয়োজনে গোটা প্রক্রিয়াই বন্ধ করে দেওয়া হোক। বৈঠক শেষে বিজেপি নেতা তাপস রায় জানান, ভোটার তালিকায় একটাও ভুয়ো নাম রাখা যাবে না। একই সঙ্গে কোনও যোগ্য ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে কমিশনকে। তাঁর দাবি, এসআইআর-এর প্রথম পর্বে রাজ্যে প্রায় ৫৮ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। অথচ তৃণমূলের তরফে হাতে গোনা মাত্র ৮টি আপত্তি জমা পড়েছে। বিজেপির অভিযোগ, শতাংশের হিসেবে সেটা নগণ্য। অথচ বাংলাতেই অশান্তি, বাকি রাজ্যগুলিতে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ চলছে। তাপস রায়ের আরও দাবি, একাধিক জায়গায় ফর্ম-৭ জমা দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কোথাও বিডিও অফিসে ফর্ম নেওয়া হচ্ছে না, কোথাও দলীয় কর্মীদের ঘেরাও ও হেনস্থার অভিযোগ উঠছে। তাঁর অভিযোগের তির জেলা প্রশাসন ও নির্বাচনী আধিকারিকদের দিকেও। বিজেপি নেতার বক্তব্য, কমিশনের নির্দেশ মানা হচ্ছে না, এমনকী গাফিলতির অভিযোগে যাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেই নির্দেশও কার্যকর হয়নি। বিজেপির আর এক নেতা প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে কার্যত জঙ্গলরাজ চলছে। কল্যাণী, আসানসোল, হুগলি-সহ বিভিন্ন জায়গায় ফর্ম-৭ জমা নিতে অস্বীকার করা হচ্ছে। কোথাও ঘেরাও, কোথাও শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ উঠছে।'' তাঁর দাবি, এই পরিস্থিতিতে ফর্ম-৭ জমা দেওয়ার সময়সীমা আরও ৭-১০ দিন বাড়ানো হোক। এদিকে সোমবার কমিশনকে লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির লিস্ট প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। যার পরে কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে তাপস রায়ের কটাক্ষ, ''রাজনীতির মাঠে লড়াই হয়নি, ক্ষমতার অলিন্দেই বড় হয়েছে, তাই এসব কথা বলছে।''

ইয়েমেন ঘিরে সৌদি-ইউএই দ্বন্দ্বের মাঝে আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট ভারতে! 'ভাইকে স্বাগত', বার্তা মোদির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারিঃ আরব দুনিয়ায় চাঞ্চল্য তৈরি করেছে সদ্য ইয়েমেনকে ঘিরে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আমিরশাহির সংঘাত। দুই 'ভাই ভাই'র এই দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক কূটনীতিতেও বেশ তাৎপর্যবাহী। এরই মাঝে সোমবার ভারতে পা রাখেন আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে পৌঁছন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একাধিক ইস্যুতে পশ্চিম এশিয়ায় রয়েছে চাঞ্চল্য। ইতিমধ্যেই ট্রাম্প গাজা ঘিরে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। শুরু হয়েছে, তাঁর শান্তি বোর্ডের গঠন। এদিকে, ইয়েমেন ঘিরে সৌদি আরব ও আমির শাহির দ্বন্দ্ব তুঙ্গে। মূলত, ইয়েমেন ঘিরে যা পরিস্থিতি তাতে, সৌদি আরব যেখানে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আল-আলিমির সরকারকে টিকিয়ে রাখতে চাইছে, সেখানে আমিরশাহির সমর্থন করছে পৃথক রাষ্ট্রের দাবি জানানো এসটিসি-কে সমর্থনের পক্ষে। এদিকে, পরমাণু অস্ত্রধর পাকিস্তানের সঙ্গে সৌদির এক তাবড় প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। সেই জায়গা থেকেও আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট নাহিয়ানের ভারত সফর তাৎপর্যপূর্ণ। এই নিয়ে গত এক দশকে ৫ বার ভারতে এলেন নেইহান। দায়িত্ব গ্রহণের পর এইটি তাঁর তৃতীয় সফর। জানা যাচ্ছে, ২ ঘণ্টার সফরে নাহিয়ান ভারতে

এসেছেন। বিদেশমন্ত্রক বলছে, প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে নেইহানের আলোচনায় দ্বিপাক্ষির সম্পর্ক উঠে আসতে পারে। এছাড়াও দুই দেশ, নতুন কোন কোন জায়গায় সমঝোতা করতে পারে, তা নিয়ে আলোচনাও উঠে আসতে পারে। এদিকে, সোমবার দিল্লি বিমানবন্দরে আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে স্বাগত জানাতে পৌঁছন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিমানবন্দর থেকে তাঁরা একই গাড়িতে উঠে রওনা হয়ে যান। এদিকে, নেইহানের ভারত সফর ঘিরে মোদি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করেন। সেখানে তিনি লেখেন, 'বিমানবন্দরে গিয়েছিলাম আমার ভাই, সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট, মহামান্য শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে স্বাগত জানাতে। তাঁর এই সফর ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরাতের শক্তিশালী বন্ধুত্বের প্রতি তাঁর গুরুত্বের প্রতিফলন ঘটায়। আমাদের আলোচনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।' ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে আল নাহিয়ানের এই সফর এবং দুই দেশের নেতাদের মধ্যে সাম্প্রতিক উচ্চ-স্তরের বিনিময়ের ফলে সৃষ্ট শক্তিশালী গতির উপর ভিত্তি করে এটি তৈরি হয়েছে। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপতি এবং তার পরিবারকে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় উপহার প্রদান করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপতিকে একটি রাজকীয় খোদাই করা কাঠের ঝুলা (দোল), একটি অলঙ্কৃত রূপার বাক্সে একটি পশমিনা শাল এবং কাশ্মীরি জাফরান উপহার দেন।

আদালতের চাপে দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান!

ফেব্রুয়ারিতেই চালু হতে পারে ১০০ দিনের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডনুয়ারিঃ দীর্ঘ টানাপড়েন, আইনি লড়াই ও কেন্দ্র-রাজ্য টানাপড়েনের আবহে অবশেষে রাজ্যে ফের চালু হতে চলেছে ১০০ দিনের কাজ। ইঙ্গিত স্পষ্ট, ফেব্রুয়ারি থেকেই মাঠে নামতে পারে প্রকল্প। রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরের তরফে সমস্ত জেলাকে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের জন্য 'লেবার বাজেট' তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশ ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের হাত ঘুরে পৌঁছে গিয়েছে ব্লক স্তরে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরের ১০০ দিনের কাজের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার সম্প্রতি প্রত্যেক জেলার জেলাশাসককে চিঠি পাঠান। তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, দ্রুত লেবার বাজেট তৈরি করে রাজ্যে পাঠাতে হবে। সেই অনুযায়ী বিডিওদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের এক আধিকারিক জানান, নতুন নির্দেশিকা মেনে কাজের ধরন ও প্রকল্প নির্বাচন করতে বলা হয়েছে। আগের মতো আর সব প্রকল্প চলবে না। দেশের অন্যান্য রাজ্যে যেখানে নিয়মিত চলেছে মহাত্মা গান্ধী এনআরইজিএস প্রকল্প, সেখানে অবশেষে ১৬ জানুয়ারি রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরের কমিশনারের চিঠিতে ফের কাজ শুরুর ইঙ্গিত মিলেছে।

বাংলায় দীর্ঘদিন ধরেই কার্যত বন্ধ ছিল এই প্রকল্প। কেন্দ্রের অভিযোগ ছিল দুর্নীতি। রাজ্যের দাবি, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার দায় চাপিয়ে গোটা রাজ্যকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আদালত স্পষ্ট জানায়, কোনও কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে একটি রাজ্যের উপভোক্তাদের এভাবে বাদ দেওয়া যায় না। তবুও কাজ শুরুর বিষয়ে গড়িমসি চলছিল। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী- (১) ২১ জানুয়ারির মধ্যে পঞ্চায়েত স্তরে সম্ভাব্য প্রকল্পের তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে। (২) ২২ জানুয়ারি বিশেষ গ্রামসভায় তা পাশ করাতে হবে (৩) ২৭ জানুয়ারি ব্লক স্তরে অনুমোদনের পর জেলায় পাঠাতে হবে। (৪) ৩০ জানুয়ারি জেলার তরফে রাজ্যে তালিকা পাঠানো বাধ্যতামূলক। (৫) ২ ফেব্রুয়ারি রাজ্য স্তরে প্রকল্প নথিভুক্তির শেষ সময়। এই সময়সীমা মানতে না পারলে প্রকল্প অনুমোদনে সমস্যা হতে পারে বলে প্রশাসন সূত্রে ইঙ্গিত। নতুন নিয়মে কী বদলাচ্ছে? (১) এবার প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে একাধিক কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। (২) ২০ লক্ষ টাকার বেশি কোনও প্রকল্প অনুমোদন করা যাবে না। (৩) একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একসঙ্গে ১০টির বেশি প্রকল্প চলবে না। (৪) জেলাশাসক বা জেলা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরের অনুমোদন বাধ্যতামূলক।
স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি না হয়, এমন কাজ এড়াতে হবে। পুকুর খনন, সেচখাল সংস্কার বা মাটি কাটার মতো কাজ 'অ্যাকশন প্ল্যান'-এ রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, রাজ্যে ফের ১০০ দিনের কাজ চালুর প্রস্তুতি শুরু হলেও এবার প্রশাসনিক নজরদারি যে অনেক বেশি কড়া, তা স্পষ্ট। এখন দেখার নিয়মের জালে আটকে না গিয়ে আদৌ কত দ্রুত কাজ পান গ্রামবাংলার শ্রমিকরা!

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃ বিশিষ্ট অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী সোমবার লিখেছেন, কিংবদন্তি অভিনেতা, নাট্যকার, কবি ও আবৃত্তিশিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য। তাঁকে রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান 'বঙ্গবিভূষণ'-এ ভূষিত করতে পেরে আমরা গর্বিত। তাঁর জীবনের শেষ সময়টাতে তাঁর সঙ্গে আমার একটা নৈকট্যের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল।উল্লেখ্য, তিনি একাধারে ছিলেন কবি ও অনুবাদক। অভিনেতা হিসেবে তিনি কিংবদন্তি, তবে আবৃত্তিশিল্পী হিসেবেও তাঁর নাম অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গেই উচ্চারিত হয়। বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজি রায়ের ৩৪টি সিনেমার মধ্যে ১৪টিতেই অভিনয় করেছেন তিনি।

পুনরায় চালু করার জন্য রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি

কলকাতা,১৯জানুয়ারিঃবাঁকুড়ার বন্ধ থাকা পাথর খাদান গুলি পুনরায় চালু করার জন্য রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। জেলার বন্ধ থাকা সতেরোটি পাথর খাদান চালু করার জন্য আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারি অনলাইন নিলাম অনুষ্ঠিত হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। তার দুই সপ্তাহের মধ্যে পরবর্তী প্রক্রিয়া শেষ করে খাদানের কাজ শুরু হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা

কলকাতা,১৯জানুয়ারিঃ ব্যারাকপুরের স্বামী বিবেকানন্দ স্টেট পুলিশ অ্যাকাডেমির ফরেনসিক ও সাইবার ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা আরও মজবুত করতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। ল্যাবরেটরি চত্বরের অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি সিসিটিভি নজরদারি চালু করার এম জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার ডাকা হয়েছে। গোটা প্রকল্পে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। ওয়ার্ক অর্ডার জারির পর ৩০ দিনের মধ্যেই কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে।

বীরভূমে গণইস্তফা শতাধিক বিএলও-র

বীরভূম, ১৯ জানুয়ারি ঃ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে সোমবার বীরভূমে গণইস্তফা দিলেন শতাধিক বিএলও। সোমবার রামপুরহাট ২ ব্লক অফিসের সামনে বহু বিএলও জড়ো হন এবং কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। জানা গিয়েছে, ব্লকের ১৭০ জন বিএলও-র মধ্যে ১০০ জনেরও বেশি বিএলও উপস্থিত ছিলেন। ওই বিএলও-দের দাবি, শতাধিক বিএলও তাঁদের কাজ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।এ দিন দুপুরে বোলপুরেও একসঙ্গে প্রায় ৯০ জন বিএলও

আইএসএল ২০২৫-২৬ এর জন্য দরপত্র প্রকাশ করেছে এআইএফএফ

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি ঃ গত রবিবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) ২০২৫-২৬ মরসুমের বাণিজ্যিক অংশীদারের জন্য একটি দরপত্র আহ্বান করেছে।৩৯ পৃষ্ঠার একটি নথি, প্রস্তাবের অনুরোধ (আর এফপি), সম্ভাব্য দরদাতাদের জন্য মানদণ্ড এবং তাদের দরপত্র মূল্যায়নের তারিখগুলি বর্ণনা করেছে।১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে সিঙ্গেল-লেগ হোম-এন্ড-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া লিগ শুরুর মাত্র এক মাস আগে টেন্ডারটি আসে। ফেডারেশন সম্ভাব্য দরদাতাদের জন্য ২৩ জানুয়ারি একটি প্রাক-বিড সভার সময় নির্ধারণ করেছে, যেখানে লিখিত ব্যাখ্যা ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এআইএফএফ-এর কাছে পাঠানো যাবে।দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১ ফেব্রুয়ারি (বিকাল ৫ টা ভারতীয় সময়), এবং আগ্রহী অংশীদারদের তাদের দরপত্রের সাথে ৫ লক্ষ টাকার নিরাপত্তা বাবদ অর্থ জমা দিতে হবে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

অসমকে অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দিয়েছিল কংগ্রেস, কংগ্রেস থেকে সতর্ক থাকার ডাক প্রধানমন্ত্রীর

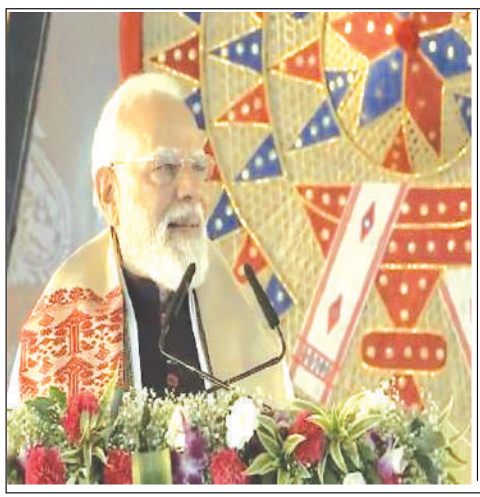

কলিয়াবর (অসম), ১৯ জানুয়ারিঃ কংগ্রেস শাসনামলে অসমে ব্যাপক হারে অনুপ্রবেশ ঘটতে দেওয়া হয়েছে। অসমকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দিয়েছিল কংগ্রেস। একমাত্র ভোটব্যাংকের স্বার্থে অনুপ্রবেশ কারীদের হাতে অসমের লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি তুলে দেওয়া হয়েছিল। বক্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি কংগ্রেস থেকে রাজ্যবাসীকে সর্তক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।অসমের নগাঁও জেলার অন্তর্গত কালিয়াবরে ৬,৯৫০ কোটির বেশি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত নির্মীয়মাণ কাজিরঙা এলিভেটেড করিডর প্রকল্পের ভূমিপূজন এবং দুটি নতুন 'ভারত এক্সপ্রেস' ট্রেনের শুভ সূচনা করে আয়োজিত দুই লক্ষাধিক জনতার সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, কংগ্রেস সরকারের আমলে অবৈধ অভিবাসন ক্রমাগত বেড়েছে। যার ফলে বনভূমি, বন্যপ্রাণীর চলাচলের করিডর এবং রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাপকহারে বেদখলকারীদের কবলে চলে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে অসমের পরিচয় ও সংস্কৃতি মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছিল।প্রধানমন্ত্রী বলেন, অসমের পরিচয় ও ঐতিহ্য রক্ষা করতে বিজেপি সরকার অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করছে। কংগ্রেস সরকার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। যার ফলে সরকারি জমি ও অভয়ারণ্যে আগ্রাসন বেড়েছিল এবং অসমের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধ্বংসের মুখে পড়েছিল।সতর্ক করে মোদী বলেন, 'কেবল আঞ্চলিক সমস্যা নয়, এটি জাতীয় সমস্যা। অনুপ্রবেশকারীরা অসম এবং গোটা দেশের জন্য বড় হুমকি। কংগ্রেস ইতিবাচক নয়, নেতিবাচক রাজনীতি করে। তাই আপনাদের কংগ্রেস থেকে সতর্ক থাকতে হবে।'মোদী বলেন, গত এক-দেড় বছরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজেপির প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে। বলেন, উন্নয়নের কোনও স্পষ্ট কর্মসূচি না থাকায় কংগ্রেস জনগণের আস্থা হারিয়েছে, দেশের মানুষের বিশ্বাস হারিয়েছে। কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, কংগ্রেসের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যে কংগ্রেসের জন্ম মুম্বইয়ে হয়েছিল, সেখানে আজ এই দল পঞ্চম স্থানে নেমে গেছে।মহারাষ্ট্রের পুরনিগম নির্বাচনের প্রসঙ্গও আজ অসমের জনসভায় টেনেছেন মোদী। বলেন জয় হয়েছে মহারাষ্ট্রে, আর বিজয়োৎসব পালন হচ্ছে কাজিরঙায়। মোদী বলেন, মুম্বই পুরনিগমে প্রথমবারের মতো বিজেপি ঐতিহাসিক জনাদেশ পেয়েছে। এছাড়া কেরালায়ও বিজেপির প্রসার ঘটেছে। থিরুবনন্তপুরমে বিজেপির মেয়র নির্বাচিত হওয়াকে তিনি তার প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছেন।জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপিকে প্রধান শক্তি হিসেবে তুলে ধরে মোদী বলেন, এখন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপিই মানুষের প্রথম পছন্দ। তিনি বলেন, মানুষ বিজেপির ওপর আস্থা রাখছে কেবল সুশাসন ও উন্নয়নের জন্য। বিহারের প্রসঙ্গ টেনে মোদী বলেন, দুই দশক ক্ষমতায় থাকার পরও বিজেপি সেখানে রেকর্ড জনাদেশ পেয়েছে।অসমের প্রকৃতিপ্রেমীদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারতে এখন প্রকৃতি এবং প্রগতি সমান্তরালভাবে চলছে। অথচ এমন এক দিন ছিল, যখন প্রকৃতি ও প্রগতি একসঙ্গে এগোতে পারে না বলে জনমনে বিকৃত ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিজেপি এই ন্যারেটিভ বিশ্বাস না করে এগিয়ে যাওয়ায় আজ তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে কাজিরঙা অঞ্চলে গণ্ডার শিকারের ঘটনা নিয়মে পরিণত হয়েছিল। তিনি বলেন, অসম সরকার কাজিরঙাকে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে কাজিরঙায় এক ডজনের বেশি এক শৃঙ্গের গণ্ডার শিকার হয়েছে। প্রায় প্রতিদিন একাধিক গণ্ডার শিকারের খবর পাওয়া যেত। তিনি বলেন, এ ধরনের অপরাধ বন্ধ করতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার কঠোর অবস্থান নেয়। পরিকাঠামোর উন্নয়ন সহ বন সুরক্ষা বাহিনী গঠন করে গণ্ডার সংরক্ষণ কৌশল নিয়েছে। গ্রাউন্ড লেভেলে সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেছে বিজেপি সরকার। রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে গণ্ডার শিকারের সংখ্যা দ্রুতগতিতে কমতে থাকে। গত বছর, ২০২৫ সালে কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানে শিকারিদের হাতে একটিও গণ্ডার শিকার হয়নি, এই সংখ্যা জিরো।' এই সাফল্যের কৃতিত্ব বিজেপি সরকারের ধারাবাহিক ও লক্ষ্যভিত্তিক সংরক্ষণ প্রচেষ্টাকে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রকৃতিকে রক্ষা করলে তা সুযোগও সৃষ্টি করে। তিনি বলেন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ স্থানীয় মানুষের জীবিকা উন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।মোদী বলেন, অসমের ইতিহাসে কলিয়াবর একটি ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে স্বীকৃত। এখান থেকেই বীর সেনানী লাচিত বড়ফুকন মোঘল সম্রাটদের বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এখান থেকেই মোঘলদের সঙ্গে যুদ্ধের রণকৌশল রচনা করেছিলেন লাচিত। এই কলিয়াবর দিয়েই কাজিরঙায় প্রবেশের প্রধান পরিবেশবান্ধব দ্বার শুরু হয়েছে। তাই কলিয়াবরের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিজেপি সরকার একে উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছে। এই অঞ্চল যোগাযোগ এবং বিকাশের অন্যতম কেন্দ্র হচ্ছে দেখে তিনি আনন্দিত বলে প্রধানমন্ত্রী জানান, অসম হলো বীর-বীরাঙ্গনাদের প্রদেশ। তাই নানা কারণে অসম তথা দেশের ইতিহাসে কলিয়াবরের স্থান বহু গুরুত্বপূর্ণ।তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কাজিরঙা ও আশপাশ এলাকায় পর্যটনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। এর ফলে হোম-স্টে, হস্তশিল্প, ছোট ব্যবসা এবং গাইড সহ বিভিন্ন পর্যটন-সংক্রান্ত পরিষেবার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। তিনি বন্যপ্রাণী সুরক্ষা জোরদার ও টেকসই পর্যটন উন্নয়নে অসম সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, সংরক্ষণ উদ্যোগগুলি একদিকে যেমন প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করছে, তেমনি অর্থনৈতিক সুযোগও সৃষ্টি করছে।ইউনেসকো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান একশৃঙ্গ গণ্ডারের বিশাল জনসংখ্যার জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত এবং এটি অসমের ইকো-ট্যুরিজম খাতের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ, বলেন প্রধানমন্ত্রী। তাই কাজিরঙা ও তার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ শুধু বর্তমানের জন্য নয়, অসমের ভবিষ্য ও আগামী প্রজন্মের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি জোর দেন।কলিয়াবরে আজ ৬,৯৫০ কোটির বেশি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত নির্মীয়মাণ কাজিরঙা এলিভেটেড করিডর প্রকল্প প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পের ফলে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা কমবে এবং মধ্য ও উজান অসমের মধ্যে যোগাযোগ আরও উন্নত হবে। বন্যার সময় কাজিরঙার বন্যপ্রাণীরা খুব বেশি সমস্যার মুখে পড়ে। তাই মানুষ ও বন্যপ্রাণী - উভয়ের সুরক্ষার কথা ভেবে এলিভেটেড করিডর (জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে সেতু) তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেতুটি নির্মাণ হয়ে গেলে, তার ওপর দিয়ে যানবাহন যাতায়াত করবে আর নীচের রাস্তায় সুরক্ষিতভাবে চলাচল করবে বন্যপ্রাণী।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের জৈব-বৈচিত্র্যের মূল্যবান রত্ন কাজিরঙা। কাজিরঙা কেবল জাতীয় উদ্যান নয়, অসমের আত্মা। কাজিরঙার মনোরম নৈসর্গিক সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুধাকণ্ঠ ভারতরত্ন ড. ভূপেন হাজরিকার একটি গানের দু-পঙক্তি 'কাজিরঙা আমার পুণ্য অসমীয়ার কাজিরাঙা কেবল রাষ্ট্রীয় উদ্যানেই নহয়, অসমর আত্মা (আমাদের কাজিরঙা, আমাদের পুণ্য অসমবাসীর কাজিরঙা, এটি শুধু একটি জাতীয় উদ্যান নয়, এটি অসমের আত্মা) তাঁর বক্তব্যে উপস্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশজুড়ে ২৬০ কোটির বেশি গাছের চারা রোপণ করে প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার কাজ করা হয়েছে। বিজেপি দেখিয়ে দিয়েছে, উন্নয়নের পাশাপাশি প্রকৃতি সংরক্ষণও সম্ভব। 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার উত্তরপূর্ব ভারতের দ্রুত উন্নয়ন ঘটিয়েছে, যা কংগ্রেস সরকার কখনও করতে পারেনি। কংগ্রেস সরকার অসমকে যেখানে মাত্র ২ হাজার কোটি টাকা দিয়েছিল, সেখানে বিজেপি সরকার দিয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা। কংগ্রেস উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অবহেলা করত বলে অভিযোগ করেছেন মোদী। তিনি বলেন, নর্থ-ইস্ট এখন আর দূরে নয়, দিল্লির খুব কাছে।গত রবিবার সন্ধ্যায় গুয়াহাটিতে বড়ো জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রায় দশ হাজার শিল্পীর সম্মিলিত 'দহৌ' নৃত্যের প্রসঙ্গও আজকের সমাবেশে তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'দহৌ' তাঁর অন্তরে স্পর্শ করেছে। অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাগুরুম্বা নৃত্য পরিবেশন করার জন্য শিল্পীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিপুল পরিশ্রমের মাধ্যমে এত সুন্দরভাবে নৃত্য পরিবেশন করা হয়েছে যে তা একটি নতুন রেকর্ড গড়তে সক্ষম হয়েছে। তিনি আরও বলেন, গত বছর ঝুমুইর নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবার বাগুরুম্বা নৃত্যে। পাশাপাশি তিনি জানান, গত বছর নামরূপ সার কারখানা উদ্বোধন করা হয়েছে এবং গুয়াহাটিতে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমাবন্দরে নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেছেন।অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী পবিত্র

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্মম অত্যাচার, এবার ছাত্রের নিথর দেহ উদ্ধার

ঢাকা, ১৯ জানুয়ারিঃ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার থামছেই না। একের পর হিন্দুর মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসছে, আতঙ্কে সে দেশের সংখ্যালঘুরা। এবার রাজধানীর পুরাতন ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) প্রাক্তন ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। রবিবার রাত ১০টা নাগাদ তাঁর মেস থেকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলতে থাকা মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ওই ছাত্রের নাম - আকাশ চন্দ্র সরকার। গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরে।সহপাঠীরা জানিয়েছে, আকাশ চন্দ্র সরকারের মেস পুরাতন ঢাকার গেন্ডারিয়া থানার ভাট্টিখানা এলাকায়। আকাশ চন্দ্রের মৃত্যুর বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের কাছ থেকে জানা গেছে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম ব্যাচের শিক্ষার্থী আকাশ চন্দ্র সরকার। আকাশের দেহ মিটফোর্ড হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হয়।

দিল্লি কেঁপে উঠল মৃদু ভূমিকম্পে, তীব্রতা ২.৮

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি ঃ কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই সোমবার সকালে ভূমিকম্প অনুভূত হল রাজধানীতে। এদিন সকাল সাড়ে আটটার কিছু পরে হয় এই কম্পন টের পাওয়া যায় দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ২.৮।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, সোমবার সকাল ৮.৪৪ মিনিট নাগাদ ২.৮ তীব্রতর ভূমিকম্প অনুভূত হয় দিল্লি ও আশেপাশের এলাকায়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরতায়। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি বলে খবর সূত্র জানা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার অপরিহার্য, ফের সরব দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন ও স্বচ্ছ প্রশাসনের স্বার্থে রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার গঠন জরুরি-এই দাবিতে আবারও সরব হলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। সোমবার সকালে কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক, উন্নয়ন তহবিলের ব্যবহার এবং রাজনৈতিক আদর্শের প্রশ্নে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন।দিলীপ ঘোষের বক্তব্যে উঠে আসে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল বরাদ্দের প্রসঙ্গ। তাঁর দাবি, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার জন্য যে পরিমাণ তহবিল বরাদ্দ করেছে, অতীতে কোনও সরকার তা করেনি। উন্নয়নের জন্য বিপুল অঙ্কের অর্থ কেন্দ্র থেকে আসছে, কিন্তু সেই অর্থ কোথায় যাচ্ছে, কীভাবে খরচ হচ্ছে-তার কোনও স্বচ্ছ হিসেব রাজ্য সরকার দিতে পারছে না বলেই অভিযোগ তাঁর। জবাবদিহিতার অভাবেই উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না বলে মনে করেন বিজেপি নেতা।রাজনীতির সঙ্গে আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রশ্ন টেনে এনে দিলীপ ঘোষ বলেন, বাংলার মাটিতে জন্ম নেওয়া সমাজ সংস্কারকদের অবদান শুধু স্মরণ করলেই চলবে না, তাঁদের জীবন ও আদর্শকে বাস্তবে অনুসরণ করতে হবে। রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। আজ তাঁদের ছবি বা নাম ব্যবহার করে রাজনীতি করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বামী বিবেকানন্দ ও বিদ্যাসাগরের আদর্শকে সামনে রেখে কাজ করছেন এবং বাংলার মানুষ সেই কাজের ফল নিজের চোখে দেখছেন।দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, গত দু'দিন ধরে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য একের পর এক প্রকল্পে বিপুল তহবিল ঘোষিত হয়েছে। শুধু সাম্প্রতিক ঘোষণাই নয়, সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের সময় বাংলাকে যে তহবিল দেওয়া হয়েছিল এবং মোদী সরকারের আমলে যে তহবিল দেওয়া হচ্ছে-তার মধ্যে কয়েক লক্ষ কোটি টাকার পার্থক্য রয়েছে। তাঁর মতে, এই প্রথমবার এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সত্যিই বিপুল অঙ্কের অর্থ রাজ্যের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে।তবে শুধু তহবিল বরাদ্দই যথেষ্ট নয়, সেই অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগানোই আসল চ্যালেঞ্জ-এমন ইঙ্গিতও দেন বিজেপি নেতা। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে উন্নয়ন ব্যাহত হয়। সেই কারণেই তিনি পশ্চিমবঙ্গে ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়ে বলেন। কেন্দ্র ও রাজ্যে একই রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকলে প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুত হবে, প্রশাসনিক জটিলতা কমবে এবং সাধারণ মানুষ সরাসরি উন্নয়নের সুফল পাবে বলেই তাঁর দাবি।দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্কের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যের প্রাপ্য বঞ্চনার অভিযোগ তুলে আসছে। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, কেন্দ্র অর্থ দিচ্ছে, কিন্তু রাজ্য সরকার তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই টানাপোড়নের মাঝেই ডাবল ইঞ্জিন সরকারের দাবি ফের একবার সামনে এনে দিলীপ ঘোষ স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইলেন যে, উন্নয়ন ও স্বচ্ছতার প্রশ্নে রাজ্যের রাজনৈতিক দিক বদলানো প্রয়োজন।সব মিলিয়ে, কেন্দ্রীয় তহবিল, উন্নয়নের বাস্তব চিত্র এবং আদর্শের রাজনীতি-এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিসরে নতুন করে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। আগামী দিনে এই বক্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে কী প্রভাব ফেলে, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

এনডিআরএফ-এর দক্ষতা সেবার সর্বোচ্চ মানের উদাহরণঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি ঃ এনডিআরএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, এনডিআরএফ-এর দক্ষতা ও কর্তব্যবোধ সেবার সর্বোচ্চ মানের উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী মোদী সোমবার এক্স মাধ্যমে জানান, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র প্রতিষ্ঠা দিবসে, আমরা সেইসব পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই যাদের পেশাদারিত্ব এবং সঙ্কটের মুহূর্তে দৃঢ় সংকল্প অটুট থাকে। দুর্যোগের সময় সর্বদা সামনের সারিতে থাকা এনডিআরএফ কর্মীরা জীবন রক্ষা, ত্রাণ প্রদান এবং সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে আশা ফিরিয়ে আনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁদের দক্ষতা ও কর্তব্যবোধ সেবার সর্বোচ্চ মানের উদাহরণ। বছরের পর বছর ধরে, এনডিআরএফ দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি মানদণ্ড হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, আন্তর্জাতিকভাবে অনেক সম্মান অর্জন করেছে। অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভকামনা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে অমিত শাহ জানান, এনডিআরএফ দেশের আস্থার স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। এনডিআরএফ জওয়ানদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন এক্স মাধ্যমে জানান, এনডিআরএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে জওয়ানদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। দুর্যোগ-সহনশীল ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মোদী সরকারের সংকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে, এনডিআরএফ এখন দুর্যোগের সময় দেশের নির্ভরযোগ্য আস্থার স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। অন্যদের নিরাপত্তার জন্য আত্মত্যাগকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা।

এসআইআর শুনানিতে হয়রানির অভিযোগে অবরোধ বিক্ষোভ তৃণমূলের

হুগলি, ১৯ জানুয়ারিঃএসআইআর শুনানিতে মানুষকে হয়রানির অভিযোগ তুলে সোমবার হুগলি জেলার তারকেশ্বরে দু'দফায় অবরোধ করল তৃণমূল। প্রথমে তারকেশ্বর কানাড়িয়া রোডের বিডিও অফিসের সামনে অবরোধ হয়। মিনিট কুড়ি অবরোধ চলে। পরে তারকেশ্বর-বর্ধমান রোডের চাউলপট্টিতে আধ ঘণ্টা অবরোধ হয়। দুই জায়গাতেই পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয়।এসআইআর নিয়ে হয়রানির প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয় মুর্শিদাবাদ জেলার নওদায়। নওদার আমতলায় বিডিও অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। রাজ্য সা.ক অবরোধ করা হয.এ দিন। ব্লক অফিসে ফ্লেক্স ছিঁড়ে বিক্ষোভ দেখান অনেকে। প্রতিবাদে শামিল ছিলেন সাংসদ আবু তাহের খান, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সফিউজ্জামান শেখ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহিদুল ইসলামও।

এটিএম কার্ড বদলে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা, লালবাজারের জালে দুই অভিযুক্ত

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃ এটিএম কার্ড বদলে প্রতারণার একটি মামলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের ডিডি বিভাগের ওয়াচ সেকশন। নেতাজি নগর থানার একটি মামলার তদন্তে নেমে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে নগদ ১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই টাকা অভিযোগকারী ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকেই হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল।বিদ্যাসাগর কলোনির বাসিন্দা অভিযোগকারী সঞ্জীব দে (৬২) জানান, গত ২২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ বাঘাযতীন এসজি হাসপাতালের বিপরীতে একটি এটিএম কাউন্টারে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি সাহায্যের অজুহাতে তাঁর 'বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক'-এর এটিএম কার্ডটি কৌশলে বদলে নেয়। পরে ওই কার্ড ব্যবহার করে দফায় দফায় মোট ১ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়।ঘটনার তদন্তে নেমে এটিএম-এর সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে লালবাজারের গোয়েন্দারা। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শুভম মাল (২৯) ও সনৎ নস্কর (৩২) নামে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের পর ১৮ জানুয়ারি তল্লাশি চালিয়ে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের সোমবার আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার (রিমান্ড) আবেদন জানানো হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না বা শহরজুড়ে আরও কোথায় তারা এ ধরনের প্রতারণা করেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শুনানিতে বিএলএদের থাকার অনুমতি শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি (হি স)ঃএসআইআর-এর শুনানি কেন্দ্রে বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)-দের ঢোকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছিল। সোমবার তার আপাত-অবসান হল।সোমবার শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার সময় ভোটদাতা চাইলে যে কোনও একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি যদি বিএলএ হন, তাতেও আপত্তির কিছু নেই। অর্থাৎ এবার শুনানিতে থাকার অনুমতি পেলেন বিএলএ-রা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাক্ষর অথবা টিপসই দিয়ে লিখিত আবেদন করতে হবে। সেটি থাকলে, প্রয়োজনে বিএলএ কোনও ভোটদাতার হয়ে হাজির হতে পারবেন শুনানিতে।এসআইআর-এ এই প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন এবং ডেরেক ও ব্রায়েন। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি।সুপ্রিম কোর্ট রায় দেওয়ার পরই তৃণমূলের তরফে জানানো হয়, এটি তাঁদের বড় জয়। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কোর্টে হারিয়েছি, এপ্রিলে ভোটে হারাব। তবে এই রায়কে তৃণমূলের নৈতিক জয় হিসেবে মানতে নারাজ বিজেপি।প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া। ২০০২ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। কারণ, সেবছরই শেষ ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের কাজ হয়েছিল। ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গ-সহ ১২ রাজ্যে ফের সেই কাজ করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

সিঙ্গুরে ৮৩০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস প্রধানমন্ত্রীর

সিঙ্গুর, ১৯ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত রবিবার হুগলির সিঙ্গুরের সরকারি অনুষ্ঠান থেকে ৮৩০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বালাগড়ে এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, যার মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন টার্মিনাল এবং একটি রোড ওভার ব্রিজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।ঐদিনের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১১ বছরে, কেন্দ্রীয় সরকার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অনেক বড় বিনিয়োগ করেছে। সাগরমালা প্রকল্পের আওতায়, এই বন্দরের যোগাযোগ উন্নত করার জন্য রাস্তাঘাটও নির্মাণ করা হয়েছে। এখন আমরা সকলেই এর ফলাফল দেখতে পাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত শনিবার, দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে চালু হয়েছে। বাংলায় প্রায় অর্ধ ডজন নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনও এসেছে। আজ আরও তিনটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে একটি আমার সংসদীয় এলাকা, কাশী (বারাণসী) এবং বাংলার মধ্যে যোগাযোগ আরও জোরদার করবে বলে জানান আজ।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি খুবই ভাল। আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তি প্রবাহিত হবে, যার ফলে আপনি আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে পারবেন। আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। বিবাহের যোগ হবে ।

বৃষঃ স্ত্রী আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। আত্মীয়দের কাছে ছোট সফর আপনার ক্লান্তিকর দৈনিক কাজের সূচীর থেকে আরাম এবং হালকা মূহুর্ত আনবে।

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি একটি অবিস্মরণীয়. অভিজ্ঞতা বয়ে আনবে। আপনি আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক গভীর করতে সক্ষম হবেন। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা এই দিন আপনাকে অন্যদের হৃদয় জয় করতে সাহায্য করবে।

কর্কট রাশি ঃ জনশীল কাজও আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। যারা এখন অবধি অহেতুক তাদের অর্থ উড়িয়ে দিয়েছিল তাদের আজকের কাজটি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং

সিংহঃ সঞ্চয় করা শুরু করা উচিত। আপনার নতুন প্রকল্প এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার বাবা মায়ের বিশ্বাস অর্জনের জন্যও এই সময়কালটি ভালো। বিবাহের যোগ

কন্যা ঃ ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ, আপনি অর্থ জমা এবং সঞ্চয় করার দক্ষতা শিখতে পারেন এবং এটিকে সঠিক কাজে লাগাতে পারেন। দূরের জায়গার আত্মীয়রা আজ আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। চোখ কখনো মিথ্যা বলে না ও আপনার সঙ্গীর চোখের বিশেষ কিছু আজ আপনাকে সত্যিই কিছু বলবে।

তুলাঃ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি সম্প্রীতি এবং ভারসাম্যের প্রতীক। আপনার সামাজিক দক্ষতা উজ্জ্বল হবে, যা আপনাকে অন্যদের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। ইতিবাচকতা এবং শক্তির অনুভূতি আপনার মনকে পূর্ণ করবে, যা আপনাকে আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে মা

বৃশ্চিকঃ ঘরের উত্তেজনা আপনাকে ক্রুদ্ধ করবে। সেগুলি চেপে রাখা কেবলমাত্র শারীরিক সমস্যা বাড়াবে। শারীরিক কাজকর্মের সাথে এটির হাত থেকে মুক্তি পান। সবথেকে ভালো হয় বিরক্তিপূর্ণ পরিস্থিতিটি ছেড়ে বেরিয়ে গেলে। শুভদিন হবে

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি সামগ্রিকভাবে একটি অনন্য দিন হবে। তবে, আপনার মনে কিছু উদ্বেগ থাকতে পারে, যা আপনাকে অস্থির বোধ করতে পারে। শুভদিন

মকরঃ স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। আপনার সন্তানদের কারণে আজ আপনি অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। এটি আপনাকে খুব আনন্দিত করবে। পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিন। ব্যবসায় সাফল্য।

কুম্ভঃ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি খুব ভাল হবে। আপনার চিন্তাভাবনার স্পষ্টতা এবং ইতিবাচকতা আপনাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের সময়. আপনি নতুন বন্ধুত্ব এবং সম্পর্কের সুযোগ পাবেন। আর্থিক উন্নতি হবে।

মীনঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত কারবার বাস্তবায়িত হবে এবং অবিশ্বাস্য লাভ এনে দেবে। আজ আপনি একটি সামাজিক জমায়েতে কেন্দ্রীয় আকর্ষণ হবেন। সতর্ক থাকুন আজ।

আবহাওয়া

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী পাঁচ দিন রাতের তাপমাত্রায় বড়সড় কোনও পরিবর্তন হবে না। থাকবে কনকনে ঠান্ডা। তবে দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে পূর্বাভাস ভিন্ন। দক্ষিণবঙ্গে আগামী দু'দিন তাপমাত্রা একইরকম থাকবে। তার পরের চার দিনে রাতের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে দুই থেকে তিন ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। সরস্বতী পুজো আগামী শুক্রবার। তত দিনে ঠান্ডা বেশ খানিকটা কমে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।সোমবার সকালেও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। মহানগরীতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবারের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বাড়তে পারে তাপমাত্রা। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯২ শতকরা এবং ৪৮ শতকরা হবে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং ১০রাত ৫০টা । **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫০মনিট এবং রাত ০১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৫মনিটে হতে পারে।

কলকাতা | মহানগরের খবর

হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় মাঠে ধাক্কা, বাজারে আগুন- শীতের আনাজে কড়া ছেঁকা, উধাও সস্তার বাজার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃ শীত মানেই সাধারণ মানুষের কাছে একটু স্বস্তির বাজার। ভোরের কুয়াশা ভেদ করে বাজারে গেলে চোখ জুড়িয়ে যায় সবুজ আনাজের সারি দেখে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, টোম্যাটো, শাক-সব মিলিয়ে ১০০ টাকার মধ্যেই ভরে যেত বাজারের থলে। এই ছবি ছিল গত কয়েক সপ্তাহ আগেও। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন উল্টো স্রোত। ভরা শীতেই সাধারণ মধ্যবিত্তের বাজারে বড়সড় ধাক্কা। ফুলকপি, টোম্যাটো, মটরশুঁটি থেকে শুরু করে প্রায় সব শীতের আনাজের দাম ছুঁয়েছে আকাশ। এখন বাজারে গেলে চমকে উঠছেন ক্রেতারা। যেখানে এক জোড়া ফুলকপি ২০-৩০ টাকায় মিলত, সেখানে এখন সেই একই জোড়ার দাম ৮০ থেকে ৯০ টাকা। টোম্যাটো কিনতে গেলে কেজিপিছু গুনতে হচ্ছে ৬০-৭০ টাকা, কোথাও আবার আরও বেশি। কড়াইশুঁটি বা মটরশুঁটির দাম তো সাধারণ মানুষের হাতের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে বললেই চলে। প্রশ্ন একটাই-ভরা শীতে, যখন আনাজের মরসুম তুঙ্গে থাকার কথা, তখন কেন এমন অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি? বাজারে জোগানের টান, মাঠে ঠান্ডার থাবা-বাজার বিশেষজ্ঞ ও কৃষি মহলের মতে, এর মূল কারণ জোগানের ঘাটতি। এবছর শীতের শুরু থেকে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই নীচে নেমে গিয়েছে। এই অতিরিক্ত ঠান্ডা সরাসরি প্রভাব ফেলেছে ফসলের উপর। বিশেষ করে টোম্যাটো, বেগুন, কড়াইশুঁটির মতো ফসলে ফলন কমেছে। অনেক ক্ষেত্রে ফসলের বৃদ্ধি কার্যত থমকে গিয়েছে। কৃষি বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, তাপমাত্রা নির্দিষ্ট মাত্রার নীচে নামলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। শীতের শিশির ও কনকনে ঠান্ডায় গাছ ঝলসে যায়, ফুল ঝরে পড়ে, ফল ধরতে দেরি হয়। তার ফলেই স্থানীয় চাষিদের ক্ষেত থেকে বাজারে পর্যাপ্ত আনাজ আসছে না। এই ঘাটতির সুযোগেই দাম বাড়ছে। অকাল বৃষ্টির ক্ষত এখনও শুকোয়নিশুধু শীতই নয়, এই সমস্যার গোড়া পোঁতা রয়েছে আরও আগে। এবছর পুজোর সময় এবং তার আগে অকাল বৃষ্টিতে মার খেয়েছিল বহু ফসল। যাঁরা আগাম ফুলকপি, বাঁধাকপি বা অন্যান্য শীতের আনাজ চাষ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেরই জমিতে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। পরে নতুন করে জমি তৈরি করে একসঙ্গে বীজ বোনেন বহু চাষি।এর ফলে কী হয়েছে? শীতের শুরু থেকে মাঝামাঝি সময়ে সেই সব ফসল একসঙ্গে বাজারে ঢুকে পড়ে। তখন বাজারে আনাজের জোগান বেড়ে যাওয়ায় দাম তলানিতে ঠেকে। ভালো মাপের ফুলকপি ১৫ টাকার নীচে নেমে গিয়েছিল। বেগুন ৩০-৪০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছিল। বিট, গাজর, শালগম-সবই ছিল সস্তার। কিন্তু সেই সস্তার বাজার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ ওই এক দফার ফলন শেষ হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে যে ফসল আসার কথা ছিল, তা ঠান্ডার কারণে মাঠেই আটকে পড়েছে। ভিন রাজ্যের উপর নির্ভরতা বাড়াচ্ছে চাপ-টোম্যাটো ও কড়াইশুঁটির ক্ষেত্রে সমস্যা আরও প্রকট। বাজার বিশেষজ্ঞরা

জানাচ্ছেন, এবছর এই দু'টি আনাজের বড় অংশই ভিন রাজ্য থেকে আনতে হচ্ছে। বাংলার নিজস্ব উপাদন শুরু থেকেই কম ছিল। ফলে দাম কমার সুযোগই তৈরি হয়নি। জানুয়ারির মাঝামাঝি ৬০ টাকা কেজি দরে টোম্যাটো-এমন অভিজ্ঞতা অনেকের কাছেই বিরল। সাধারণত এই সময়ে টোম্যাটোর দাম ২০-৩০ টাকার আশেপাশে ঘোরে। কিন্তু এবার তা নামেনি বললেই চলে। তার উপর পরিবহণ খরচ, জ্বালানির দাম ও মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা দাম আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ফড়ে ও খুচরো ব্যবসায়ীদের ভূমিকা-বাজারের একাংশের মতে, শুধু প্রকৃতি নয়, এই মূল্যবৃদ্ধির পিছনে ফড়ে ও খুচরো ব্যবসায়ীদেরও কিছুটা হাত রয়েছে। জোগান কম থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়ানো হচ্ছে। পাইকারি বাজারে দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খুচরো বাজারে তার প্রভাব আরও বেশি পড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে দাম নিয়ন্ত্রণে নামতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্কফোর্স জানিয়েছে, শনিবার থেকেই বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালানো হবে। অতিরিক্ত দাম নেওয়া হচ্ছে কি না, মজুতদারি হচ্ছে কি না-সেদিকে নজর রাখা হবে। সামনে কি স্বস্তির ইঙ্গিত?-তবে সবকিছুর মধ্যেও কিছুটা আশার কথা শোনাচ্ছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, এই পরিস্থিতি স্থায়ী নয়। আগামী সপ্তাহ থেকে যদি তাপমাত্রা একটু বাড়ে, তাহলে মাঠের ফসল স্বাভাবিক গতিতে বাড়তে শুরু করবে। তখন স্থানীয় জমির টোম্যাটো, কড়াইশুঁটি, বেগুন বাজারে আসবে। জোগান বাড়লেই দাম ধীরে ধীরে নামবে। কৃষকদের একাংশও বলছেন, গাছে ফল ধরতে শুরু করেছে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই বাজারে তার প্রভাব পড়বে। তবে ততদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের পকেটেই চাপ পড়ছে। শীতের বাজারে সাধারণ মানুষের আক্ষেপ-শীতের বাজার মানেই যেখানে স্বস্তি থাকার কথা, সেখানে এখন আক্ষেপ। অনেক পরিবারই আনাজের তালিকা ছোট করে ফেলছেন। টোম্যাটোর বদলে অন্য কিছু, কড়াইশুঁটির বদলে ডাল-এই হিসেবেই চলছে সংসার। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের কাছে এই মূল্যবৃদ্ধি বড় ধাক্কা। সব মিলিয়ে বলা যায়, প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা, অকাল বৃষ্টি, কড়া শীত, ভিন রাজ্যের উপর নির্ভরতা এবং বাজার ব্যবস্থার দুর্বলতা-সব মিলিয়েই এবার শীতের আনাজে এমন ' এখন একটাই প্রশ্ন, ঠান্ডা কমার সঙ্গে সঙ্গে কি ফিরবে সেই চেনা সস্তার শীতের বাজার? সাধারণ মানুষ তাকিয়ে রয়েছে সেই আশাতেই।

ব্যস্ত জীবন, অস্বস্তিকর কথাবার্তা, কেন নারীরা জরায়ুমুখ পরীক্ষা এড়িয়ে যান

ডা. অগ্নিভ সরকার (অ্যাসোসিয়েট কনসালট্যান্ট, গাইনেকোলজিক অনকোলজি নারায়ণা হাসপাতাল, বারাসাত)ঃ

জরায়ুমুখের ক্যানসার সবচেয়ে প্রতিরোধযোগ্য ক্যানসারগুলির মধ্যে একটি হলেও, ভারতে এখনও বহু নারী নিয়মিত সার্ভিকাল স্ক্রিনিং করান না। প্যাপ স্মিয়ার ও এইচপিভি পরীক্ষার মতো সুবিধা সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও, অনেক নারী এমন কারণের জন্য পরীক্ষা পিছিয়ে দেন যা আসলে চিকিৎসাগত নয়। বারাসাতের মতো আধা-শহর এলাকায় কর্মরত চিকিৎসকদের মতে, সচেতনতার অভাবের চেয়ে ভয়, লজ্জা এবং সামাজিক মানসিকতা অনেক বেশি প্রভাব ফেলে। ব্যথার ভয়, কোনো গুরুতর রোগ ধরা পড়ার আশঙ্কা এবং চিকিৎসা প্রক্রিয়া নিয়ে উকণ্ঠা-বিশেষ করে যারা নিজেকে সুস্থ মনে করেন ও কোনো উপসর্গ নেই-তাদের অনেককেই পরীক্ষা করাতে নিরুসাহিত করে। গোপনাঙ্গের পরীক্ষা নিয়ে অস্বস্তি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে লজ্জাবোধ, বিশেষত রক্ষণশীল পরিবেশে বেড়ে ওঠা নারীদের ক্ষেত্রে, দ্বিধা আরও বাড়িয়ে তোলে-কারণ এই বিষয়গুলো সেখানে খোলাখুলি আলোচিত হয় না। ব্যস্ত জীবনযাপনও একটি বড় কারণ। কাজ, সংসারের দায়িত্ব ও পরিচর্যার ভূমিকার মাঝে নারীরা প্রায়ই নিজের স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে শেষের দিকে রাখেন। যেহেতু তাৎক্ষণিক কোনো অসুবিধা থাকে না, তাই প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে যায়। আরও গভীর একটি সমস্যা হলো পরিবার ও সমাজে প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘদিনের নীরবতা। তবে ধীরে ধীরে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে-তরুণীরা এখন বেশি প্রশ্ন করছেন এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জরায়ুমুখের যত্ন নিয়ে আলোচনা স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। অনেক নারীর ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা হয় কোনো বন্ধুর রোগ নির্ণয়ের কথা শোনার পর, স্বাস্থ্য বিষয়ক কোনো সেশনে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে, অথবা চিকিৎসকের কাছ থেকে এই আশ্বাস পেলে যে স্ক্রিনিং প্রতিরোধমূলক, রোগ নির্ণয়ের জন্য নয়। নারী চিকিৎসক বেছে নেওয়া, বিশ্বাসযোগ্য কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া, কিংবা নিয়মিত চেক-আপের সময় সাধারণ প্রশ্ন দিয়ে আলোচনা শুরু করাও দ্বিধা কাটাতে সহায়ক হয়। চিকিৎসকদের মতে, সার্ভিকাল স্ক্রিনিং করতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে, কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তের মাধ্যমে এটি জীবন বাঁচাতে পারে। সার্ভিকাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস মাস উপলক্ষে নারীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে-স্ক্রিনিংকে ভয় বা লজ্জার কারণ হিসেবে না দেখে, বরং নিজের যত্ন ও আত্ম-সক্ষমতার একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসেবে দেখার জন্য।

সম্প্রতি ভাবনা ড্যান্স একাডেমীর বর্ণাঢ্য বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্যগুরু শ্রী দীপঙ্কর দত্তের পরিচালনায় দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণের পর শাস্ত্রীয়, রবীন্দ্রিক, সৃজনশীল নৃত্য ও নৃত্যনাট্যের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। সমগ্র দলের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিয়মিত অনুশীলনের ফলে অনুষ্ঠানটি সফল রূপ পায়। গুরু দীপঙ্কর দত্তের সুচিন্তিত পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

জাতীয় বেঞ্চ প্রেস চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক জিতেছে জয়ীতা সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ফরিদাবাদ, ১৯ জানুয়ারি ঃ আসানসোলের কুলটির মিঠানি হাই স্কুলের স্কুল শিক্ষিকা জয়ীতা সরকার হরিয়ানার ফরিদাবাদে ৭ থেকে ১১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৩৪তম জাতীয় বেঞ্চ প্রেস চ্যাম্পিয়নশিপে ৭৬ কেজি মাস্টার-১ (ক্লাসিক বেঞ্চ প্রেস) বিভাগে স্বর্ণপদক জিতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য গৌরব বয়ে এনেছেন। এর আগে, তিনি ডিসেম্বর ২০২৫-এ হাওড়ার আন্দদুলে অনুষ্ঠিত ৫১তম ইস্টার্ন ইন্ডিয়া পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে (সিনিয়র - পুরুষ ও মহিলা) রৌপ্য পদক অর্জন করেছিলেন। তিনি একাধিকবার জেলা স্তরের স্বর্ণপদক বিজয়ী এবং রাজ্য স্তরেরও স্বর্ণপদক বিজয়ী। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত একটি পূর্ণকালীন শিক্ষকতার চাকরি সামলানোর পাশাপাশি, তিনি পাওয়ারলিফটিংয়ের মতো কঠিন খেলাটিতেও নিয়মানুবর্তিতার সাথে প্রশিক্ষণ চালিয়ে গেছেন। ২০২৬ সালে, তিনি এশিয়ান প্যাসিফিক পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপস (দক্ষিণ আফ্রিকা), এশিয়ান ক্লাসিক অ্যান্ড ইকুইপড বেঞ্চ প্রেস চ্যাম্পিয়নশিপস (কাতার) এবং কমনওয়েলথ গেমসে (কানাডা) ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন। এই মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা এবং স্পনসরশিপ পেলে তা তাকে সর্বোচ্চ স্তরে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে।

পানাপুকুর থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিড়ে উত্তেজনা,তৃণমূল উপপ্রধানের বাইকে আগুন

সৌরভ দাশ, মাটিয়া, ১৯ জানুয়য়ারি ঃ বসিরহাটের মাটিয়া থানার চাঁপাপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিথুলিয়া গ্রামের ঘটনা । স্থানীয়রা জানান স্থানীয় যুবক রিয়াজ মন্ডল(২২) গত চারদিন ধরে নিখোঁজ ছিল, মাটিয়া থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয় যুবকের পরিবারে তরফে। সোমবার সকালে সিথুলিয়া গ্রামের একটি আম বাগানের ভেতরে একটি ডোবা থেকে রিয়াজের দেহ উদ্ধার করে গ্রামের মানুষ ।তার দেহে একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন আছে বলে অভিযোগ । দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরিবার সুত্রে খবর,রিয়াজ নিখোঁজ হওয়ার পর পরিবারের তরফে মিসিং ডায়েরি করা হয় মাটিয়া থানায়। ঘটনায় পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে কয়েকজনকে রবিবার সন্দেহভাজন একজনকে আটক করে গ্রামবাসী পুলিশকে খবর দেন ,পুলিশ ঘটনাস্থলে না আসলে

স্থানীয় উপপ্রধানের তৎপরতায় ওই যুবককে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় স্থানীয় বাসিন্দরা। তারপর সোমবার রিয়াজের দেহ উদ্ধার হয়। এরপর ই ক্ষোভে ফেটে পরে এলাকার মানুষ। উপপ্রধানের ভূমিকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। অপরাধীর শাস্তির দাবিতে পথ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা। পুলিশ আসলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মানুষ। পাশাপাশি উপপ্রধান পিন্ট মন্ডলের বাইকে ও বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, ভাঙচুর চালানো হয়। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাটিয়া থানার পুলিশ ,পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়।

এস আই আরের নামে হয়রানির অভিযোগে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ সাধারণ মানুষের জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগরঃ এসআইআরের শুনানির নামে সাধারণ মানুষের হয়রানি ও ভোগান্তির অভিযোগে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ রাস্তা অবরোধ সাধারণ মানুষের।এস আই আর সংক্রান্ত শুনানির নামে সাধারণ মানুষকে অহেতুক হয়রানি ও প্রশাসনিক জটিলতার অভিযোগ তুলে রাস্তা অবরোধ করে তীব্র বিক্ষোভে সামিল হলেন এলাকাবাসীরা। সোমবার সকাল থেকেই দঃ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ এলাকা বাসীদের।আর এই বিক্ষোভের জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। অফিসযাত্রী, স্কুলপড়ুয়া ও জরুরি পরিষেবার গাড়ি আটকে পড়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ।সোমবার সকাল থেকেই বাসন্তী থানার অন্তর্গত ভাঙনখালি এলাকায় রাজ্য সড়কের উপরে টায়ার ও খড় জ্বালিয়ে চলে প্রতিবাদ। বিক্ষোভকারীদের দাবি, এসআইআর-এর নোটিসের নামে সাধারণ মানুষকে অহেতুক ডেকে পাঠানো হচ্ছে, নথিপত্র নিয়ে অযথা প্রশ্ন তোলা হচ্ছে এবং হয়রান হতে হচ্ছে। কাউকে কাউকে একাধিক বারও ডাকা হচ্ছে। একই কারণে দু'বার ডাকা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। এই হয়রানি অবিলম্বে বন্ধ না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। অন্যদিকে এস আই আর এর শুনানির নাম করে হয়রানি ও ভোগান্তির অভিযোগে জয়নগর থানার অন্তর্গত পদ্মেরহাট কুলপি রোডের ওপর টায়ার জ্বালিয়ে এবং রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকা বাসীরা।আর এই বিক্ষোভের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল।আর এ বিষয়ে এদিন বিক্ষোভকারীরা জানান,এস আই আর এর প্রকৃত কারণ মৃত ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া এবং অবৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া। কিন্তু এস আই আরে শুনানির নাম করে সাধারণ মানুষদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বৃদ্ধ মানুষদের ডাকা হচ্ছে এর ফলে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে সাধারণ ভোটাররা। আমরা চাই সুষ্ঠুভাবে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হোক। যতক্ষণ না পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের কোন আধিকারিক আমাদের এই সমস্যা সুরাহা করে দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থান ও অবরোধ চলবে।আব্দুল হাকিম শেখ নামে এক ব্যক্তি বলেন, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদেরও নোটিস পাঠিয়ে হয়রান করা হচ্ছে। প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। বিডিও ও মহকুমা শাসককে বললে তাঁরা কমিশনের কথা বলছেন। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এখন প্রশ্নের মুখে। বাংলাদেশি খুঁজতে নেমে এখানকার ৫০-৬০ বছরের বাসিন্দাদের হেনস্থা করছে। কোনও রাজনৈতিক দল নয়, এলাকার সাধারণ বাসিঃদারা তাই পথে নেমেছেন। এদিন পদ্মেরহাটে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলেন জয়নগর এক নং বিডিও শুভদীপ দাস,জয়নগর থানার আই সি সমরেশ ঘোষ। অন্যদিকে এস আই আর এর হয়রানি এবং ভোগান্তির অভিযোগে মগরাহাট এক নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মগরাহাট এক নম্বর ব্লকের বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কংগ্রেসের শতাধিক কর্মী সমর্থকেরা। এ বিষয় মগরাহাট ১ নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইমরান হোসেন মোল্লা জানান,দেশের নির্বাচন কমিশন যেভাবে বিজেপির দালাল গিরি করছে, বর্তমানে নির্যাতন কমিশনে পরিণত হয়েছে। বৈধ কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরে ও যেভাবে সাধারণ ভোটারদের হেয়ারিং এর নাম করে চিঠি ধরাচ্ছে সেটি মেনে নেয়া যায় না। একই পরিবারে ছয় জন সাত জন সদস্য হলে হিয়ারিংয়ে ডাকা হচ্ছে তাদেরকে। নির্বাচন কমিশন সঠিকভাবে কাজ করছে না বৈধ কাগজপত্র দেওয়ার পরেও সাধারণ মানুষদের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। আমরা এই তীব্র বিরোধিতা জানাই এবং নির্বাচন কমিশন যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করে এবং একটিও বৈধ ভোটারের নাম যাতে না বাদ না যায় সেদিকেই নজর দিক। এস আই আর ইস্যুতে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া।

আদ্রা বিভাগে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারীঃ আদ্রা বিভাগে উন্নযনমূলক কাজের কারণে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিযন্ত্রণ করা হবে। ট্রেন বাতিল-৬৮০৭৭৬৮০৭৮আদ্রা-ভাগা-আদ্রা মেমু ২৫.০১.২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে। ১৮০১৯১৮০২০ ঝাড়গ্রাম-ধানবাদ-ঝাড়গ্রাম এক্সপ্রেস ১৯.০১.২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে। ট্রেনগুলির সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত যাত্রা- ১৮০১৯ / ১৮০২০ ঝাড়গ্রাম-ধানবাদ-ঝাড়গ্রাম এক্সপ্রেস, ২২.০১.২০২৬ তারিখে শুরু হওয়া, বোকারো স্টিল সিটি থেকে সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত যাত্রা হবে। ১৩৫০৩ / ১৩৫০৪ বর্ধমান-হাতিযা-বর্ধমান মেমু এক্সপ্রেস, ১৯.০১.২০২৬, ২২.০১.২০২৬ এবং ২৪.০১.২০২ তারিখে শুরু হবে এবং NSCB গোমোহ থেকে শুরু হবে। ৬৮০৯০ / ৬৮০৮৯ আদ্রা-মেদিনীপুর-আদ্রা মেমু, ২৩.০১.২০২৬ এবং ২৫.০১.২০২ তারিখে শুরু হবে এবং গড়বেতা থেকে শুরু হবে। ৬৮০৫৬৬৮০৬০ টাটানগর-আসানসোল-বরভূম মেমু, ২০.০১.২০২৬ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা আদ্রা থেকে সংক্ষিপ্তভাবে বন্ধসংক্ষিপ্তভাবে বন্ধ করা হবে। ট্রেনটির গতি পরিবর্তন-১৮৬০১ টাটানগর-হাতিয়া এক্সপ্রেস, ২০.০১.২০২৬, ২১.০১.২০২৬ এবং ২৪.০১.২০২৬ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি চান্ডিল-গুন্ডা বিহার-মুড়ি হয়ে ডাইভার্ট করা রুটে চলবে।

বেহালায় ফ্ল্যাটের ভিতর প্রবীণ গায়িকাকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন, আটক ৩

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি (হি. স.)ঃ সাতসকালে খাস কলকাতার বেহালায় এক প্রবীণাকে নৃশংসভাবে

কুপিয়ে খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বেচারাম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের প্রিয়দর্শিনী অ্যাপার্টমেন্টের এক ফ্ল্যাট থেকে অনিতা ঘোষ নামে ওই মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে তাঁকে খুন করা হয়েছে। দেহের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্নও মিলেছে। মৃতা অনিতা ঘোষ ওই ফ্ল্যাটে তাঁর অসুস্থ ও শয্যাশায়ী স্বামীর সঙ্গে থাকতেন। তাঁর স্বামী একজন প্রাক্তন কেন্দদ্রীয় সরকারি কর্মী এবং বর্তমানে ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। সোমবার সকালে বাড়ির রাঁধুনি কাজ করতে এসে অনিতা দেবীর রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও লালবাজারের হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরা। স্থানীয় কাউন্সিলর জানিয়েছেন, ওই প্রবীণ দম্পতিকে দেখাশোনার জন্য বা।তিতে আয়া ও রাঁধুনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আয়া ও রাঁধুনি-সহ মোট তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, অনিতা দেবীর ছেলে কাছাকাছি একটি অন্য ফ্ল্যাটে সপরিবার আলাদা থাকেন। পরিবারের সদস্যদের সংঃদহ, বাড়িতে থাকা ব। অঙ্কের নগদ টাকার লোভেই এই খুন হয়ে থাকতে পারে। মৃতার স্বামী অসুস্থ থাকায় বাড়িতে প্রায় লক্ষাধিক টাকা রাখা থাকত বলে অনুমান। উল্লেখ্য, অনিতা ঘোষ একজন সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন । শুধুমাত্র লুঠের উদ্দেশ্যেই এই হত্যাকাণ্ড, না কি এর পিছনে কোনও পারিবারিক শত্রুতা বা পরিচিত কেউ জ।তি রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

NOTICE INVITING e-TENDER

e-NIT No.**14 of 2025-26/P0/BCW/JAL** for execution of 6 (six) no. of different community development schemes within Jalpaiguri district. For further details like bid start date, bid end date, eligibility criteria etc., please log-on to **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
BCW & TD, Jalpaiguri

উত্তপ্ত বেলডাঙা, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনে জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলডাঙা, ১৯ জানুয়ারিঃ মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা এলাকা ঘিরে ভিনরাজ্যে কর্মরত এক পরিযায়ী বাঙালি শ্রমিককে খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরেই চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে ড়েছে। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ, প্রশাসন সময়মতো ও যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাই কোর্টে দুইটি জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল) দায়ের করা হয়েছে। সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চে আবেদনকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আদালত ওই দুইটি জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি দেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মামলাগুলির দ্রুত শুনানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আদালত প্রাথমিকভাবে মনে করেছে। সেই অনুযায়ী মঙ্গলবার এই মামলাগুলির শুনানি হতে পারে বলে জোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। উচ্চ আদালত সূত্রে আরও জানা গেছে, আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে বেলডাঙার সাম্প্রতিক ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করেছে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলেই অভিযোগ করা হয়েছে আদালতে। বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিক খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্রমাগত বিক্ষোভ, অশান্তি ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে, যা যে কোনো মুহূর্তে আরও বড় আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনকারীদের দাবি, এই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র রাজ্য পুলিশ দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা কার্যত অসম্ভব হয়ে প।ছে। তাই অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, সম্পত্তি রক্ষা এবং এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি বলে তারা আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আবেদনকারীরা আদালতে তাদের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে গত বছরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উদাহরণও তুলে ধরেছেন। উল্লেখ করা হয়েছে, গত বছর মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ এলাকায় ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কলকাতা হাই কোর্ট রাজ্য সরকারকে দ্রুত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই পদক্ষেপের ফলেই পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। সেই নজির সামনে রেখেই আবেদনকারীরা বেলডাঙার ক্ষেত্রেও একই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

বি.আর. সিং হাসপাতাল, শিয়ালদহে
সিনিয়র রেসিডেন্ট নিয়োগ

ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ

নিম্নলিখিত নিয়ম ও শর্তাবলীর ভিত্তিতে সিনিয়র রেসিডেন্ট নিয়োগের জন্য মেডিক্যাল ডিরেক্টরের কার্যালয়, বি.আর. সিং হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০ ০১৪-তে **০২.০২.২০২৬ তারিখ (সোমবার) সকাল ১১টায়** একটি ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীদের জীবনপঞ্জী সহ আবেদনপত্র এবং ০৩টি পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ, সকল অরিজিনাল নথিপত্র (সেগুলির এক সেট ফটোকপি), মার্কশিট ও সার্টিফিকেট, জাতিগত শংসাপত্র, রেজিস্ট্রেশন, অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট সহ উপস্থিত হতে হবে। **পদের নাম, ডিসিপ্লিন এবং শূণ্যপদ নিম্নরূপঃ (১) সিনিয়র রেসিডেন্ট (অ্যাকাডেমিক), জেনারেল মেডিসিন - ০১ + প্যানেল, অ্যানেস্থেশিওলজি - ০১ + প্যানেল, অপথ্যালমোলজি - ০১ + প্যানেল = মোট ০৩টি পদ (অস. - ০১, অ.অ.শ্রে.-০১ এবং ত.জা.-০১)। (২) সিনিয়র রেসিডেন্ট (নন-অ্যাকাডেমিক), কার্ডিওলজি - ০১ + প্যানেল = মোট ০১টি পদ (অস. - ০১)। ন্যূনতম পেশাগত যোগ্যতাঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর যোগ্যতা। ● ৭ম সিপিসি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ অনুমোদনযোগ্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। ● ইন্টারভিউ এবং যোগদানের জন্য কোনও টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না। ● যে কোনও পর্যায়ে কোনও তথ্য গোপন করলে প্রার্থীপদ অবিলম্বে বাতিল করা হবে। ● বিস্তারিত তথ্য **পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট http://www.er. indianrailways. gov.in**-তে পাওয়া যাবে।

মেডিক্যাল ডিরেক্টর, বি.আর.সিং হাসপাতাল, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৫১ সংখ্যা, মঙ্গলবার ৬ মাঘ ১৪৩২

বহু মুখী প্রতিভা সৌমিত্র

সৌমিত্র এবং অন্য তারকাদের মধ্যে একটা বেসিক পার্থক্য ছিল। অন্যরা সকলেই ওয়ান ডাইমেনশনাল। মানে, ওঁদের লোকেরা মনে রাখবেন শুধুমাত্র অভিনয়ের জন্য। কিন্তু সৌমিত্র হল মাল্টি-ডাইমেনশনাল। অভিনয়, আবৃত্তি, নাটক, লেখালেখি, ছবি আঁকা। এমনকী বন্ধুমী প্রতিভাকে বাঙালি কিন্তু তাঁর টোটালিটির জন্য মনে রাখবে। আর এখানেই সৌমিত্র অন্য তারকাদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল ওর শেষযাত্রায়। কোভিডের মধ্যেও কলকাতার রাস্তায় মানুষের ঢল নামা দেখে অবাক হতে হয়! শুধুমাত্র এপার বাংলাতেই নয়, ওপার বাংলাতেও সৌমিত্রকে লোকেরা ভীষণ ভালবাসেন। শুধুমাত্র ভার্সেটাইল অভিনেতা নয়, ওর হাতের লেখা, কবিতা, সব বিষয়ে জ্ঞান, পড়াশোনা, মূল্যবোধ, সাহসিকতা, বরাবর মুগ্ধ করত। জীবনে এত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও, সৌমিত্র প্রতিটা মুহূর্তে চেষ্টা করত নিজের কাজকে আরও উন্নত করার। ওর মধ্যে কখনও কোনও ইগো দেখিনি। খুবই বিনয়ী স্বভাবের ছিল। খেলা থেকে রাজনীতি, সব বিষয়ে জ্ঞান থাকলেও, এটা কখনও দেখাত না যে ও কত বেশি জানে! এছাড়া সৌমিত্রর আরও একটা দিক ছিল। শুধুই কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট ওর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ছবিতে এটা খুব জরুরি, কিন্তু একইসঙ্গে কাদের সঙ্গে কাজ করছে, কী বিষয়, ওর চরিত্রটা কতটা মানুষের মনে ধরাতে পারে, এগুলোও ওর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বন্ধুদের খুব সম্মান দিত। নিজের কমিউনিটির কথা ভাবত, দেশের কথা ভাবত। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কখনও ভয় পায়নি। এত মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ সত্যিই নেই। সৌমিত্রর আর একটা গুণ ছিল, যে কোনও আড্ডার আসর জমিয়ে দিতে পারত। এত ভাল স্টোরিটেলার এবং এন্টারটেনার ছিল যে, কী বলব! আসলে ওর মধ্যে এত রসদ ছিল যে, ওর কথা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে হত। তা সে কারেন্ট অ্যাফেয়ারস নিয়ে কিছু বলুক কিংবা কবিতাপাঠ। তার সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত তো থাকতই। আসলে ও তো কলকাতা শহরের অনেক পরিবর্তন দেখেছে, দেশের স্বাধীনতার সাক্ষী থেকেছে। অনেক কিছু শোনার থাকত ওর কাছ থেকে। আর ছিল ওর অপরূপ ক্যারিশমা, কী সুন্দর হাসি! মুখে সবসময় একটা উজ্জ্বল্য। ওর মুখের দিকে তাকালেই মন ভাল হয়ে যেত। চোখ বন্ধ করেও ওর হাসি মুখটা কল্পনা করা যায়। 'অপুর সংসার'-এর শুটের সেই দৃশ্যটির কথা মনে আছে। দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে 'অপু'র সিগারেট ধরানোর কথা আর সৌমিত্র আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমার চোখে কী আছে বলো। সৌমিত্র অস্বস্তি বুঝতে পেরে একটি আইডিয়া দেয়। কেউ দেশলাই জ্বালিয়ে দেবে, তারপর আমার দিকে ক্যামেরা তাক করবে জ্বলন্ত দেশলাই হাতে। আর একবার মনে আছে, আমরা শুটিং সেরে ট্রেনে করে ফিরছি। রাঁচি স্টেশনে হঠাৎ আমাদের ট্রেন ঘিরে মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। ট্রেনের উপর লোকেরা চেপে যায়! প্রায় দু'ঘন্টারও বেশি ট্রেন এগোতেই পারছে না।সৌমিত্র দেখলাম বাইরে গিয়ে জনতাকে শান্ত করল। ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে, ওদের বোঝাল।সৌমিত্র বরাবরই সমস্ত মহিলা সদস্যদের প্রতি খুব প্রোটেক্টিভ ছিল। আর ছিল ওর মারাত্মক এনার্জি। উত্তরবঙ্গে 'আবার অরণ্যে'-র শুটিংয়ে। প্রায় অনেকটা পথ ড্রাইভ করে শুটিংস্পটে পৌঁছতে হত। সারাদিন শুট হত। শেষবেলায় সকলেই ক্লান্ত হয়ে গেলে, কিন্তু সৌমিত্রর মধ্যে কোনও ক্লান্তির রেশ থাকত না! ও হচ্ছে ওয়াজ আলওয়েজ ফিট। নিয়মিত মর্নিংওয়াক করত। যোগাসন, সিট আপ সহ ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ, কখনও বাদ দিত না। আলাদা করে গলার যত্ন নিত। সৌমিত্র বরাবরই কমন ম্যানস ইমেজ ধরে রেখে গিয়েছে। ওর মধ্যে স্টারসুলভ কোনও ব্যাপারই ছিল না।

বিপ্লবী সাহসিনী নারী

ইতিহাস যাকে মনে রাখেনি। এক বিপ্লবী নারীর নিঃশব্দ অগ্নিযাত্রা। ১৯০৬ সালের ৫ই অক্টোবর;ঢাকা শহরের এক নিঃশব্দ ভোরে, মাতুলালয়ে জন্ম নেন এক কন্যাশিশু। দেশ ঢাকা,বিক্রমপুরের জৈনসার গ্রাম। পিতা শরৎকুমার দত্তগুপ্ত, পিতামহ মনেপ্রাণে স্বদেশী। তাঁদের ঘরে বিদেশি দ্রব্যের কোনো স্থান ছিল না। সেই স্বদেশী চেতনায় বেড়ে ওঠা কন্যা অচিরেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন; এই কন্যাই ছিলেন বিপ্লবী মীরা দত্তগুপ্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩০ সালে অঙ্কশাস্ত্রে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন তিনি। ছাত্রাবস্থাতেই বি.ভি. নামক বিপ্লবী দলে যোগ দেন। 'বেণু' পত্রিকার মহিলা-বিভাগের দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। শুধু তাই নয়, পত্রিকা পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ অংশও তিনি সামলাতেন। কিছুদিন 'দক্ষিণ কলকাতা ছাত্রীসংঘ'-এর সম্পাদিকা ছিলেন। পরবর্তীতে প্রকাশ্য ছাত্র-আন্দোলন থেকে সরে এসে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের নীরব কিন্তু বিপজ্জনক কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার। এই কারণেই পুলিশ কখনো বিশ্বাস করতে পারেনি যে, এই বাড়িটিই ছিল বিপ্লবীদের এক গোপন কেন্দ্র। ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত সেখানে লুকিয়ে রাখা হতো গোপন ইস্তাহার, জরুরি কাগজপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র। ১৯৩১ সালে দলের নির্দেশে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের মহিলা-বিভাগের ভাইস-প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করেন। সেই সময় তাঁর সম্পূর্ণ বেতনই তিনি দলের কাজে দিয়ে দিতেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত পলাতক বিপ্লবীদের যোগাযোগ ও চলাচল পরিচালনার ক্ষেত্রে মীরা দত্তগুপ্ত ছিলেন অন্যতম প্রধান মাধ্যম। মেদিনীপুর ও অন্যান্য অঞ্চলে বিপ্লবী কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত যোগাযোগ চালানোর জন্য বরানগরে অনুষ্ঠিত দলের জরুরি বৈঠকেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালে তাঁর গোপন কর্মকাণ্ড পুলিশের নজরে আসে। মেদিনীপুরে বার্জ হত্যাকাণ্ডের পর তাঁদের বাড়িতে একাধিকবার তল্লাশি চালানো হলেও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

মা শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। মা তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি দিয়েছিলেন। অর্থকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মের ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে।

রামকৃষ্ণ দর্শন

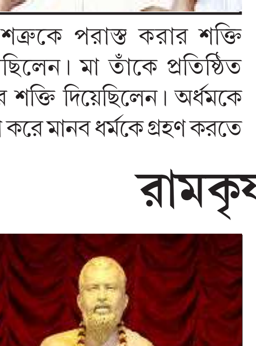

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা পাগল ছিলেন। সাধক বামাক্ষ্যাপা এবং রামপ্রসাদও মায়ের নাম গান করতে করতে পাগল হতেন। আর কবি গায়ক রামপ্রসাদ সেনও মায়ের নাম করতে করতে একবারে আত্মহারা হতেন। মায়ের নাম গানের মধ্যে দিয়ে মাতৃভক্তিকে জাগরিত করা যায় বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। তিনি কারোর কাছ থেকে কোনও দিন ভিক্ষা করেননি। একমাত্র মা ভবতারিণীর কাছ থেকে। তিনি মা ভবতারিণীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মায়ের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের খাইয়েছেন। কোথা থেকে মা ভবতারিণী তাদের খাদ্য জোগাড় করে দিতেন সেটা ছিল একটি রহস্য। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তির জাগরণের মধ্যে দিয়ে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। বাংলার সব মনীষীরাই মায়ের শক্তি নিয়ে মহান হতে পেরেছেন। সবাই মায়ের সন্তান। মা কাউকে অবহেলা করেন না। তিনি সবার প্রতি সমান। তিনি সবাইকে শক্তি ভক্তি দেন।

সতীদাহ প্রথা নিয়ে সেই সময়ে রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে খ্রিস্টান সমাজ প্রতিবাদে মুখর হয়

বিশেষ প্রতিবেদক

আইনতঃ বন্ধ হওয়ার আগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত আঠারো শতকের শেষের দিকের ও ঊনিশ শতকের প্রথমদিকের ইংরেজি সংবাদপত্রগুলোতে মাঝে মাঝেই সতীদাহ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীদের ভয়াবহ বিবরণ প্রকাশিত হত। যেমন ১৭৮৫ সালের ৬ই জানুয়ারি তারিখের ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকায় একজন ইংরেজ কর্মচারী চুঁচড়ায় যাওয়ার পথে চন্দননগরে একটি সতীদাহের দৃশ্য দেখে যে বিবরণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, সেখানে সতী হতে চলা মেয়েটির লাল চোখ ও আচ্ছন্ন ভাব দেখে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে, তাঁকে কোন ধরণের মাদকদ্রব্য খাওয়ানো হয়েছে।

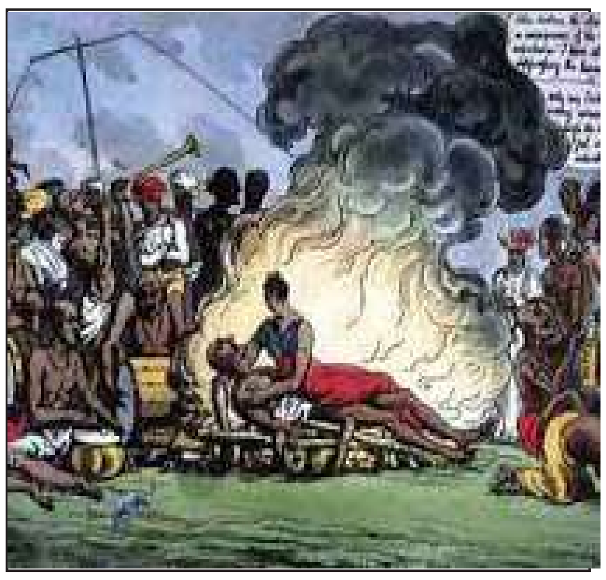

তখনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত সতীদাহ বিষয়ক সংবাদগুলির ফলে ১৭৮৯ সালের মধ্যেই এদেশীয় জনসাধারণের একাংশের মধ্যে সতীদাহের বিরুদ্ধে যে জনমত গঠিত হয়ে গিয়েছিল, একথার প্রমাণ এই বছরের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক পত্রলেখকের একটি পত্র থেকে পাওয়া যায়। এই পত্রলেখক নিজের পত্রে জানিয়েছিলেন যে, এই প্রথা বন্ধ করবার জন্য অবিলম্বে কিছু একটা করবার দরকার রয়েছে এবং ভারতীয়দের অনেকেই এপ্রথার অবসান চান। এরপরে তিনি একথাও জানিয়েছিলেন যে, সমকালীন অনেকেই তাঁকে বলেছিলেন, যদি কড়া জরিমানার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে অনেকে আর সতীদাহ করতে প্রবৃত্ত হবেন না এবং এরফলে এই প্রথা উঠে যাবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, শ্রীরামপুরের মিশনারিরা তখন হিন্দুদের সাথে কথাবার্তা বলে সতীদাহ রদ করবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এছাড়া অন্যদিকে তাঁরা এবিষয়ে বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কাজও চালিয়ে গিয়েছিলেন। ওই সময়ে উইলিয়ম কেরী সতীদাহের সংখ্যা গণনা করবার জন্য বিভিন্ন এলাকায় লোক পাঠানোর পরে জানা গিয়েছিল যে, ১৮০৩ সালের ছ'মাসের মধ্যে কলকাতার আশেপাশে তখন ২৭৫টি সতী দাহের ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। এর ঠিক পরের বছর, অর্থাৎ১৮০৪ সালে দু'জন এদেশীয় খৃষ্টান;সীতারাম ও কবীর এবিষয়ে তদন্ত করে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, ১৮০৩ সালে কলকাতার ৩০ মাইলের মধ্যে কমপক্ষে ৪৩৮ জন নারী সতী হয়েছিলেন। এরপরে ১৮০৪ সালের ছ'মাসের মধ্যে আরও ১১৬ জন নারীর সতী হওয়ার তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া সমকালের একজন ইংরেজ লেখক জেমস পেগ্স তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছিলেন যে, ১৮১৫ সাল থেকে শুরু করে ১৮২৪ সালের মধ্যে কলকাতা, কটক, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বেরিলি ও বেনারস মিলিয়ে সর্বমোট ৫,৯৯৭ জন নারী সতী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শুধু কলকাতাতেই সতী হয়েছিলেন ৩,৪৫১ জন। এরপরে তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে, ১৮১৫ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে মোট ৬২ জন শিশু কিংবা বাল্যবিধবাকে সতী করা হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে সবথেকে কম বয়সী ৬ বছরের আর সর্ব্বোচ্চ ১৭ বছর বয়সী নারী ছিলেন। এসময়ে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা যে সহমরণের বীভৎসতায় কতটা মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন, একথার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য তাঁদের মিশনের বার্ষিক বিবরণীতে পাওয়া যায়। এই বিবরণীতে মার্শম্যান জনান যে, তিনি নিজের চোখে বাইশ বছরের পুত্রকে তাঁর মাকে মৃত পিতার জ্বলন্ত চিতায় ঠেলে ফেলে দিতে দেখেছিলেন। তাঁকে অনেক বুঝিয়েও তিনি এবিষয়ে নিবৃত্ত করতে পারেননি; কারণ, সে জানিয়েছিল যে, এটাই নাকি শাস্ত্রাচার। এরপরে মার্শম্যান এই ঘটনার বিষয়ে যা কিছু বলেছিলেন, সেটার বঙ্গানুবাদ করলে হয়;'এই ভয়াবহ দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। মনে হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের পথে ছেলেরা একটা কুকুর বা বেড়ালকে পিটিয়ে মারছে। চিতার আগুন সামান্য। চিতাটিও আকারে ছোট। স্ত্রীলোকটির পা বেরিয়ে রয়েছে। বাইশ ফুট লম্বা একটি বাঁশ দিয়ে সেই পায়ে বাড়ি মারা হচ্ছে।'

সেযুগের বাংলার খৃষ্টান মিশনারিদের মধ্যে উইলিয়ম কেরীই সর্বপ্রথম হিন্দুশাস্ত্র থেকে সহমরণের বিরুদ্ধে থাকা অংশগুলি সংগ্রহ করে কাউন্সিল সদস্য মিঃ উডনির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এরপরে উডনি মিশনারিদের সংগ্রহ করা সতীদাহের পরিসংখ্যান ও শাস্ত্রবচনগুলির সাহায্যে এবিষয়ে একটি আবেদনপত্র প্রস্তুত করে লর্ড ওয়েলেসলি ও সুপ্রীম কোর্টের কাছে পেশ করেছিলেন। এরফলে ১৮০৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লর্ড ওয়েলেসলির আদেশে তৎকালীন বিচার বিভাগের অধ্যক্ষ ডাওডেসওয়েল এবিষয়ে নিজামত আদালতের মতামত জানতে চান। তখন নিজামত আদালতের জজ পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মার ওপরে এবিষয়ে মতামত দেওয়ার ভার পড়লে তিনি প্রকারান্তরে সহমরণকে সমর্থন করে নিজের অভিমত দিলেও একইসাথে একথাও জানিয়েছিলেন যে;শিশু, সন্তান বতী, গর্ভবতী, ঋতুমতী ও অপ্রাপ্তবয়স্কা নারীরা সহমৃতা হওয়ার উপযুক্ত নন এবং মাদকদ্রব্য সেবন করিয়ে কাউকে সহমরণে রাজি করানোও অশাস্ত্রীয় বিষয়। এরফলে সতীদাহ বিষয়টি তখনকার মত ধামাচাপা পড়ে গেলেও এরপরে ১৮১৩ সালে লণ্ডনের হাউস অব কমনসে সর্বপ্রথম ভারতের সতীদাহ সমস্যা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, এবং তখন সেই বিতর্কে অংশগ্রহণ করে হেনরি মন্টগোমারি প্রমুখ সদস্যরা দাবি তুলেছিলেন যে, এই প্রথাকে আইন করেই রদ করতে হবে। মিঃ পেন্ডার গ্ল্যাসটও তখন এবিষয়ে তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করেন। কিন্তু উইলিয়াম স্মিথ প্রমুখেরা কোন ধরণের আইন করে সতীদাহ বন্ধ করবার বিপক্ষে ছিলেন। এই একই বছরে কোম্পানি সরকার বাংলায় সতীদাহ নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল, সেটা ছিল যে, কাউকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সতী করা যাবে না। তখন এই মর্মে একটি সরকারি আদেশ প্রচার করা হয়েছিল যে, কোন নারী সতী হতে চাইলে তাঁর আত্মীয়দের আগে থেকে পুলিশকে এবিষয়ে জানানো বাধ্যতামূলক। তখন এই নতুন আদেশ অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বিধবা নারীকে সতী না হওয়ার জন্য বোঝানোর একটা শেষ চেষ্টা করতেন। কিন্তু সব আইন কানুন মেনে কেউ সতী হতে চাইলে তাঁকে আটকানোর ক্ষমতা সরকারের ছিল না। যদিও এই কড়াকড়ির ফলে তখন সতীদাহের সংখ্যা আগের তুলনায় হ্রাস পায়, কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও শুধুমাত্র কলকাতাতেই তখন কি পরিমাণে সতীদাহ হয়েছিল, একথা জেমস পেগ্স,এর গ্রন্থে প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। এই গ্রন্থের ২০২ নং পৃষ্ঠায় জানান যে, সতীদাহের ফলে শুধুমাত্র বাংলাতেই তখন ৫,১২৮ জন শিশু অনাথ হয়ে পড়ে।

এরপরে ১৮১৮ সালে সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারপতি সহমরণ সম্পর্কে শাস্ত্রীয় অভিমত ব্যক্ত করবার জন্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে অনুরোধ করলে মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু এবিষয়ে ঘনশ্যামের ভূমিকার পুনরাবৃত্তি করেননি। এপ্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' সিরিজের 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার' গ্রন্থে জানান; মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত ভাষায় যাহা লিখিয়া পাঠান, তার সারমর্ম চিতারোহণ অপরিহার্য্য নয়,;ইচ্ছাধীন বিষয়মাত্র। অনুগমন এবং ধর্মজীবনযাপন;এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাঁহার কোন দোষ বর্তে না।

এরপরেই রামমোহন রায় এবিষয়ে আন্দোলনে অবতীর্ন হন। আগেই বলা হয়েছে যে, শ্রীরামপুরের মিশনারিরাই প্রথম সহমরণ রোধ করবার বিষয়ে একটি সুসংহত জনমত গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৮১৮ সালে তাঁরা যখন সমাচার দর্পণ ও ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া নামের পত্রিকা দুটি প্রকাশ করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই দুটি কাগজে সহমরণ সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। একই বছরে রামমোহনের 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পরে ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া এবিষয়ে পর পর তিনটি প্রবন্ধ লিখে এই পুস্তিকার বক্তব্যকে নিজেদের সমর্থন জানিয়েছিল। তখন রামমোহনের পুস্তকটির সমালোচনা করে। এরপরে রামমোহনের পুস্তিকাটির বিরুদ্ধে সেযুগের সতীদাহ সমর্থক শিবিরের জনৈক কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ 'বিধায়ক নিষেধকের সংবাদ' শিরোনামের পুস্তিকা প্রকাশ করে। রামমোহন এই পুস্তিকার উত্তরে লে 'প্রবর্ত্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ' পুস্তিকার প্রকাশ। **লেখক -রানা দাস**

কাজের সময় বৃদ্ধির অজুহাতে শ্রমিকদের অধিকারকে খর্ব

নিজস্ব প্রতিবেদক

কাজের সময় বাড়ানোর অজুহাতে শ্রমিকের অধিকার খর্ব উন্নয়নের নামে এক নীরব আক্রমণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাজের ধরণ বদলেছে, প্রযুক্তি এসেছে, উৎপাদন পদ্ধতি আধুনিক হয়েছে। কিন্তু একটি বিষয় বদলায়নি;শ্রমিকের শ্রমই সমাজ ও অর্থনীতির ভিত্তি। সেই শ্রমের বিনিময়ে ন্যূনতম অধিকার, সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিত করাই সভ্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে এক বিপজ্জনক প্রবণতা। কাজের সময় বাড়ানোর অজুহাতে, উৎপাদন বাড়ানোর নামে, প্রতিযোগিতার দোহাই দিয়ে শ্রমিকের বহু মৌলিক অধিকার ধীরে ধীরে খর্ব করা হচ্ছে। বাইরে থেকে এই পরিবর্তনকে আধুনিকীকরণ বা সংস্কার বলে প্রচার করা হলেও, বাস্তবে তা শ্রমজীবী মানুষের জীবনে বাড়তি চাপ, অনিশ্চয়তা ও শোষণের নতুন রূপ নিয়ে এসেছে।

কাজের সময় নির্ধারণ শ্রম ইতিহাসে কেবল প্রশাসনিক একটি বিষয় ছিল না, ছিল দীর্ঘ সংগ্রামের ফল। দিনে আট ঘণ্টা কাজ, আট ঘণ্টা বিশ্রাম এবং আট ঘণ্টা ব্যক্তিগত জীবনের ধারণা শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম বড় অর্জন। এই সীমারেখা শ্রমিককে মানুষ হিসেবে বাঁচার সুযোগ দিয়েছিল, কেবল উৎপাদনের যন্ত্র হয়ে থাকার বাইরে একটি সামাজিক সত্তা হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল। আজ যখন সেই সীমারেখাকে 'অপ্রয়োজনীয়' বা 'অচল' বলে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে, তখন আসলে প্রশ্ন উঠছে;শ্রমিক কি আবারও কেবল সংখ্যায় পরিণত হচ্ছে?

কাজের সময় বাড়ানোর যুক্তি হিসেবে সাধারণত যে কথা বলা হয়, তা হল উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কিংবা বিনিয়োগ আকর্ষণ। কিন্তু এই যুক্তির ভেতরে লুকিয়ে থাকে একটি মৌলিক অসাম্য। উৎপাদন বাড়লেও তার সুফল শ্রমিক কতটা পাচ্ছে, সেই প্রশ্ন প্রায় অনুপস্থিত। বরং দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা মানেই বাড়তি শারীরিক ও মানসিক চাপ, কাজের নিরাপত্তাহীনতা এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ক্ষয়। শ্রমিকের জীবনকে সংকুচিত করে কেবল কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়াই যেন এই নতুন নীতির অঘোষিত লক্ষ্য।

কাজের সময় বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা হল কাজের অধিকার ও সুরক্ষা। অতিরিক্ত কাজের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক, ওভারটাইমের স্বীকৃতি, বিশ্রামের অধিকার;এই সবই ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত সময়কে স্বাভাবিক কাজের অংশ হিসেবে দেখানো হয়, ফলে শ্রমিক তার প্রাপ্য অর্থ বা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। আইন কাগজে থাকলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ দুর্বল হয়ে পড়ে, কারণ শ্রমিক জানে;প্রতিবাদ মানেই কাজ হারানোর ঝুঁকি।

এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রের শ্রমিকরা। চুক্তিভিত্তিক কর্মী, অস্থায়ী শ্রমিক, গিগ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষ;তাঁদের জন্য কাজের সময় বাড়া মানে কোনও সুরক্ষা ছাড়াই বাড়তি শ্রম দেওয়া। তাঁদের কোনও নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নেই, নেই ছুটি, নেই স্বাস্থ্যসুরক্ষা। কাজের সময় বাড়ানোর নীতির আড়ালে তাঁদের জীবনে অনিশ্চয়তা আরও গভীর হয়। এই বাস্তবতা উন্নয়নের গল্পের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই চাপ আরও তীব্র। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা শুধু অফিস বা কারখানার ভেতর সীমাবদ্ধ থাকে না; বাড়ির অদৃশ্য শ্রমও তাঁদের কাঁধে বর্তায়। কাজের সময় বাড়লে তাঁদের ওপর দ্বিগুণ বোঝা পড়ে;একদিকে পেশাগত দায়িত্ব, অন্যদিকে পারিবারিক ও সামাজিক প্রত্যাশা। এর ফল হিসেবে অনেক নারী শ্রমবাজার থেকে ছিটকে পড়েন বা বাধ্য হন কম মজুরি ও অনিরাপদ কাজে যুক্ত হতে। কাজের সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত যে লিঙ্গ বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে, তা নীতিনির্ধারণে খুব কমই বিবেচনা করা হয়।

স্বাস্থ্যের প্রশ্নেও এই প্রবণতা মারাত্মক। দীর্ঘ সময় কাজ মানেই বাড়তি ক্লান্তি, মানসিক চাপ, ঘুমের অভাব এবং নানা দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। অথচ এই স্বাস্থ্যঝুঁকির দায় প্রায়শই শ্রমিকের ঘাড়েই চাপানো হয়। কাজের সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার কথা খুব কমই ভাবা হয়। উন্নয়নের হিসাবের খাতায় মানবিক মূল্য প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

আইনি দিক থেকেও এই পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। শ্রম আইনগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করা। কিন্তু কাজের সময় বাড়ানোর নামে আইন সংশোধন বা শিথিল করার প্রবণতা সেই ভারসাম্যকে ভেঙে দিচ্ছে। আইন যখন শ্রমিকের পক্ষে দাঁড়ানোর বদলে বাজারের দাবিকে অগ্রাধিকার দেয়, তখন তা কার্যত শ্রমিকের অধিকার খর্ব করার বৈধতা দেয়। এর ফলে শ্রমিকের কণ্ঠস্বর আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই পরিবর্তনের সামাজিক প্রভাবও গভীর। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা মানুষের পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক বন্ধন এবং নাগরিক অংশগ্রহণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কাজের বাইরে যে সময় মানুষ সমাজ গঠনে, সংস্কৃতিতে বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিত, সেই সময় সংকুচিত হয়ে যায়।

আধুনিক যুগে প্রবীণদের নিঃসঙ্গতা ভয়াবহ ব্যাধি

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিঃসঙ্গতার নিঃশব্দ ব্যাধি অসংখ্য প্রবীণের জীবনের অদৃশ্য যন্ত্রণা। আধুনিক সমাজ যত এগিয়েছে, ততই যেন মানুষের ভিড়ের মধ্যে এক গভীর নিঃসঙ্গতা বাসা বেঁধেছে। বিশেষ করে প্রবীণ মানুষের জীবনে এই নিঃসঙ্গতা আজ এক নীরব কিন্তু ভয়ংকর ব্যাধির রূপ নিয়েছে। শারীরিক অসুস্থতা, আর্থিক অনিশ্চয়তা বা বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা যতটা আলোচনায় আসে, তার চেয়েও অনেক বেশি গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত তৈরি করে নিঃসঙ্গতা। এটি এমন এক রোগ, যার ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়ে না, কিন্তু ধীরে ধীরে মন, স্মৃতি ও জীবনের প্রতি আগ্রহকে নিঃশেষ করে দেয়।

একসময় পরিবার ছিল প্রবীণ মানুষের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। যৌথ পরিবারে দাদা-দিদা, ঠাকুরমা-ঠাকুরদারা ছিলেন অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, গল্পের ভাণ্ডার, পরিবারের নৈতিক মেরুদণ্ড। কিন্তু সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গাটি ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়েছে। শহরমুখী জীবনের টানে সন্তানরা কর্মসূত্রে দূরে চলে যাচ্ছেন, কখনও অন্য রাজ্যে, কখনও অন্য দেশে। প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ থাকলেও, সেই যোগাযোগের উষ্ণতা প্রায়ই বাস্তব উপস্থিতির অভাব পূরণ করতে পারে না। ফলত, প্রবীণদের জীবনে দিনের পর দিন জমে ওঠে এক নিঃশব্দ শূন্যতা। নিঃসঙ্গতা কেবল একা থাকা নয়। বহু প্রবীণ মানুষ পরিবারের সঙ্গেই থাকেন, তবুও তাঁরা নিঃসঙ্গ। কারণ নিঃসঙ্গতা মূলত মানসিক অনুভূতি; অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাওয়ার বোধ, কারও কাছে নিজের কথা বলার সুযোগ না পাওয়া, নিজের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির কোনও মূল্য নেই বলে মনে হওয়া। ব্যস্ত জীবনের চাপে পরিবারের সদস্যরা অনেক সময় প্রবীণদের শারীরিক প্রয়োজন মেটালেও মানসিক চাহিদার দিকে নজর দিতে পারেন না। এই অবহেলাই ধীরে ধীরে প্রবীণদের ভেতরে জন্ম দেয় গভীর একাকিত্ব।

এই নিঃসঙ্গতার প্রভাব শুধু মানসিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না। গবেষণায় বারবার উঠে এসেছে যে দীর্ঘস্থায়ী নিঃসঙ্গতা হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্মৃতিভ্রংশ এবং বিষন্নতার ঝুঁকি বাড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে এটি অকাল মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়ায়। অথচ সমাজে নিঃসঙ্গতাকে এখনও তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় না। বার্ধক্যকে স্বাভাবিক দুর্বলতার সঙ্গে একাকার করে আমরা ধরে নিই, মন খারাপ বা একাকিত্ব বুঝি বয়সের স্বাভাবিক অংশ। এই ভ্রান্ত ধারণাই প্রবীণদের যন্ত্রণাকে আরও অদৃশ্য করে তোলে।

গ্রাম ও শহরের প্রবীণদের নিঃসঙ্গতার রূপ ভিন্ন হলেও মূল বেদনা এক। গ্রামে বহু ক্ষেত্রে সামাজিক বন্ধন এখনও কিছুটা দৃঢ়, কিন্তু সেখানে সন্তানদের শহরমুখী অভিবাসন প্রবীণদের আরও অসহায় করে তুলেছে। শহরে আবার মানুষের ভিড় থাকলেও সম্পর্কের উষ্ণতা কম। ফ্ল্যাটবাড়ির চার দেওয়ালে বন্দি প্রবীণরা দিনের পর দিন কাটান টেলিভিশনের শব্দ বা জানালার বাইরে তাকিয়ে। প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ নেই, পাড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই;এই বিচ্ছিন্নতা শহুরে প্রবীণদের নিঃসঙ্গতাকে আরও তীব্র করে তোলে।

প্রযুক্তিকে অনেক সময় এই সমস্যার সমাধান হিসেবে দেখানো হয়। স্মার্টফোন, ভিডিও কল, সামাজিক মাধ্যম;এসব নিঃসন্দেহে যোগাযোগের নতুন পথ খুলে দিয়েছে। কিন্তু সব প্রবীণ এই প্রযুক্তির সঙ্গে স্বচ্ছন্দ নন। আবার যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁরাও অনেক সময় অনুভব করেন যে পর্দার ওপারের হাসি বাস্তব স্পর্শের বিকল্প হতে পারে না। প্রযুক্তি সহায়ক হতে পারে, কিন্তু তা কখনও মানবিক উপস্থিতির পূর্ণ বিকল্প নয়।

নিঃসঙ্গতার আরেকটি বড় দিক হল আত্ম সম্মানবোধের ক্ষয়। কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর অনেক প্রবীণই মনে করেন, তাঁদের আর কোনও ভূমিকা নেই। সমাজ তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর বদলে প্রায়ই পাশে সরিয়ে রাখে। এই 'অপ্রয়োজনীয়' হয়ে যাওয়ার অনুভূতিই নিঃসঙ্গতার বীজ বপন করে। যখন কেউ আর আপনার পরামর্শ চায় না, আপনার কথা শোনে না, তখন একা থাকলেও আপনি আরও বেশি একা হয়ে পড়েন।

এই পরিস্থিতির জন্য কেবল পরিবারকে দোষ দিলে বাস্তবতাকে সহজ করে দেখা হবে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্তরেও প্রবীণদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি দীর্ঘদিন অবহেলিত। অবসর জীবনের জন্য পর্যাপ্ত সামাজিক পরিকাঠামো, মানসিক সহায়তা বা কমিউনিটি স্পেসের অভাব প্রবীণদের আরও বিচ্ছিন্ন করে তোলে। প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যব্যবস্থা মূলত শারীরিক রোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; মানসিক সুস্থতা সেখানে প্রায় অদৃশ্য।

নিঃসঙ্গতা এমন এক ব্যাধি, যা অনেক সময় প্রবীণরাও প্রকাশ করতে চান না। তাঁরা মনে করেন, অভিযোগ করলে সন্তানদের বোঝা বাড়বে বা সমাজে দুর্বল বলে চিহ্নিত হবেন। এই নীরবতাই সমস্যাকে আরও গভীর করে তোলে। ভেতরে জমে থাকা কষ্ট ধীরে ধীরে বিষন্নতায় রূপ নেয়, যার লক্ষণ অনেক সময় পরিবারের সদস্যরাও বুঝতে পারেন না।

এই বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন ওঠে;আমরা কেমন সমাজ গড়ছি, যেখানে জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে মানুষ সবচেয়ে বেশি একা হয়ে পড়ে? উন্নয়ন, সাফল্য ও ব্যস্ততার দৌড়ে আমরা কি ভুলে যাচ্ছি মানবিক সম্পর্কের গুরুত্ব? প্রবীণদের নিঃসঙ্গতা আসলে আমাদের সামগ্রিক সামাজিক ব্যর্থতার প্রতিফলন। এটি শুধু তাঁদের সমস্যা নয়, এটি ভবিষ্যতের আমাদের নিজেদের ছবিও।

সমাধানের পথ সহজ নয়, কিন্তু অসম্ভবও নয়। পরিবারের স্তরে শুরু করতে হবে শ্রবণ দিয়ে;প্রবীণদের কথা শোনা, তাঁদের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাকে সম্মান দেওয়া। সময় দেওয়া মানে কেবল শারীরিক উপস্থিতি নয়, মানসিকভাবে পাশে থাকা। সমাজের স্তরে প্রয়োজন এমন পরিবেশ, যেখানে প্রবীণরা একে অপরের সঙ্গে মিশতে পারেন, নিজেদের সক্রিয় রাখতে পারেন। রাষ্ট্রের স্তরে দরকার নীতি ও উদ্যোগ, যা প্রবীণদের মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেবে, নিঃসঙ্গতাকে স্বীকৃতি দেবে একটি বাস্তব সমস্যা হিসেবে। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরি।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ

কে বলেছে সব শেষ?

কে বলেছে কিং লিয়ার ইস ডেড। ফেলুদা ইস ডেড। উদয়ন পন্ডিত ইস ডেড। ময়ূরবাহন ইস ডেড? আমাদের নস্টালজিয়া কবে থেকে নশ্বর হলো? আমাদের ছেলেবেলা কবে থেকে হারিয়ে গেল দুষ্টু লোকের ভীড়ে?

কে বলেছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর নেই? উনি আছেন বিশ্বজোড়া বাঙালির প্রত্যেকটা আর্কাইভে, উনি থাকবেন যতোদিন বাঙালি একজন উদয়ন পন্ডিতকে দেখে বিদ্রোহে, বিপ্লবে বলবে, দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খানখান। উনি থাকবেন যখনই বাঙালি অপমানের বদলা নেওয়ার আগে চোয়াল শক্ত করে বলবে, হয় এর বদলা নেবো নয়তো গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দেবো। উনি থেকে যাবেন প্রতিবার অরণ্যে চার বন্ধুর এডভেঞ্চারের মধ্যে। অঘোর সেনের ল্যাবরেটরিতে। আহা যতো যন্ত্র শিশি, নাচলে কেন চটো পিসি। যতোবার ন্যাচতাতে বাজবে, সৌমিত্রকে উদযাপন করা হবে। উনি থেকে যাবেন চারমিনারে। উনি থেকে যাবেন বাঙালি যতোবার উল্লাস শেষে টুইস্ট করবে 'জীবনে কী পাবো না ভুলেছি সে ভাবনার সাথে।

যতবার কোন বাবা কাঁধে তুলে নেবে তার সন্তানকে, স্থিরচিত্রটির তুলনা টানা হবে অপু আর কাজলের সাথে। যতবার কোন মধ্যবিত্ত সৎ মানুষ প্রতিবাদ করতে চাইবে আর ঠান্ডা পিস্তলের নল তার কোমড়ে ঠেকিয়ে বলা হবে, 'মাস্টারমশায়, আপনি কিন্তু কিছু দেখেননি', সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই মুখের সাথে একাত্ববোধ করবে বাঙালি। কোন আনকোরা মেয়েকে তার কোচ জেতার বৈতরণি পার করাতে এরপরেও টানা হয়তো বলে যাবে 'ফাইট কোনি ফাইট' ততোবার সৌমিত্র থাকবেন। প্রতিকূলতা জয় করে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আরেক নামই তো ছিল ক্ষিদদা। সিগারেটের প্যাকেটে পৃথিবীর সর্বপ্রথম বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ । খাওয়ার পরে একটা করে। লেখাটিও তো তারই জন্য ছিল। অপর্ণা, চারুলতা, মৃন্ময়ীরা তো তারই ভুবনমোহিনী হাসির অপেক্ষা করে থেকে গেছিল জন্মজন্মান্তর। আমরা থেকে গেলাম আরেকটি বার পুরনো ছবি, নাটক ফিরে দেখবো বলে। আরেকটি বার সংখ্যাগুরুর দাপটের মাঝে মেরুদন্ডটি শক্ত করে 'গণশত্রু' ডা. অশোক গুপ্ত সাজবো বলে। আরেকটিবার আমরা সব্বাই বলবো, জয় বাবা ফেলুনাথ!

কাজলকে কাঁধে নিয়ে সেই যে যাত্রা শুরু করে অপু, তা আর শেষ হয়নি। ওই অপুর কাঁধে বসা কাজল আসলে আপামর বাঙালি আর অপু মানে এক এবং একমাত্র সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মারা যান নি। যেতে পারেন না যতোদিন তার চরিত্রগুলো আমাদের কাছে সত্যি হয়ে বেঁচে থাকবে, নিশ্বাস নেবে, কথা বলবে, মনখারাপে শান্তনা দেবে। কারণ আমাদের কাছে সব সত্যি। মহিষাসুর সত্যি, হনুমান সত্যি, ক্যাপ্টেন স্পার্ক সত্যি, অরণ্যদেব সত্যি, হিজিবিজবিজ...।

ভালো থেকো ফেলুদা। মানিক দা, লালমোহন বাবু, মগনলাল মেঘরাজের সাথে ফের দেখা হোক ওপারে। আসলে আমরা কাউকে হারাতে চাই না। সবাই থাকুক। সিনেমাতে যারা আছে এবং নেই তারা থাকুক আমাদের সাথে। এরা তো সব বাঙালি। বাঙালি আছে বলেই বাংলার সংস্কৃতির প্রাণ আছে। বাংলা গান এখন রেডিও ডিভিতে শুনতে পাওয়া যায়। বাংলা সিনেমা তৈরি হয়। বাংলা গান সৃষ্টি হয়। বাঙালিরা না থাকলে কারা বাংলা গান গাইতো। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি বলতো। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র প্রেমিক ছিলেন। সেই কারণে তিনি বাংলা ভাষা প্রিয় মানুষ ছিলেন। **-দেবেন সেন।**

এসআইআর-এ শুনানির নামে চরম হয়রানি, বিডিও অফিসে তুলকালাম, জেলায় জেলায় অবরোধ-বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গলসি ও পূর্ব বর্ধমান, ২০ জানুয়ারি ঃ জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে এসআইআর। কোথাও চেনা জানা ডকুমেন্ট নিয়ে আপত্তি, কোথাও গুজব অ্যাডমিট কার্ডও নেওয়া হচ্ছে না, কোথাও বা অন্যকিছু। এই নিয়ে জেলায় জেলায় অসন্তোষ, বিক্ষোভ অশান্তি। অযথা সাধারণ মানুষ কে হযরান করা হচ্ছে, ছোটখাটো ভুল ভ্রান্তির জন্য সকাল থেকে শুনানির লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে সকাল থেকেই গলসি ১নম্বর বিডি অফিসের সামনে গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের। বিক্ষোভের জেরে বিডিও অফিস চত্বরের সামনে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বুদবুদ থানার বিশাল পুলিস বাহিনী। পাশাপাশি এদিন বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বুদবুদ-মানকর রোড। ব্যাহত হয় যান চলাচল। ঘটনাস্থলে বুদবুদ থানার পুলিস পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। বুদবুদ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রুদ্রপ্রসাদ কুন্ডু জানান, যারা দিন মজুরের কাজ করেন তাদেরকে অযথা হয়রান করা হচ্ছে। যারা দিন আনা দিন খাওয়া, কেউ দিনে ১০০ টাকা মজুরি পায়, কেউ দেড়শো টাকা পান সারাদিন কাজ করলে। ভোর তিনটে থেকে তাদের লাইন দিতে হচ্ছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে ডাকা হচ্ছে শুনানির জন্য। কেন নির্বাচন কমিশন বুথে বুথে এই শুনানির ব্যবস্থা করছে না। সেই দাবি তোলেন তিনি। পাশাপাশি এই হেয়ারিং এর নামে চক্রান্ত করে নাম কেটে দেওয়ার কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। বিজেপির হয়ে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। তবে বিজেপি নেতা রমন শর্মার অভিযোগ, সরকারি সহায়তা কেন্দ্রের নামে নির্বাচন কমিশনের দ্বারা সহায়তা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের ছেলেরা বসে টোকেন দিতে দেখা গেছে। শাসকেরই আইনের শাসন চলছে সেটা স্পষ্ট বোঝা গেছে। তৃণমূলের এটাই সংস্কৃতি। তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্বরা ভালোভাবেই জানেন নির্বাচন কমিশনের দপ্তর কোথায়। সেখানে গিয়ে তারা এই অভদ্রতামি করছে। এদিন দীর্ঘক্ষণ ধরে অবরোধ চলার পর পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠে যায়। এস আই আর এর নামে নির্বাচন কমিশন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে সঠিক কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও বারেবারে হেনস্তা করছে, সঠিক কাগজ জমা দেওয়ার পরেও হেয়ারিং এ তাদের নাম আসছে না, এরকম অভিযোগে মগরাহাট পশ্চিম যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মগরাহাট এক নম্বর ব্লকে বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের। তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের দাবি, নির্বাচন কমিশন বিজেপির দালালি করছে, সাধারণ মানুষকে এস আইয়ারের নামে হয়রানি করছে। যতক্ষণ না প্রশাসন সদুত্তর দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থান বিক্ষোভ চলতে থাকবে বলে জানায় যুব তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। বুথে বুথে এসআইআর হিয়ারিংয়ের দাবিতে রাস্তা অবরোধ হল পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে। সোমবার ভাতার ব্লকের আলিনগর গ্রামে এসআইআর হিয়ারিং নিয়ে তীব্র অসন্তোষে ফেটে পড়লেন সাধারণ মানুষ। বুথে বুথে হিয়ারিং করার দাবিতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। অভিযোগ, হিয়ারিংয়ের নামে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। গভীর রাত পর্যন্ত হিয়ারিং চলায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের। স্থানীয়দের দাবি, নিজেদের বুথেই এসআইআর হিয়ারিং করতে হবে। এই দাবিতে বর্ধমান নতুনহাট বাদশাহী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন তারা। রাস্তার ওপর টায়ার জ্বালিয়ে দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলে, যার জেরে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হলে অবশেষে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।

রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মণকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি ঃ রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে শুক্রবারের মধ্যে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণকার স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগ রয়েছে

প্রশান্তর বিরুদ্ধে। সেই মামলাতেই তাঁকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রাজেশ বিন্দলের বেঞ্চ। গত ২৯ অক্টোবর নিউটাউনের যাত্রাগাছি থেকে উদ্ধার হয় স্বর্ণকার স্বপনের দেহ। তাঁর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এখনও পর্যন্ত পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই মামলায় নাম জড়ায় প্রশান্তের। তিনিই এই ঘটনায় 'মূল অভিযুক্ত'। তবে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ বা গ্রেফতারের আগেই প্রশান্ত বারাসত আদালতে আগাম জামিনের আর্জি জানান। সেই আর্জি মঞ্জুর করে বারাসত আদালত। জামিনের আর্জির বিরোধিতা করে কলকাতা হাই কোর্টে আবেদন করে বিধাননগর পুলিশ। কেন প্রশান্তকে আগাম জামিন দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে হাই কোর্ট। বারাসত আদালতের নির্দেশ খারিজ করে দেওয়া হয়। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রশান্তকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু তা করেননি প্রশান্ত। তার পরেও ওই বিডিওর বিরুদ্ধে বিধাননগর আদালতের দ্বারস্থ হয় পুলিশ। অন্য দিকে, হাই কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন প্রশান্ত।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ক্যারেজ ওয়ার্কস), খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এলএইচবিআপগ্রেডটয়লেটস-১৫০০-আর-১। কাজের নামঃ** এসি/নন-এসি এলএইচবি কোচগুলির টয়লেটের মানোন্নয়ন (পরিমাণঃ ১৫০০ এলএইচবি কোচ)। **কাজের স্থানঃ** খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, পোস্টঃ খড়গপুর, জেলাঃ পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০১। **পরিমাণঃ** ১৫০০ এলএইচবি কোচ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৫০,৭৫,১৬,৭০১.৩৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৭৬,৮৭,৬০০ টাকা। **চুক্তির সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ৪৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৫.০৩.২০২৬ বেলা ৩.০০টা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **বিডিং পদ্ধতিঃ** টু প্যাকেট সিস্টেম। **জেভি-র বিডের অনুমোদন আছে কিনাঃ** হ্যাঁ। **প্রি-বিড কনফারেন্স প্রয়োজন কিনাঃ** হ্যাঁ। **প্রি-বিড কনফারেন্সের তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.০২.২০২৬ বেলা ১১টা। **চুক্তির ধরণঃ** সাধারণ ওপেন ওয়ার্কস টেন্ডার। **টেন্ডারের ধরণঃ** ওপেন। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথি ই-পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **(PR-1077)**

Office of The Chharra-Dumdumi Gram Panchayet
Under Purulia-II Development Block
PO: Chharra, PS: Purulia(M), Dist: Purulia

NOTICE INVITING e-TENDER No. 08/2025-26/CDGP dated-14/01/2026

e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. I) Date of Sale of tender document: **20/01/2026 to 28/01/2026**. ii) Last date of submission of tender documents: on or before **28/01/2026 up to 04.00 PM**. iii) Date of opening of technical bid: on **30/01/2026 (at 04.00 PM onwards)**. For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.

Sd/- Pradhan
Chharra-Dumdumi Gram Panchayet

e-Tender
Pilla Gram Panchayat
Patuli Station Bazar, Purba Bardhaman.

e-NIT No :- 05/e-NIT/PGP/CFC/2025-26(1 Nos Cover Drain) e-NIT No :- 06/e-NIT/PGP/CFC/2025-26(1 Nos Cover Drain, and 1 Nos Community Toilet) e-NIT No :- 07/e-NIT/PGP/CFC/2025-26(6 Nos Cover Drain) e-NIT No :- 08/e-NIT/PGP/CFC/2025-26 (3 Nos Concrete Road, 1 Nos Decoration of Ayurvedic Dispensary, 1 Nos Solar Street Light, 1 Nos Waiting Shed For Patient) Published on eNIT site as on :- 19/01/2026 For Details, Please Visit **www.wbtenders.gov.in**

sd/-
Prodhan
Pilla Gram Panchayat.

OFFICE OF THE CHAKALTORE GRAM PANCHAYAT
P.O.-CHAKALTORE, PURULIA-I DEV. BLOCK, PURULIA

Tender is hereby invited by the Pradhan, Chakaltore Gram Panchayat under Purulia-I Dev. Block Dist:-Purulia (W.B.) ie. NIT No: 02(2025-26)/CGP DATED-15.1.2026. MEMO NO 17/CGP/2025-26. TENDER PAPER sale date **20.1.2026 from 11.30 am to 21.1.2026 up to 4.30 pm.** Date of Dropping of tender paper **27.1.2026 up to 1.00 pm** Date of Opening of Tender on **27.1.2026 1.30 pm** at G.P. Office Meeting Hall. For more details contact with the Pradhan Chakaltore GP in office hours.

Sd/- Pradhan
Chakaltore Gram Panchayat

OFFICE OF THE
BANUPUR-1 GRAM PANCHAYAT
POST: BANIPUR, P.S.: SANKRAIL, DIST.: HOWRAH
E-mail: banupur1gp@gmail.com

Tender Notice

Banupur-I Gram Panchayat has invited Twelve (12) Nos of e-Nit for 15 fc Tied & Untied Scheme Vide **NIT No: Banu-1/e-Nit/15th Tied-09-6** Nos & Banu-1/e-Nit/15th UnTied-09-6 Nos Fund on dt-15/01/2025 for year 2025-2026, and 6Nos Re-Tender Scheduled to be open on 27/1/2026 (at 3 PM) and last date of bid Submission is on 23/1/2026. For more details, please visit on:-**https://wbetenders.gov.in**

Prodhan
Banupur-1 G. P.
Banipur, Howrah

JHOWDANGA GRAM PANCHAYET
Under Purbasthali-II Panchayet Samity
Vill P.O.- JHOWDANGA, P.S- PURBASTHALI, DIST-PURBA BARDHAMAN. Pin-713512

বিষয়ঃ- ঝাউডাঙ্গা ফেরিঘাটের প্রকাশ্য গন নিলাম (২ বছরের জন্য)
১। স্থান -গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস
২। তারিখ- ২৮।০১।২০২৬
৩। সময়- দুপুর ২ টা
ডাক শুরুর সর্বনিম্ন মূল্য হইবে ৪,০০,০০০ টাকা বিশদে জানতে গ্রাম পঞ্চায়েত যোগযোগ করুন।

Prodhan
Jhowdanga Gram Panchayet

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

Corrigendum Notice-1
E-Tender

E-Tender no.: WBMAD/C/HCM/Eng/APAS/ NIT26/12e/25
Tender ID: 2025_MAD_5005336_4_5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 33 to 42

Extension of Bid Submission time for the work

Regarding above mentioned tender Bid submission closing date has been extended to **27-01- 2026 instead of 17-01- 2026** and Bid opening date for Technical Proposals (Online) has been extended to **29-01-2026 instead of 19-01-2026** due to some official reasons and all conditions will remain unaltered.

Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

ব্রাউন সুগারসহ গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২০ জানুয়ারি ঃ সোমবার জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম এখনই প্রকাশ করা না হলেও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাঁর বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলার রানীনগর চেওড়াপাড়া এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অভিযুক্ত ব্যক্তি মালদা থেকে ওই মাদক নিয়ে জলপাইগুড়িতে আসছিলেন। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায়। সেই সময় সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে তল্লাশি চালিয়ে হাতেনাতে ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয় এবং তক্ষণা তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (এনডিপিএস) আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত কতদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এবং এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার পর জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে স্টেশনে অপেক্ষারত মহিলা যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। অনেক যাত্রীই নিরাপত্তার অভাবের অভিযোগ তোলেন। তাঁদের দাবি, দিনের পর দিন স্টেশন এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ বাড়ছে, অথচ রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে যাত্রী নিরাপত্তা আরও জোরদার করার দাবি উঠেছে।

রাজ্যে প্রথম ফেকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্রজেক্ট শুরু হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০ জানুয়ারি ঃ বর্তমান সময়ে বিভিন্ন কারণে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। জেলায় পরিবেশ দূষণ রোধে প্রশাসন বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। জেলায় দিঘা, মন্দারমনি, তাজপুরের মতো পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে।

এর পাশাপাশি জেলা জুড়ে বিভিন্ন ব্লকে জনসংখ্যা বাড়ছে। ফলে দূষণ বাড়ছে মানুষের বর্জ্য থেকে। এবার তাই একেবারে ভিন্নধর্মী চিন্তা ভাবনা জেলা প্রশাসনের। প্রশাসন মানুষের মলমূত্র পরিশোধন করে তা জৈব সার হিসাবে বাজারে আনতে চলেছে। ২০ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে এই কাজ। জেলায় ফেকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্রজেক্ট আগামী দিনে পরিবেশ দূষণকে অনেকটাই রোধ করবে। ফেকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্রজেক্ট (FSTP) হল মানুষের মলমূত্র ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে জৈব সারে পরিণত করা। যা প্রাথমিকভাবে শুরু হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর ১ ও ২ এবং হলদিয়া মহকুমার মহিষাদল ব্লকে। দিঘা, তাজপুর, মন্দারমনির মতো পর্যটন কেন্দ্রের হোটেল থেকে মল সংগ্রহ করে তৈরি হবে জৈব সার। রাজ্যে প্রথম এই রকম একটি মডেল প্রকল্প শুরু হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। দিঘা, মন্দারমনি পর্যটনকেন্দ্রে সারা বছর ধরে হাজার হাজার পর্যটক বেড়াতে আসেন। প্রচুর হোটেল, লজ এখানে গড়ে উঠেছে। ফলে মলমূত্র জমে দূষণ ছড়াচ্ছে। তাই স্বচ্ছ ভারত মিশন এবং মিশন নির্মল বাংলা কর্মসূচিতে এফএসটিপি প্রকল্পের উদ্যোগ নিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, রামনগর -১ ব্লকের তালগাছাড়িতে ইতিমধ্যে প্রকল্প গড়ে উঠেছে। প্রায় আড়াই কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে এই প্রজেক্টের জন্য। ২০ জানুয়ারি রয়েছে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। ২০ জানুয়ারি থেকে হোটেল এবং লজের পাশাপাশি গৃহস্থ বাড়ি থেকেও মল সংগ্রহ করে জৈব সার তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। দু'টি সংস্থা দায়িত্ব পেয়েছে বলে জানা যায় জেলা প্রশাসন সূত্রে। এই বিষয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক জেলা পরিষদ মানস কুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, রাজ্যের মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পরিবেশবান্ধব এই ধরনের প্রকল্প চালু হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে দিঘা, মন্দারমনির মতো পর্যটন কেন্দ্রের হোটেলের পাশাপাশি দু'টি ব্লকে সমস্ত বাড়ি থেকেই মল সংগ্রহ করা হবে। এরপর শুরু হবে মহিষাদল ব্লকে। তারপর প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জৈব সার তৈরি করা হবে। এবং ওই জৈব সার বাজারজাত করা হবে। এর ফলে পরিবেশ দূষণ যেমন নিয়ন্ত্রিত হবে তেমন কর্মসংস্থান হবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, আগামী দিনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ২৫ টি ব্লকেই এই প্রকল্প চালু করা হবে। ফলে জেলা জুড়ে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা নেবে ফেকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্রজেক্ট।

হাতির তাণ্ডব, প্রশাসন বন্ধ করল পিকনিক স্পট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডুয়ার্স, ২০ জানুয়ারি ঃ বুনো হাতির তাণ্ডব, বন্ধ পিকনিক, ডুয়ার্সে এই স্থানে আর করা যাবে না পিকনিক। কারণ বুনো হাতির আক্রমণে বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্ত হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দারা, তাই আগেভাগেই প্রশাসন বন্ধ করল পিকনিক স্পট। চালসার মহাবাড়ি সংলগ্ন মূর্তি নদীর ধারে পিকনিকের উপর জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। প্রশাসনের তৎপরতায় বহু আগেই উত্তর ধূপঝোরা সংলগ্ন মূর্তি নদীতে পিকনিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। চলতি বছরে সেই তালিকায় যুক্ত হল চালসার মহাবাড়ি সংলগ্ন মূর্তি নদী এলাকাও। ওই এলাকায় বনভোজনের উদ্দেশ্যে এসে নিষেধাজ্ঞার কারণে অনেকেই ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ডুয়ার্সের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিচিত চালসা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই দুটি পিকনিক স্পট জনপ্রিয় ছিল। তবে বন দফতরের কড়াকড়ি নজরদারিতে বর্তমানে সেই দুই জায়গাতেই পিকনিক সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চালসা রেঞ্জের রেঞ্জার সাম্য রায় জানান, চালসা সংলগ্ন মহাবাড়ি ও পানঝোরা এলাকা দিয়ে প্রবাহিত মূর্তি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলটি হাতির চলাচলের একটি গুরুত্বপূর্ণ করিডর। দিনের আলোতেও প্রায়শই এই এলাকায় হাতির উপস্থিতি দেখা যায়, যা মানুষ ও হাতির সংঘাতের আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। তিনি আরও বলেন, মেটেলি ব্লকের জঙ্গলঘেঁষা বিভিন্ন এলাকায় অতীতে একাধিকবার মানুষ-হাতি সংঘাতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। সেই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করতেই এই বছর থেকে চালসা মহাবাড়ি সংলগ্ন মূর্তি নদীতে বনভোজন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বন দফতরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

জোড়া খুন, সন্দেহের বশে বউমা ও ছেলের শাশুড়িকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করল বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২০ জানুয়ারি ঃ ভোররাতে জোড়া খুন। সন্দেহের বশে বউমা ও ছেলের শাশুড়িকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করল বাবা। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে নদীয়া রানাঘাট থানার অন্তর্গত হবিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আশুতোষপুরে। জানা যায়, অভিযুক্তের নাম অনন্ত বিশ্বাস বয়স আনুমানিক ৭০ বছর। সূত্রের খবর, অনন্ত বিশ্বাসের স্ত্রী দিন কয়েক আগে মারা গেছেন। আর সেই কারণে জামাইয়ের বাড়িতে এসেছিলেন স্বপ্না মণ্ডল। অভিযোগ, সোমবার ভোর বেলায় অনন্ত বিশ্বাসের ছেলে ফুল বিক্রি করতে গিয়েছিলেন নৌকারী জায়গায়। সেই সময় অনন্ত বিশ্বাস তার বউমা শিল্পা বিশ্বাস মণ্ডল এবং ছেলের শাশুড়ি স্বপ্না মণ্ডলকে ঘুমন্ত অবস্থায় কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করে। ওই একই ঘরে শুয়েছিল শিল্পার চার বছরের শিশুকন্যা। এরপর অনন্ত চার বছরের নাতনিকে কোলে নিয়ে বাইরে বসে কাঁদতে শুরু করে। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকার বাসিন্দারা ছুটে এসে দেখেন ঘরের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে দুজন। রানাঘাট থানার পুলিসকে খবর দেওয়া হলে এসে ঘটনাস্থল থেকে দেহ দুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এরপর হাসপাতালে তাদের মৃত ঘোষণা করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রানাঘাট থানার পুলিস অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। উল্লেখ্য, রবিবার মহেশতলা থেকে বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার জোড়া দেহ। উদ্ধার হয় স্বামী-ও স্ত্রী দুজনই ফ্ল্যাটে তিনতলায় ভাড়া থাকতেন। রবিবার সকালে পরিবারের লোকজন ফোন করে পাচ্ছিল না। তখন পরিবারের লোকজন ফ্ল্যাটে আসে। এসে দেখে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করলেও তখন কোনও সাড়া শব্দ না পাওয়ায় গেলে মহেশতলা জিঞ্জিরা বাজার তদন্ত কেন্দ্রে পুলিসকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলে দেখা যায় স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই খাটের মধ্যে পড়ে রয়েছেন। পাশে ঘুমের ওষুধের খালি বাক্স পড়ে রয়েছে। পুলিস ওই দুজন স্বামী ও স্ত্রীকে উদ্ধার করে বেহালা বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। স্ত্রীর নাম রুমা রক্ষিত (৪৭) স্বামীর নাম তন্ময় দে (৫২)। পরিবার সূত্রে জানা গেছে আর্থিক অনটনের মধ্যে ভুগছিলেন দম্পতি। প্রাথমিক অনুমান, আর্থিক অনটনের জেরে দম্পতি আত্মঘাতী হয়েছে।

রাজ্যের পথশ্রী প্রকল্পের কল্যাণে শিল্পশহর রিষড়ায় ভাঙাচোরা, বেহাল রাস্তা সেজে উঠবে নতুন ভাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, রিষড়া, ২০ জানুয়ারি ঃ এমন এলাকাও ছিল, যেখানে রাস্তাই ছিল না। নতুন বছরের শুরুতেই রাজ্যের পথশ্রী প্রকল্পের কল্যাণে শিল্পশহর রিষড়ায় ভাঙাচোরা, বেহাল রাস্তা সেজে উঠবে নতুন ভাবে। কোথাও বড় বড় গর্ত হয়েছিল। কোথাও আবার পিচের অংশ উঠে, বিপজ্জনক হয়েছিল রাস্তা। মাটির কাঁচা পথ পরিণত হবে পিচ রাস্তায়। পুরসভার ২৩টি ওয়ার্ডের অলিগলিতে পিচ, ঢালাই ও ম্যাস্টিক মিলিয়ে প্রায় ৯ কিমি রাস্তা তৈরি হবে। এর জন্য রাজ্য সরকার বরাদ্দ করেছে ৭ কোটি টাকা। শনিবার রিষড়ার পুরপ্রধান বিজয়সাগর মিশ্র একটি সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা বলেন। তিনি জানিয়েছেন, সোমবার থেকেই প্রস্তাবিত রাস্তার কাজ শুরু হবে। কাজ করবে কেএমডিএ। কাজের তদারকি করবে রিষড়া পুরসভা। রিষড়া পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়েলিংটন চটকল লাগোয়া এলাকা মূলতঃ শ্রমিক মহল্লা। জিটি রোডের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা এখনও কাঁচা অবস্থায় পড়ে আছে। বর্ষার সময় জলকাদা ও গরমের সময় ধুলো, বালির ঝাপটা পেরিয়েই সাধারণ মানুষ ওই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করেন। পথশ্রী প্রকল্পে এ বার ওয়েলিংটন মিল লাগোয়া প্রায় এক কিমি নতুন পিচ রাস্তা তৈরি হবে। কাউন্সিলার সুখসাগর মিশ্র বলেন, 'রিষড়া চার নম্বর রেল গেটের কাছে বিড়লা পুরসভার পূর্বতন ম্যাস্টিক রোড তৈরি করা হবে। এই রাস্তা দিয়ে চটকল ও অন্যান্য কারখানার বড় বড় পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার গতি আনতেই ম্যাস্টিক রোড তৈরি করা হবে।' বিজয় মিশ্র বলেন, 'শুধু নতুন রাস্তা নয়! পুরসভার অধীনস্থ একাধিক পার্কের সৌন্দর্যায়ন, পুকুরের পাড় বাঁধানো, খেলার মাঠের খোলনলচে বদলে, নতুন চেহারায় ফেরানো ও রাস্তাঘাটে হাইমাস্ট টাওয়ার আলো বসানো হয়েছে।'

চুনাভাটির অভিজাত আবাসনে মারামারির ঘটনায় গ্রেফতার ৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২০ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার আন্দুলের চুনাভাটির অভিজাত আবাসনে মারামারির ঘটনায় গ্রেফতার ৮, তোলা হলো আদালতে। রবিবার দুপুরে হাওড়ার আন্দুল রোডের চুনাভাটি এলাকায় অভিজাত আবাসনে মারপিটের ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল দু'তরফেই। হাওড়া সাঁকরাইল থানার পুলিশ তদন্তে নেমে উভয়পক্ষের চারজন করে মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে। জানা গেছে, প্রোমোটারের লোকজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন, মারধর সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি, প্রোমোটারের অভিযোগের ভিত্তিতে আবাসিকদের বিরুদ্ধে মারধর এবং গভীরভাবে আঘাত সহ বিভিন্ন জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা শুরু করেছে পুলিশ। সোমবার ধৃতদের হাওড়া আদালতে পেশ করা হয়। উল্লেখ্য, আবাসনের মেইন্টেন্যান্স ও আরো কিছু সমস্যা নিয়ে আবাসনের বাসিন্দা ও প্রমোটারের মধ্যে ঝামেলা চলছিল। রবিবার সমস্যা সমাধানের জন্য আবাসনে মিটিং ডাকা হয়েছিল। সেখানেই মিটিং চলাকালীন মারপিট হয় উভয়পক্ষের।

Tender Reference No:- BAGHAR-II GP/15TH FC UNTIED/134 Date:-19/01/2026

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of REPAIRING OF ICDS BUILDING at 2(Two) different places. NAME OF FUND: 15TH FC UNTIED. Bid submission end date 29/01/2026 upto 12.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) 02/02/2026 at 12.00 P.M. For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Baghar-II Gram Panchayat
Baghar * Purba-Bardhaman

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল তন্ময় দাস, পিতা-সুধাংশু দাস, ঠিকানা ১৫, নিউ শিবতলা লেন, কলকাতা - ৭০০০৭০, তাঁর ০১.০৯.২০১৭ তারিখের একটি মূল হস্তান্তর দলিল হারিয়ে ফেলেছেন এবং উক্ত দলিলটি এ.ডি.এস.আর. আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর কার্যালয়ে যথাযথভাবে নিবন্ধিত ছিল এবং বই নং ১, খণ্ড নং ১৬০৫-২০১৭, পৃষ্ঠা ১৫১৮৬৬ থেকে ১৫১৮৯৯ পর্যন্ত, ২০১৭ সালের জন্য নথিভুক্ত নম্বর ১৬০৫০৫৬০০৪ হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছিল। তিনি ২১.০৩.২০২০ তারিখে রিজেন্ট পার্ক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে একটি জিডিই নং ১৬৮০ দায়ের করেছেন। এই বিষয়ে কোনো ব্যক্তি বা পক্ষের কোনো দাবি, অংশ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ বা কোনো আপত্তি থাকলে, তাকে এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে সহায়ক নথিগত প্রমাণ সহকারে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা জানাতে হবে, অন্যথায় পরবর্তীকালে কোনো দাবি থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং কোনো দাবি আর গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
আইনজীবী
ফোন নং ৯০০৭৮২৪৯৫৮

E-Tender Notice
eN.I.T. No-06/25-26

Online bids are invited from bonafide contractors for Listed works under 15th CFC (Tied Fund). Last date of online bid submission-28/01/2026 up to 14:00 IST. For details information contact

Sd/-Prodhan,
Budbud Gram Panchayat
Budbud, Galsi-I, Purba Bardhaman

লামডিং মণ্ডলে যোগান এবং নির্মাণ কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. টিআরডি-এলএমজি -২৮ অফ ২০২৫-২৬ তারিখঃ ১২-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচই-এমওডি৪৭আর। কাজের নামঃ** লামডিং মণ্ডলের অন্তর্গত উচ্চ-গতিসম্পন্ন রেল পরিচালনের জন্যে উপযোগী হওয়া বর্তমানের পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারা ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই) ওয়ারিঙে বিদ্যুতের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্যে ১৬০ বর্গ মিলিমিটার জি-জাম্পারের নির্মাণ এবং যোগানের সঙ্গে সিঙ্গল-লাইন খণ্ডে বর্তমানের ক্ষমতা উন্নতকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৮১,২৪,৪২৭.২৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৪০,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০২-২০২৬** তারিখে **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (টিআরডি), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

এসএন্ডটি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা

ই-টেন্ডার নং.ঃ এসএনটি-৩৮-এলএমজি-২০২৫-২৬, তারিখঃ ১২-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** লামডিং ডিভিশনের এসএন্ডটি বিভাগের ২ বছরের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের পাশাপাশি টেকনিক্যাল টিম মোতায়েনের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ ও অ-সুরক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পাদনে সহায়তা করে এসএন্ডটি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা। টেন্ডার মূল্যঃ ২৯,৬১,০৭,৬৭৯.৫৬ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১৬,৩০,৫০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৭-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২৭-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। সবিশেষের জন্য **www.ireps.gov.in** দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/043/042/2025-2026(2nd Call) Name of work : **Development of road surface with concrete block (portion) at Kashinath Mallick Lane (Near M.G Road) in Ward No.-43, under Borough-V.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,99,991.21**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/041/PS212/2025-2026/APAS1(2nd Call) Name of work : **Beautification of statu at 145 C.R. Avenue (PS212) in Ward No.-041.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,98,781.75**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**. Last date and time of submission of bid : **29.01.2026 - 11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). Date and time of opening of tender : **31.01.2026 - 11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **17.01.2026 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer(C)/Br-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No. : KMC/EEC/VII/64/41/25-26/R Name of work : **Repairing of road by providing hot mix at Bright STR. Karaya Road, Tiljala Road, Beck Bagan Row and surroundings in Ward No. 64.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,97,710.24.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **180 Days**.

2. NIT No. : KMC/EEC/VII/67/67/25-26/D Name of work : **Restoration of road (disturbed due to laying of pipe sewer) at 7, Bediadanga Masjid Bari Lane and its surrounding area in Ward No. 67.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,89,722.77.** Earnest Money : **Rs. 5,800.00**. Period of Completion : **30 Days**.

3. NIT No. : KMC/EEC/VII/67/72/25-26/D Name of work : **Restoration of road (disturbed due to laying of pipe sewer) at 119, 121, Swinhoe Lane and its surrounding area in Ward No. 67.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,68,715.03.** Earnest Money : **Rs. 5,400.00**. Period of Completion : **30 Days**.

4. NIT No. : KMC/EEC/VII/67/60/25-26/D Name of work : **Repairing of bituminous road at Bose Pukur Road, Dharmatala Road, P. Naskar Lane and its surrounding in Ward No. 67.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,93,513.57.** Earnest Money : **Rs. 9,900.00**. Period of Completion : **60 Days**.

5. NIT No. : KMC/EEC/VII/63/36/25-26/D Name of work : **Repairing of road by providing hot mix at Pretoria Street, Sudder Street, Ripon Street, Russel Street and its surroundings area in Ward No. 63.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,97,804.20.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.

6. NIT No. : KMC/EEC/VII/58/117/25-26/D Name of work : **Development of sewer line and improvement of passage at 66, D.C. Dey Road near Mazar Gali and its surrounding area in Ward No. 58, Br.-VII.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,99,797.06.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **45 Days**.

7. NIT No. : KMC/EEC/VII/66/64/25-26/R Name of work : **Repairing of passage at Topsia 1st and 2nd Lane, G.J. Khan Road, Sapgachi 1st Lane and surroundings disturbed by CESC in Ward No. 66.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,87,229.59.** Earnest Money : **Rs. 9,800.00**. Period of Completion : **60 Days**.

8. NIT No. : KMC/EEC/VII/66/65/25-26/R Name of work : **Construction of boundary wall of UPHC Centre at 47, Kustia Masjit Bari Lane in Ward No. 66.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,88,333.45.** Earnest Money : **Rs. 5,800.00**. Period of Completion : **45 Days**.

9. NIT No. : KMC/EEC/VII/59/51/25-26/D Name of work : **Repairing of bituminous road at Mahendra Row Lane, Dr. Suresh Sarkar Road, Topsia Road(s) and its surrounding in Ward No. 59.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,98,435.37.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.

10. NIT No. : KMC/EEC/VII/58/119/25-26/D Name of work : **Maintenance of road at Dhapa (will be disturbed due to development of sewarage system) near dog pound and its surrounding area in Ward No. 58.** Estimated Cost (Including GST & CESS : **Rs. 2,29,765.03.** Earnest Money : **Rs. 4,600.00**. Period of Completion : **30 Days**.

11. NIT No. : KMC/EEC/VII/67/75/25-26/D Name of work : **Improvement of passage with paver block at 28/1C, 29, Bose Pukur Road and its surrounding area in Ward No. 67.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,97,902.19.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

12. NIT No. : KMC/EEC/VII/67/76/25-26/D Name of work : **Improvement of passage with paver block at 74, 75, Dr. G.S. Bose Road and its surrounding area in Ward No. 67.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,97,816.54.** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

13. NIT No. : KMC/EEC/VII/56/66/25-26/D Name of work : **Restoration of passage at 100/1/B, 104/F, D.C. Dey Road, 20/B, 52, 22, 20A, 52E, 1, R.N.C. Road, 5/D, 3A/H/3, 1/U Convent Lane etc. and its surroundings disturbed by CESC in Ward No. 56.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,98,736.57.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **29.01.2026** up to **10.30 a.m.** (for sl. no. 1 to 13). Tender will be opened on **31.01.2026** at **10.30 a.m.** (for sl. no. 1 to 13).

14. NIT No. : KMC/VII/56/APAS/1/163/120/2 Name of work : **Improvement of sewer line and restoration work at 2/H/3, 2/H/4, Motijheel Lane and its surroundings in Ward-56.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,38,855.71**. Earnest Money : **Rs. 8,800.00**. Period of Completion : **30 Days**.

15. NIT No. : KMC/VII/66/APAS/1/149/41/4 Name of work : **Improvement of passage by providing paver block at 17/25 Topsia Rd and surroundings in WD-66.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,47,951.14**. Earnest Money : **Rs. 7,000.00**. Period of Completion : **45 Days**.

16. NIT No. : KMC/VII/66/APAS/1/149/70/2 Name of work : **Laying of new kerb and channel at 30 Raicharan Ghosh Ln. 8/1 Topsia Rd and etc in WD-66.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,97,529.48**. Earnest Money : **Rs. 8,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

17. NIT No. : KMC/VII/66/APAS/1/149/70/3 Name of work : **Improvement of drainage system and restoration of passage at 27 Raicharan Ghosh Ln and etc in WD-66.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,99,986.62**. Earnest Money : **Rs. 8,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

18. NIT No. : KMC/VII/66/APAS/1/149/81/4 Name of work : **Improvement of drainage system and restoration of passage at 10 No. Sapgachi 1st Ln and etc in WD-66.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,245.98**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **45 Days**.

19. NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/154/1 Name of work : **Repairing of patch work of passage in 56H/6 Debendra Chandra Dey Rd and its surrounding area in Ward-58.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,99,751.71**. Earnest Money : **Rs. 8,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.

20. NIT No. : KMC/VII/56/APAS/1/163/99/1 Name of work : **Repairing of passage and footpath and other ancillary civil works near 1, 3 Seal Lane, 8/J, Bechulal Road and its surroundings in Ward-56.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,70,665.86**. Earnest Money : **Rs. 9,500.00**. Period of Completion : **30 Days**.

21. NIT No. : KMC/VII/64/APAS/1/161/84/1 Name of work : **Improvement of passage at 3 Karim Hussain Lane in Ward-064.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,49,211.19**. Earnest Money : **Rs. 3,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

22. NIT No. : KMC/VII/66/APAS/1/149/63/2 Name of work : **Improvement of drainage system at 30/7 Raicharan Ghosh Ln to 30/20 Raicharan Ghosh Ln and etc in WD-66.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,74,547.43**. Earnest Money : **Rs. 7,500.00**. Period of Completion : **30 Days**.

23. NIT No. : KMC/VII/56/APAS/1/163/120/3 Name of work : **Improvement of sewer line and restoration work at 5/H/15, Motijheel Lane and its surroundings in Ward-56.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,91,156.70**. Earnest Money : **Rs. 5,900.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid : **27.01.2026** up to **10.30 a.m.** (for sl. no. 14 to 23). Tender will be opened on : **29.01.2026** at **10.30 a.m.** (for sl. no. 14 to 23). The bid forms and other details are available on and from **15.01.2026** at **(06.55 p.m.)** (for sl. no. 1 to 23). The website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app** (for sl. no. 1 to 23).

2001/25-26

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

এবার চাঁদের বুকে হোটেল বুকিং!

মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশের চাঁদ ছোঁয়ার স্বপ্ন এতদিন কবিতা আর কল্পবিজ্ঞানের পাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সময় বদলেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে সেই স্বপ্ন এখন ধীরে ধীরে বাস্তবের রূপ নিচ্ছে। মহাকাশ পর্যটন আর ভবিষ্যতের ধারণা নয়-এখন তা রীতিমতো ট্রেন্ডিং। বিশ্বের একাধিক বেসরকারি সংস্থা এই

খাতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করছে। সেই তালিকায় নতুন করে চমক জাগাল একটি সংস্থা-গ্রু স্পেস। তাদের ঘোষণা শুনে চোখ কপালে উঠবে যে কারও। সংস্থার দাবি, এবার চাঁদের বুকে হোটেল বুক করা যাবে-আর তার জন্য প্রথম ধাপে খরচ মাত্র ১ হাজার ডলার! হ্যাঁ, অবাক হওয়ারই কথা। পৃথিবীর বাইরে গিয়ে রাত কাটানোর স্বপ্ন এখন আর কোটিপতিদের একচেটিয়া কল্পনা নয়। গ্রু স্পেস নামের এই বেসরকারি সংস্থা দীর্ঘমেয়াদি ভাবে শুধু চাঁদকেন্দ্রিক প্রকল্প নিয়েই কাজ করছে। তাদের লক্ষ্য-চাঁদে মানুষের বসবাসযোগ্য পরিকাঠামো তৈরি করা এবং সাধারণ মানুষের জন্য চন্দ্রভ্রমণের দরজা খুলে দেওয়া। সেই লক্ষ্যের দিকেই এক বড় পদক্ষেপ হিসেবে এবার তারা ঘোষণা করেছে, চাঁদে পর্যটনের সম্পূর্ণ প্যাকেজ। এই প্যাকেজে কী কী থাকছে? গ্রু স্পেস জানাচ্ছে, এটি শুধুমাত্র চাঁদে গিয়ে নামার ব্যবস্থা নয়। বরং পৃথিবী থেকে মহাকাশযানে ওঠা, চাঁদে পৌঁছনো, সেখানে থাকা, ঘোরাঘুরি, এমনকি নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসা-সব কিছুর দায়িত্বই নেবে তারা। ঠিক যেমন আপনি পৃথিবীতে কোথাও বেড়াতে গেলে ট্রাভেল এজেন্সির উপর ভরসা করেন, ঠিক তেমনই। শুধু গন্তব্যটা একটু আলাদা-চাঁদ! সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল চাঁদের বুকে তৈরি হতে চলা হোটেল। গ্রু স্পেসের দাবি, এটি হবে মানুষের বসবাসের উপযোগী অস্থায়ী ডেরা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই হোটেলে একসঙ্গে চারজন পর্যটক থাকতে পারবেন। সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই হোটেল অন্তত ১০ বছর পর্যন্ত চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থায়ী থাকতে পারবে। সেখানে থাকার সময় পর্যটকরা চাঁদের মাটিতে হাঁটাচলা করতে পারবেন, চারপাশ ঘুরে দেখতে পারবেন এবং এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন, যা জীবনে একবারই হয়। তবে এখানেই শেষ নয়। চাঁদে যাওয়ার আগে আপনাকে উপযুক্ত করে তোলাও এই প্যাকেজের অংশ। মহাকাশে চলাফেরার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, শরীরকে মানিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি-সব কিছুর ব্যবস্থাই করবে গ্রু স্পেস। অর্থা, আপনি শুধু ইচ্ছেটা পোষণ করুন, বাকিটা সামলাবে সংস্থা। এবার আসা যাক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে-খরচ কত? সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, প্রাথমিকভাবে চাঁদে যাওয়ার জন্য আবেদন করতে হলে দিতে হবে ১ হাজার ডলার। এটি এক ধরনের আগাম বুকিং ফি, যা ফেরতযোগ্য নয়। এই আবেদনকারীদের মধ্য থেকে বাছাই করা হবে সম্ভাব্য পর্যটকদের। অর্থা, টাকা দিলেই চাঁদে যাওয়ার টিকিট নিশ্চিত-এমনটা নয়। যাঁরা নির্বাচিত হবেন, তাঁদের দিতে হবে আসল ডিপোজিট। আর সেই অঙ্ক শুনলে ফের চমকে যেতে হবে। ডিপোজিটের পরিমাণ ১০ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ ডলার পর্যন্ত হতে পারে। তবে স্বস্তির বিষয়, কোনও কারণে যদি সংস্থার তরফে ভ্রমণ বাতিল হয়, তা হলে এই ডিপোজিটের টাকা ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু শর্ত এখানেই শেষ নয়। চাঁদে যেতে হলে শুধু পয়সা থাকলেই চলবে না, শরীরও চাই ' আবেদনকারীদের একটি কঠোর শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। যদি সেই পরীক্ষায় কেউ অকৃতকার্য হন, তা হলে তাঁর আবেদন বাতিল হবে এবং প্রথমে দেওয়া ১ হাজার ডলারও আর ফেরত পাওয়া যাবে না। সেই অর্থ সরাসরি সংস্থার কাছেই থেকে যাবে। ধরুন, সব পরীক্ষায় পাশ করলেন-তবুও যাত্রার দিনক্ষণ আপনার হাতে নেই। কবে মহাকাশযান রওনা দেবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে গ্রু স্পেসই। নির্ধারিত দিনে কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যা বা অন্য গোলযোগ হলে যাত্রা পিছিয়ে যেতে পারে, এমনকি বাতিলও হতে পারে। সেক্ষেত্রে সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ জানানো যাবে না-এমন শর্তও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, গ্রু স্পেসের এই উদ্যোগ মহাকাশ পর্যটনের জগতে এক নতুন অধ্যায় খুলে দিল। চাঁদের বুকে হোটেল, পর্যটনের প্যাকেজ, আগাম বুকিং-সব কিছু মিলিয়ে বিষয়টা যতটা রোমাঞ্চকর, ততটাই কঠিন শর্তে বাঁধা। তবুও যাঁদের পকেট ভারী এবং স্বপ্ন আকাশছোঁয়া, তাঁদের জন্য এটি জীবনের একবারের সুযোগ। আজ যা অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে, হয়তো আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই তা হয়ে উঠবে সাধারণ পর্যটনের অংশ। আর তখন মানুষ বলবে-একসময় চাঁদে যাওয়ার স্বপ্নও শুরু হয়েছিল মাত্র ১ হাজার ডলারের বুকিং ফি দিয়ে!

ট্রাম্পের শুল্ক হুমকিতে নতি স্বীকার নয়

১৯ জানুয়ারি ঃ গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া শুল্ক হুঁশিয়ারিও ইউরোপের দেশগুলিকে অবস্থান বদলাতে বাধ্য করতে পারল না। ডেনমার্ক-সহ আটটি ইউরোপীয় দেশের পণ্যের উপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর ঘোষণা সত্ত্বেও ইউরোপ স্পষ্ট জানিয়ে দিল-গ্রিনল্যান্ড এবং ডেনমার্কের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তারা একজোট। রবিবার ইউরোপের আটটি দেশ যৌথ বিবৃতি দিয়ে জানায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্কের জনগণের পাশে রয়েছে এবং কোনও রকম চাপ বা হুমকিতে তারা নতি স্বীকার করবে না। শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন, ডেনমার্ক ছাড়াও নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ড এবং ফিনল্যান্ড থেকে আমদানি হওয়া পণ্যের উপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। এই নতুন শুল্কনীতি কার্যকর হবে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে। গ্রিনল্যান্ড নিয়ে মার্কিন অবস্থানের বিরোধিতা করায় এই দেশগুলিকেই ' দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। তবে এই আর্থিক চাপ ইউরোপের অবস্থানকে দুর্বল করতে পারেনি। রবিবার প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে ইউরোপীয় দেশগুলি জানায়, আমরা পূর্ণ সংহতির সঙ্গে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের জনগণের পাশে আছি। ন্যাটোর সদস্য হিসেবে আটলান্টিক ও আর্কটিক অঞ্চলের যৌথ নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, গ্রিনল্যান্ড শুধু একটি ভূখণ্ডগত প্রশ্ন নয়, বরং এটি ইউরোপ ও ন্যাটোর সামগ্রিক নিরাপত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একই সঙ্গে ইউরোপের এই আটটি দেশ আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, ট্রাম্পের শুল্ক হুঁশিয়ারি ইউরোপ-আমেরিকা সম্পর্ককে আরও তলানিতে ঠেলে দিতে পারে। ইতিমধ্যেই ট্রান্স-আটলান্টিক সম্পর্ক নানা ইস্যুতে চাপে রয়েছে, তার উপর এই শুল্কনীতি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে বলেই মনে করছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। প্রাথমিক ভাবে ১০ শতাংশ শুল্ক চাপালেও এখানেই থামতে চান না ট্রাম্প। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যদি গ্রিনল্যান্ড নিয়ে তাঁর পছন্দমতো কোনও চুক্তি না হয়, তা হলে আগামী ১ জুন থেকে সংশ্লিষ্ট ইউরোপীয় দেশগুলি থেকে আমদানি হওয়া পণ্যের উপর শুল্ক বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা হবে। পাশাপাশি ট্রাম্পের দাবি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমেরিকা ইউরোপকে ভর্তুকি দিয়ে এসেছে। তাঁর মতে, এখন ডেনমার্কের প্রতিদান দেওয়ার সময় এসেছে, কারণ বিশ্ব শান্তি ঝুঁকির মুখে। সমাজমাধ্যমে দেওয়া একাধিক পোস্টে ট্রাম্প দাবি করেছেন, বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখতেই এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। এই বক্তব্য ও সিদ্ধান্তের পর আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ বেড়েছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে সংঘাত আরও চরমে পৌঁছতে পারে। কারণ ইউরোপীয় দেশগুলি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে-শুল্ক বা হুমকি দিয়ে তাদের অবস্থান বদলানো সম্ভব নয়। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন ওয়াশিংটন থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়, প্রয়োজনে সামরিক অভিযান চালিয়ে গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের পথেও হাঁটতে পারে আমেরিকা। এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে ইউরোপের একাধিক দেশ। বিশেষ করে জার্মানি এই বিষয়ে সরব হয়েছে। বুধবার জার্মান প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানায়, ডেনমার্কের আমন্ত্রণে তারা ১৩ জন সেনা আধিকারিককে গ্রিনল্যান্ডে পাঠাচ্ছে। এই পদক্ষেপকে ডেনমার্কের প্রতি সমর্থনের প্রতীক হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

ভারতকে বাদ দিয়ে গাজার শান্তিকমিটিতে পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ!

১৯ জানুয়ারি ঃ গাজায় শান্তি ফেরাতে নতুন উদ্যোগ ঘোষণা করে ফের আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার তিনি গাজার জন্য একটি বিশেষ ' অব পিস' বা শান্তিকমিটি গঠনের ঘোষণা করেন। এই কমিটিতে পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ

সুচিচকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

CHANGE OF NAME

I, Angana Gupta (Old Name) W/o Arindam Gupta Residing at 1174, Chak Garia Dimension Tower 4th Floor, Flat - 4A Panchasayar, District - Kolkata, Pin - 700094, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Angana Gupta Barman (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, vide affidavit no 7385 Dated 07-01-2026. Angana Gupta (Old Name) and Angana Gupta Barman (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anita Sarkar (Old Name) W/o Mrinal Kanti Das D/o Adhir Chandra Sarkar Residing at Flat No. E-1, Samkunj Apartment, Christan Para, Krishnapur, District - North 24 Parganas, Pin - 700102, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Anita Sarkar Das (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat, vide affidavit no 1517 Dated 15-01-2026. Anita Sarkar (Old Name) and Anita Sarkar Das (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prasanta Mondal (Old Name) S/o Chittaranjan Mondal Residing at 30.3 Shyama Pally, P.o - Narendrapur, P.s - Narendrapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700103, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Prosanta Mondal (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Baruipur vide affidavit no 136 Dated 17-01-2026. Prasanta Mondal (Old Name) and Prosanta Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Firoja Begum (Old Name) D/o Naosad Mallick W/o Sekh Jamaladdin Residing at Argori, District - Howrah, Pin - 711302, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sekh Firoja (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 55/2026 Dated 19-01-2026. Firoja Begum (Old Name) and Sekh Firoja (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jamaluddin Sk (Old Name) S/o Sekh Aresh Residing at Argori, District - Howrah, Pin - 711302, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sekh Jamaladdin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 54/2026 Dated 19-01-2026. Jamaluddin Sk (Old Name) and Sekh Jamaladdin (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Majnu Mondal, Majlu Hoque Mandal (Old Name) S/o Aijel Mandal Residing at Vill - Nagarpota, P.o - Ulasi, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Majnu Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 56/2026 Dated 19-01-2026. Majnu Mondal, Majlu Hoque Mandal (Old Name) and Majnu Mandal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Marufazaman Mandal (Old Name) S/o Majnu Mandal Residing at Vill - Nagarpota, P.o - Ulasi, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Marufujjman Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 57/2026 Dated 19-01-2026. Marufazaman Mandal (Old Name) and Marufujjman Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Utpal Majumder (Old Name) S/o Bimal Kumar Majumder Residing at Southwinds, Block 5, Lobby 1, Flat 1106, 132 Ghoshal Para Lane, Beside Galleria Mall, Manikpur, Rajpur Sonarpur (M), P.o - Harinavi, District - South 24 Parganas, Pin - 700148, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Utpal Kumar Majumder (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 52/2026 Dated 19-01-2026. Utpal Majumder (Old Name) and Utpal Kumar Majumder (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Dimpal Singh (Old Name) D/o Mohan Prasad Singh Residing at 27 Vivekananda Nagar, M.B. Sarani, Vtc - Regent Park S.O, District - Kolkata, Pin - 700040, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Dimple Singh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 53/2026 Dated 19-01-2026. Dimpal Singh (Old Name) and Dimple Singh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Annower Ali Khan (old name) son of Late Abu Hossain Khan, residing at W195, S. A. Farooqui Road (Akra Road) Bartala, P.S – Raja Bagan, Kolkata – 700018, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Anowar Ali Khan (new name) as sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit No. 3540 dated 13/01/2026. Annower Ali Khan (old name) and Anowar Ali Khan (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tamizuddin Ahamed (Old Name) S/O–Ebaruddin Ahammad resident of Vill-Painala , Po-Basoil , Ps-Kushmandi , Dist-South Dinajpur , West Bengal, Pin-733132 do hereby declared that I have changed my name from Tamizuddin Ahamed to Tamizuddin Ahmed and henceforth I shall be known as Tamizuddin Ahmed (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Tamizuddin Ahmed & Tamizuddin Ahamed both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Faijul Rahim (Old Name) S/O–Afijddin residing at Dhakdhol , Shibkrishnapur , Kushmandi , South Dinajpur , West Bengal 733132 do hereby declared that I have changed my name from Faijul Rahim to Faijul Rahaman and henceforth I shall be known as Faijul Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Faijul Rahaman & Faijul Rahim both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Yeamin Seikh, (Old name) S/o-Late Momjan Saikh, Resident at, Vill-Shrikrishnapur Pakhuria, Po & Ps-Rampurhat, Dist.-Birbhum, 731224, West Bengal, I have changed my name Yeamin Seikh to Yeamin Saikh (New name) I shall be known as Yeamin Saikh vied affidavit before the Notry at Berhampore on 19/01/2026 Yeamin Seikh & Yeamin Saikh same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Hazrat Shaikh (Old Name) S/O–Ayabnabi Sekh resident of Bhagabanpur , Mahatpur , Chapra , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741164 do hereby declared that I have changed my name from Hazrat Shaikh to Hajaratali Sekh and henceforth I shall be known as Hajaratali Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Hajaratali Sekh & Hazrat Shaikh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sorifa Khatun (Old Name) W/O–Oliullah Saikh resident of Vill-Mominabad , Po-Kanfala , Ps-Nabagram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742181 do hereby declared that I have changed my name from Sorifa Khatun to Mst Sorifa Khatun and henceforth I shall be known as Mst Sorifa Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Mst Sorifa Khatun & Sorifa Khatun both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Bedarul Islam (Old Name) S/O–Saidur Rahaman resident of Vill-Krishnashail , Po-Khamra , Ps-Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742213 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Bedarul Islam to Md Bedarul Islam and henceforth I shall be known as Md Bedarul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Md Bedarul Islam & Mohammad Bedarul Islam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Azad (old name) son of Bhola Mia, residing at 71, East Ghosh Para Road, Bhatpara (M), Jagaddal, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743125, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammed Azad (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 16/01/2026. Md Azad (old name) and Mohammed Azad (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Fazlul Bagane (old name as per Voter Id Card No WB /12/083/510564) Son of Abdul Haque Mondal, residing at Vill-Chandirampur, Po-Ghoragachha, Ps-Haringhata, Nadia Pin-741245, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Fazlul Haque Mondal (new name), as declared before the Ld. A.C.J.M-2 (ast Class) at Kalyani, vide an affidavit dated 02/01/2026. Fazlul Bagane (old name) and Fazlul Haque Mondal (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Amir Hossain Mondal (old name as per Voter Id Card No WB/12/082/453474) Son of Abubakkar Mondal, residing at Vill & Po-Ghoragachha, Ps-Kalyani, Nadia Pin-741245, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Amir Hossain (new name), as declared before the Ld. Executiv Magistrate at Kalyani, vide an affidavit dated 03/08/2016. Amir Hossain Mondal (old name) and Amir Hossain (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Maulana Md Rafik, S/O- Bejarat Ali (Old Name) resident of Sukhbazar , Illambazar , Birbhum , West Bengal, Pin-731214 do hereby declared that I have changed my name from Maulana Md Rafik, S/O- Bejarat Ali to Moulana Md Rafik , S/O- Mir Bejarat Ali and henceforth I shall be known as Moulana Md Rafik , S/O- Mir Bejarat Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Moulana Md Rafik , S/O- Mir Bejarat Ali & Maulana Md Rafik, S/O- Bejarat Ali both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Sumitra Sharma W/o - Late Kalu Sharma residing at Vill- Khatura Dolanghata P.O. Gajna P.S. Krishnaganaj Dist. Nadia Pin. 741507 W.B. That Bishu Sharma is my son. That Sumitra Sharma & Sumitra Brambhan and Kalu Sharma & Omprakash Brambhan and Bishu Sharma & Bishu Brambhan is the same & one identical person vide Affidavit Ld. Judicial Magistrate 1st Class Krishnagar Nadia Dated 13/01/2026.

CHANGE OF NAME

I, Oyakila Bibi, my father's (Old Name) Faruk Hossain, resident of Sukhbazar , Illambazar , Birbhum , West Bengal, Pin-731214 do hereby declared that I have changed my father's name from Faruk Hossain to Sekh Faruk and henceforth my father's shall be known as Sekh Faruk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My father's name Sekh Faruk & Faruk Hossain both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rowsan Ali Sk (old name) S/o-Rasid Shaikh residing at Bharatpur, Bharatpur, Bharatpur, Dist-Murshidabad, Pin-742301 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ROWSAN ALI SK to ROWSAN SHAIKH and henceforth I shall be known as ROWSAN SHAIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 22/12/2025. ROWSAN ALI SK (old name) and ROWSAN SHAIKH (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Abul Kasem (Old Name) S/O–Samer Ali Sk resident of Vill-Nowda Purbapara , Po-Debpur , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Md Abul Kasem to Md Abul Kashem and henceforth I shall be known as Md Abul Kashem (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Md Abul Kashem & Md Abul Kasem both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ismail (Old Name) S/O–Hazi Abdul Khalek Vill-Madhupur , PO-Bajupur , PS-Lalgola , Murshidabad, West Bengal 742148 do hereby declared that I have changed my name from Ismail to Ismail Haque and henceforth I shall be known as Ismail Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Ismail Haque & Ismail both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I SUBHASH CHANDRA KANRAR,S/O-ASIT KANRAR Residing at Vill- Anulia,P.O- Anulia,P.S-Amta,(Hal-Penro), Dist-Howrah, (That my actual name is SUBHASH CHANDRA KANRAR and my father actual name is ASIT KANRAR), That SUBHASH CHANDRA KANRAR and SUBHAS KARAR and SUBHAS KANRAR Son of ASIT KANRAR @ AMIT KANRAR is the same and one identical person. Vide affidavit Before the Notary public,Govt, of West Bengal, Dist- Howrah, Date-19/01/2026

CHANGE OF NAME

I, MRITYUNJOY MONDOL (old name) S/O - BABU MONDAL residing at VILL- CHANDRA SOUTH PO - CHANDRA SOUTH PS - SANTIPUR DIST - NADIA PIN -741121. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MRITYUNJOY MONDOL (old name) to MRITYUNJAY MONDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as MRITYUNJAY MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 19/01/2026. MRITYUNJAY MONDAL (new name) & MRITYUNJOY MONDOL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, KABITA MANDAL (old name) W/O MRITYUNJOY MONDOL residing at VILL- CHANDRA SOUTH PO - CHANDRA SOUTH PS - SANTIPUR DIST - NADIA PIN -741121. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from KABITA MANDAL (old name) to KABITA MONDAL BISWAS (new name) and henceforth, I shall be Known as KABITA MONDAL BISWAS (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 19/01/2026. KABITA MONDAL BISWAS (new name) & KABITA MANDAL (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

MY NAME IS SELIM MALIK MONDAL S/O - SIRAJUDDIN AHMED RESIDING AT - KAMURDIAR PO - MOMINPUR PS - DOMKAL DIST - MURSHIDABAD PIN-742303 MY FATHER IS WRONGLY PRINTED IN DRIVING LICENCE AS SIRAJUDDIN AHAMMED DRIVING NO IS WB-5720130018764.MY ALL DOCUMENTS, FATHER NAME IS SIRAJUDDIN AHMED.I HAVE DECLARED AT DOMKAL SDEM COURT DATED ON 14/01/2026.BOTH NAME ARE SAME.

CHANGE OF NAME

I, HASU SK (olt name) S/O - ALLARAKHA SK residing at VILL- HARINAGAR NATUNGRAM PO - PS - KANDI DIST - MURSHIDABAD PIN - 742140. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from HASU SK (old name) to GOFUR SK (new name) and henceforth, I shall be known as GOFUR SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the NOTARY PUBLIC AT BERHAMPORE court dated on 19/01/2026.GOFUR SK (new name) & HASU SK (old narej both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,TUNI BIBI (old name) W/O - MD IFTEKAR ALI residing at VILL- MOSIMPUR SCHOOL PARA PO - MOSIMPUR PS - KALIACHAK DIST- MALDA PIN - 732206. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from TUNI BIBI (old name) to MST TUNI BIBI (new name) and henceforth, I shall be Known as MST TUNI BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 19/01/2026, MST TUNI BIBI (new name) & TUNI BIBI (old name) both name are same and one identical person.

Same Person Declaration,
I AM TASLIMA NASRIN DAUGHTER OF BODIUJJAMAN, IN ALL MY DOCUMENTS MY FATHER NAME IS BODIUJJAMAN BUT IN ALL MY FATHERS DOCUMENTS, BADIUJJAMAN IS MENTION THERE.I have declare the EXECUTIVE MAGISTRATE 1ST CLASS AT JANGIPUR COURT that BODIUJJAMAN & BADIUJJAMAN both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I DINESH KUMAR TRIPATHI S/O SARYU PRASAD TRIPATHI residing at 75/1, Sanatan Mistri Lane 2nd Floor, Salkia, P.S.-Golabari, Dist-Howrah-711106, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as DINESH TRIPATHI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 19/01/2026. DINESH KUMAR TRIPATHI and DINESH TRIPATHI both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I BIRENDRA SINGH (Father's Name) on behalf my minor daughter PARINEETI SINGH (Old Name) Residing at Flat-2C, Sun Tower, Bangalaxmi Abasan Check Post, P.O.-R. Gopalpur, P.S.-Baguiati, District-North 24 Parganas, Pin-700136, West Bengal, India have changed her name and she shall henceforth be known as PARINIITI SINGH (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Bidhannagar vide affidavit no 827 Dated 11/08/2024. PARINEETI SINGH (Old Name) and PARINIITI SINGH (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bina Das (old name) Wife of Bimal Chandra Das, residing at 1, Nandan Kanan, Madhyamgram Bazar, Ps-Madhyamgram, North 24 Parganas Pin-700130, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Bina Mallick Das (new name), as declared before the First class Judicial Magistrate Bongaon court, vide an affidavit no-6450 dated 29/11/2023. Bina Das (old name) and Bina Mallick Das (new name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Soyer Mahammad (Old Name) S/O–Abu Bakkar residing at Murcha , Sahi Sherpur, PS-Khargram , Murshidabad, West Bengal 742159 do hereby declared that I have changed my name from Soyer Mahammad to Soyer Mohammad and henceforth I shall be known as Soyer Mohammad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Soyer Mohammad & Soyer Mahammad both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shamima Biswas (Old Name) W/O–Kutubuddin Biswas residing at Vill & PO-Barbakpur , PS-Karimpur , Nadia , West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Shamima Biswas to Samima Khatun and henceforth I shall be known as Samima Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Samima Khatun & Shamima Biswas both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shilpi Bibi, my mother's (Old Name) Rani Bibi residing at Vill-Madhupur , PO-Bajupur , PS-Lalgola , Murshidabad, West Bengal 742148 do hereby declared that I have changed my mother's name from Rani Bibi to Ajbanu Bibi and henceforth my mother's name shall be known as Ajbanu Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My mother's name Ajbanu Bibi & Rani Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Samima Biswas (Old Name) W/O–Kutubuddin Biswas residing at Vill & PO-Barbakpur , PS-Karimpur , Nadia , West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Samima Biswas to Samima Khatun and henceforth I shall be known as Samima Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Samima Khatun & Samima Biswas both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sahabuddin (Old Name) S/O–Abul Kasem Mondal residing at Vill-Malopara , PO-Padmanavpur , PS-Hariharpara , Murshidabad, West Bengal 741166 do hereby declared that I have changed my name from Sahabuddin to Sahabuddin Mondal and henceforth I shall be known as Sahabuddin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Sahabuddin Mondal & Sahabuddin both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sadek Mahammad (Old Name) S/O–Soyer Mohammad residing at Murcha , Sahi Sherpur, PS-Khargram , Murshidabad, West Bengal 742159 do hereby declared that I have changed my name from Sadek Mahammad to Sadek Mohammad and henceforth I shall be known as Sadek Mohammad (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Sadek Mohammad & Sadek Mahammad both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Mainul Haque (Old Name) S/O- Ishahak Molla resident of Vill & Po-Begunbari , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Md Mainul Haque to Md Mainul Islam and henceforth I shall be known as Md Mainul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M (1 st class) affidavit Berhampore court on 19/12/2025. My father's name Md Mainul Islam & Md Mainul Haque both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jomsed Ali (Old Name) S/O–Usman Ali residing at Vill-Umarpur , PO-Ghorshala , PS-Raghunathganj , Jangipur , West Bengal 742235 do hereby declared that I have changed my name from Jomsed Ali to Jamsed Ali and henceforth I shall be known as Jamsed Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Jamsed Ali & Jomsed Ali both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Resma Khatun (Old Name) W/O–Md Moslem Mahaldar residing at Vill-Hatichhitra , PO-Dhuliyan , PS-Samsherganj , Murshidabad, West Bengal 742202 do hereby declared that I have changed my name from Resma Khatun to Resma Bibi and henceforth I shall be known as Resma Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Resma Bibi & Resma Khatun both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Dilbar Sekh (Old Name) S/O–Estefan Sekh residing at Vill-Kushmore , PO-Gurah , PS-Nabagram , Murshidabad, West Bengal 742184 do hereby declared that I have changed my name from Dilbar Sekh to Dilbar Sk and henceforth I shall be known as Dilbar Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/01/2026. My name Dilbar Sk & Dilbar Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sri Rahul Dhara S/o Sri Narugopal Dhara residing at Vill-Dasghara, Sahapara, P.O.-Dasghara, P.S.-Dhaniakhali, Dist-Hooghly, Pin-712402 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name Narugopal Dhara instead of Naru Dhara, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate at Chinsurah, Hooghly dated on 08/01/2026. Naru Dhara and Narugopal Dhara both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shishir Mondal alias Hrishu Mondal (Old Name) S/o Late Sudhir Chandra Mandal Residing at Vill. Dashul, P.O. Batun, P.S. Balurghat(Now Patiram), Dist. Dakshin Dinajpur, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shishir Mandal (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Balurghat, Dakshin Dinajpur Dated 19-01-2026. Shishir Mondal, Hrishu Mondal and Shishir Mandal all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Partha Sial, allies Partha Seal S/o Manik Sial, residing at P.O.&P.S. Ashoknagar, Dist North 24 Pgs have changed my name from Partha Sial to Partha Sil and henceforth I shall be known as Partha Sil in all purpose vide affidavit No.10318 before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 12/12/2025. Partha Sil, Partha Seal S/o Manick Sil and Partha Sial,S/o Manik Sial both are one and same identical person.

CHANGE OF NAME

I, Neelam Shaw D/o Jawahar Lal, residing at 71A,Hazra Road,P.S.-Rabindra Sarabar,Kolkata-700019.WB.I declare that my father's name has been wrongly recorded in my Aadhar card no.3073 0572 8437,Pan no.CZWPS9900A as Ramesh Shaw in place of Jawahar Lal declare vide an affidavit Before The Ld. Judicial Magistrate 1st class at Alipore Dist-South 24 Parganas. Date.09.01.2026. Affidavit No. 2870.

CHANGE OF NAME

I, BINA SARKAR (Old Name) W/o Dhananjay Sarkar Residing at Vill. Panpara, P.O. Akaipur, P.S. Gopalnagar, Dist. North 24 Parganas, PIN-743710 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as BINARANI SARKAR (New Name) as declared before the Notary Public at Bongaon, North 24 Parganas Dated 07-01-2026. BINA SARKAR and BINARANI SARKAR both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, KEYA BISWAS (Old Name) W/o Ujjal Sarkar Residing at Vill. Panpara, P.O. Akaipur, P.S. Gopalnagar, Dist. North 24 Parganas, PIN-743710 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as KEYA SARKAR (New Name) as declared before the Notary Public at Bongaon, North 24 Parganas Dated 07-01-2026. KEYA BISWAS and KEYA SARKAR both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ASMA BEGUM ANSARI W/o Israfil Ansari residing at Sardarpara, Jola, Near Taj Masjid VTC: Bankra P.O.-Bankra, P.S.-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name ASMA BEGUM ANSARI instead of ASMA BIBI, which is wrongly recorded in my son's Birth Certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Howrah dated on 14/01/2026. ASMA BIBI and ASMA BEGUM ANSARI both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ESRAFIL ANSARI S/o Israil Ansari residing at Sardarpara, Jola, Near Taj Masjid VTC: Bankra P.O.-Bankra, P.S.-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name ESRAFIL ANSARI instead of MD. ISRAFIL ANSARI and my wife's actual name ASMA BEGUM ANSARI instead of ASMA BIBI, which is wrongly recorded in my son's Birth Certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Howrah dated on 14/01/2026. MD. ISRAFIL ANSARI and ESRAFIL ANSARI and ASMA BEGUM ANSARI and ASMA BIBI all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Sahidul Islam (old name) S/o-Khodabox Khan residing at Chowmuha, Dhubinagadi, Nakashipara, Dist-Nadia, Pin-741126 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD SAHIDUL ISLAM to SAHIDUL ISLAM KHAN and henceforth I shall be known as SAHIDUL ISLAM KHAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 19/01/2026. MD SAHIDUL ISLAM (old name) and SAHIDUL ISLAM KHAN (new name)both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Khodabaksh Kha (old name) S/o-Panchu Khan residing at Chowmuha, Dhubinagadi, Nakashipara, Dist-Nadia, Pin-741126 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KHODABAKSH KHA to KHODABOX KHAN and henceforth I shall be known as KHODABOX KHAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 19/01/2026. KHODABAKSH KHA (old name) and KHODABOX KHAN (new name)both are same and one identical person.

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জীবিকা মিশন (আনন্দধারা)-র উদ্যোগে ও জলপাইগুড়ি জেলা গ্রামীণ জীবিকা মিশন ইউনিট - এর পরিচালনায় আয়োজিত জেলা সৃষ্টিশ্রী মেলা ২০২৬। ১৯ জানুয়ারি হতে ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত, এ.বি.পি.সি ময়দান, কলেজপাড়া জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বুলু চিক বরাইক, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), অনগ্রসর শ্রেণীকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কৃষ্ণা রায় বর্মন, সভাধিপতি, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ, শমা পারভীন, আই. এ.এস জেলাশাসক, জলপাইগুড়ি, রৌনক আগারওয়াল আই.এ.এস, অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ), জলপাইগুড়ি, রাজেন্দ্র রাজ সুনদাস ডব্লিউ.বি.সি.এস (এক্সি), অতিরিক্ত জেলা মিশন অধিকর্তা ও প্রকল্প অধিকর্তা, ডি.এম.এম.ইউ ও ডি.আর.ডি.সি, জলপাইগুড়ি।

আর কত প্রাণ নেবে ? নির্যাতন কমিশনার - শাহজাদা কিনু

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ২০ জানুয়ারি ঃ এস আই আর আতঙ্কে আবার আরেকজন নাগরিকের মৃত্যু হল রামপুরহাটে। ঘটনাটি ঘটেছে রামপুরহাট পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের গদাই পাড়ায়। নাম জনি শেখ (৩৭)। পরিবারের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে এস আই আর আতঙ্কে দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন পেশায় হকার জনি শেখ। মাত্র ৯ দিন আগে রামপুরহাটে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাঞ্চন মন্ডল এই এস আই আর আতঙ্কে শুনানিতে গিয়েই বেঘোরে প্রাণ হারান। তিনি অনসূপুর কানাইপুর হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক। একইভাবে, আতঙ্কে ভুগছে রামপুরহাট পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পরিচালিত হোমের আট জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন আবাসিক। কারণ তাদের বিভিন্ন জায়গাই যাদের কাগজ পত্র আছে তারাও লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির আইনি অজুহাতে নোটিশ পেয়ে আতঙ্কে ভুগছেন। জনি সেখের মামাতো বোন পুতুল বিবি জানান, আমার পাশের ঘরেই থাকতো ভাই জনি। আমার কাছেই ভাত খেতো। আজ সোমবার দুপুরে ভাত খেতে বসে কথা বলছিলো যে, এই ওয়ার্ডে ১৭৩ জন শুনানির নোটিশ পেয়েছেন। আমার

কী হবে। তারপর দু' মুঠো ভাত খেয়ে উঠে পড়ে। আমি বললাম, কিরে ভাত খেলি না? তখন সে জানায়, একটু ঘুমবে। কিছু ভালো লাগছে না। তারপর দরজায় খিল দিয়ে শুতে যায়। ডাকাডাকিতে দীর্ঘক্ষণ দরজা না খোলায়, পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ দরজা ভেঙে দেখে দড়িতে ঝুলন্ত দেহ, উদ্ধার করে। ভাই, এস আই আর আতঙ্কে আত্মহত্যা করেছে। কারণ সে আতঙ্কে বলতো, আমার কাছে কমিশন যে কাগজ চাইছে, তা নেই আমি কী দেখাবো। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, জনি সেখ রেলওয়ের জায়গাই ঘর করে দীর্ঘদিন ছিলেন। রেলওয়ে উচ্ছেদ করে তাঁর ঘর ভেঙে দিয়েছিল। তাঁর মা মঞ্জু বিবি মুম্বাইয়ে থাকেন। বাবা ২০০২ সালের আগেই মারা গেছেন। ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। মামাতো বোনের কাছে খেতেন। আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড ছাড়া তাঁর কাছে কিছু ছিলো না। পেশায় হকার। জায়গা জমি কিছুই ছিলো না। অভাবী মানুষ। পড়াশোনাও করতে পারেন নি। তাই ব্যাঙ্ক একাউন্টও ছিলো না। রামপুরহাট শহর কংগ্রেসের শহর সহ সভাপতি শাহাজাদা কিনু বলেন, আর কতো প্রাণ গেলে এই নির্বাচন সরকার নয়, নির্যাতন সরকার এইসব বন্ধ করবে? মানুষ আতঙ্কে মারা যাচ্ছে। পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত বলেন, বিজেপি সরকার বাংলার সমস্ত মানুষকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ করে দিক। এরা ষড়যন্ত্র করে মানুষ মেরে জিততে চাইছে। পরিবারের উচিত নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা। এই মৃত্যুর দায় কে নিবে?

বাংলাদেশি ট্রলার আটক, ২৪ মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২০ জানুয়ারি ঃ সোমবার ভারতের জলসীমা অতিক্রম করে ঢুকে পড়া একটি বাংলাদেশি ট্রলারকে আটক করল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। ফ্রেজারগঞ্জ উপকূলের কাছ থেকে ওই ট্রলারটি উদ্ধার করা হয়েছে এবং সেটিতে থাকা মোট ২৪ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উপকূলরক্ষী বাহিনী সূত্রে জানা গেছে, আটক ট্রলারটির নাম 'এফবি সাফওয়ান'। রবিবার সন্ধ্যায় ফ্রেজারগঞ্জ ঘাঁটি থেকে কোস্ট গার্ডের একটি জাহাজ আন্তর্জাতিক জলসীমার কাছাকাছি এলাকায় নিয়মিত টহল দিচ্ছিল। সেই সময় ভারতীয় জলসীমার বেশ গভীরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় ট্রলারটিকে। বিষয়টি নজরে আসতেই কোস্ট গার্ডের জাহাজ সেটিকে ধাওয়া করে আটক করে।

অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড

সিআইএন নং.ঃ ইউ৭৪৯৯৯ডিএল২০০২পিএলসি১১৭০৫২
এ-২৭০, ১ম ও ২য় তল, ডিফেন্স কলোনি, নয়া দিল্লি-১১০ ০২৪, ভারত
ইমেলঃ admin@alchemistarc.com, ওয়েবসাইটঃ www.alchemistarc.com

বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে)

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার/এআরসি), ৩০.০৯.২০২৫ তারিখের একটি ঋণ হস্তান্তর চুক্তির অধীনে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড থেকে নিম্নোক্ত ঋণ হিসাবগুলি অধিগ্রহণ করার পর, সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের প্রতি দাবি নোটিশ জারি করেছে, এবং উক্ত নোটিশ(গুলি) প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে তাদের সমস্ত দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে, সুরক্ষিত পাওনাদার কোনো অতিরিক্ত নোটিশ ছাড়াই আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করার অধিকারী হবেন, যার মধ্যে সুরক্ষিত সম্পত্তির দখল গ্রহণও অন্তর্ভুক্ত।

ঋণগ্রহীতা / হিসাবের বিবরণ

ক্রম. নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নং.	ঋণগ্রহীতা(রা)/সহ-ঋণগ্রহীতা(রা)/গ্যারান্টারের নাম	মূল্য বাকি (টাকা)	১৩(২) নং বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ	নির্ধারিত তারিখ
১.	পিআর০০৮৬১৩৫৩	এ.কে. স্টোর্স অঞ্জন কুমার সাউ রঞ্জু কুমার সাউ	৩,৪৬,১৪১	১৯শে ডিসেম্বর ২০২৫	হোল্ডিং নং জি২-৫৯/বি/নিউ, নন্দলাল চ্যাটার্জি রোড, পোঃ- রায়পুর, থানা- মহেশতলা, ওয়ার্ড নং ২৩, গণিপুর গার্লস হাই স্কুল, মহেশতলা পৌরসভার অধীনে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড-৭০০১৪১। **সীমানাঃ** পূর্বে- অর্জুন হাজরা মহাশয়ের দোকান, পশ্চিমে- হরণ চন্দ্র সর্দারের জমি, উত্তরে- ১২-০ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা, দক্ষিণে- হরণ চন্দ্র সর্দারের জমি।	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

উপরে উল্লিখিত পরিমাণগুলি প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে নির্দেশিত নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী প্রদেয়, এবং আদায়ের তারিখ পর্যন্ত এর উপর প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ, জরিমানা, খরচ এবং অন্যান্য ব্যয়ও প্রদেয় হবে। এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের সতর্ক করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া উপরে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তি(গুলি) বিক্রয়, ইজারা, বন্ধক, চার্জ বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি করা যাবে না।
এই প্রকাশনাটি ঋণগ্রহীতা, জামিনদার এবং সাধারণ জনগণের তথ্যের জন্য সারফেইসি আইন, ২০০২-এর বিধান অনুসারে করা হয়েছে।
যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত যোগাযোগের ঠিকানায় স্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করুনঃ **ফোনঃ ০১১-৪৬৫৮২৫৮৪, ইমেলঃ admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com**

তারিখঃ ২০.০১.২০২৬
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
(অ্যালকেমিস্ট এক্সএলভিআইআই ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে তার ক্ষমতাবলে কাজ করছে) সুরক্ষিত পাওনাদার

ফর্ম ৭ জমা ঘিরে ধুন্ধুমার আসানসোলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২০ জানুয়ারি ঃ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আর্জি জানাতে বিজেপির ফর্ম ৭ জমার কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার হল আসানসোলে। সোমবার আসানসোলে একটি গাড়িতে ফর্ম ৭ নিয়ে তা জমা দিতে যান বিজেপি কর্মীরা। অভিযোগ, তৃণমূলের লোকজন সেই গাড়ি ঘিরে ধরেন। গাড়ির কাঁচ ভাঙচুর, ফর্মগুলি বার করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে বিজেপির অভিযোগ। কাটোয়ায় বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। কালনাতেও সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়। জানা গেছে, আসানসোল দক্ষিণ এর মহকুমা শাসকের দফতরে শুনানি কেন্দ্রে হয় তুমুল উত্তেজনা। তৃণমূলের অভিযোগ, একটি কালো গাড়ি করে প্রচুর পরিমাণে ফর্ম সেভেন বিজেপি নেতা কর্মীরা নিয়ে আসে। বিষয়টি জানানোর পর তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। এমনকী, গাড়ির সামনের কাঁচও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর তৃণমূলের নেতৃত্বের সঙ্গে বিজেপির নেতা কর্মীরা বচসা ও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় এক বিজেপি নেতৃত্বকে আটক করেছে পুলিশ। তৃণমূলের অভিযোগ, একাধিক ফর্ম ৭ এনে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে বিজেপি। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বলে, অসুবিধা থাকলে বিএলও-ইআরওকে বলুক। কিন্তু, কারওর পরিবারের লোকজনকেও আনেনি। এরা হাজার-হাজার ফাইল নিয়ে এসেছে। ওরা মোটেই ভাল কাজ করছে না। কয়েক হাজার ফাইল আছে। আমরা আটকাতেই পালিয়ে গেছে। অপরদিকে বিজেপির এক ব্লক স্তরের নেতা বলেন, আমি তো কমিশনের নিয়ম মেনে কাজ করছি। কিন্তু ওরা সেটা করতে দেবে না। সব ছিনিয়ে নিচ্ছে।

শুনানিকেন্দ্র পরিদর্শন বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি ঃ ভোটার তালিকায় তথ্যগত ত্রুটি সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষের হয়রানি রুখতে উদ্যোগ নিলেন বিধায়ক পরেশ চন্দ্র অধিকারী। সোমবার চ্যাংরাবান্ধায় অবস্থিত মেখলিগঞ্জ বিডিও অফিসে এসআইআর শুনানি পরিদর্শন করেন তিনি। এদিন ব্লক অফিস ঘুরে শুনানিতে আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক। অনেকেই অভিযোগ করেন, বাবার সঙ্গে সন্তানের বয়সের সামান্য পার্থক্যের মতো তুচ্ছ কারণে ছোট ছোট নাতি-নাতনিদের নিয়ে ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। পরিদর্শন শেষে ক্ষোভ উগরে দেন বিধায়ক পরেশ চন্দ্র অধিকারী। তিনি বলেন, অহেতুক ত্রুটির দোহাই দিয়ে দূর-দূরান্তের মানুষকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হচ্ছে। বিশেষ করে মায়েরা ছোট শিশুদের নিয়ে চরম হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। তিনি দাবি করেন, এই সামান্য ভুলগুলো বিএলও স্তরেই ঠিক করা সম্ভব ছিল। এই হয়রানির বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস পুনরায় বড়সড় আন্দোলনে নামবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

শুনানিতে হাজির সামিরুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ২০ জানুয়ারি ঃ এস আই আর শুনানিতে হাজির সামিরুল ইসলাম। আগেই নোটিশ দেওয়া হয়েছিল উপস্থিত থাকার জন্য। নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে নয়, কবি জয় গোস্বামী, তৃণমূল-কংগ্রেসের সাংসদ তথা অভিনেতা দেব, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলামকেও শুনানিতে ডাকা হয়েছে। তৃণমূল নেতা তন্ময় ঘোষ, অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত সহ বিশিষ্ট জনেরাও নোটিশ পান। এদিন শুনানিতে হাজির হয়ে সামিরুল ইসলাম বলেন, আজ আমি এসআইআর সংক্রান্ত শুনানিতে বীরভূমের রামপুরহাট-২ ব্লক অফিসে উপস্থিত ছিলাম এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী নথি জমা দিয়ে শুনানির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছি। তবে শুনানি প্রাঙ্গণে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় কাটানোর পর আমি উপলব্ধি করলাম, কীভাবে নির্বাচন কমিশনের হয়রানির ফলে বাংলার দরিদ্র মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। কোলে শিশু নিয়ে অথবা দিনের কাজ কামাই করে মানুষকে অত্যাচার আর ভোগান্তি সহ্য করতে হচ্ছে। আমি দেখেছি, যাঁদের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত রয়েছে, তাঁদেরও অকারণে হয়রানি করা হচ্ছে। গরীব মানুষকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যেই এই কারসাজি। তবে আজ সুপ্রিম কোর্টে বাংলা-বিরোধী শক্তির পরাজয় হয়েছে। নির্বাচন কমিশন আমাদের বাংলার মানুষের দাবী মেনে নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আজ সুপ্রিম কোর্টে জিতেছে বাংলার মানুষ, হেরেছে দিল্লির দালালরা।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.
1. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP in connection with International Kolkata Book Fair at Boimela Prangan, Central Park on 22-01-2026." **[Job No. KIT/RW/128 of 25-26]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-087/KIT/Q of 25-26) Bid Submission Closing : **21.01.2026 up to 03.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT

Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY

Notice Inviting E-Tender No. 01/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987573, Date: 02.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 02/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987577, Date: 02.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 03/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987583, Date: 02.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 04/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987597, Date: 02.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 05/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987601, Date: 02.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 06/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987570, Date: 02.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 07/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987605, Date: 02.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 09/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987614, Date: 02.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 10/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987620, Date: 02.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 11/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987624, Date: 05.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 12/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_987630, Date: 05.01.2026

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for different works. Fund: 15 th FC. Date of Start of downloading the documents from 15.01.2026 at 6.30 PM. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on 23.01.2026 at 9.00 P.M. Date of Opening of Technical Bid (Online) on 26.01.2026 at 9.00 P.M. For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat

Hooghly Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091

E-Tender Notice

Memo No.: 236/WS/SD **Dated-19/01/2026**

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT2/1e/26 and Tender Id No-2026_MAD_990717_1 to 5** for Renovation S.M. pump & supply hose pipe, 300mm pipe & etc. at different areas under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **03/02/2026 at 12:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

OFFICE OF THE DUNDAR GRAM PANCHAYAT

(UNDER RAIPUR PANCHAYAT SAMITY)
BIRUDI HALUDKANALI BANKURA

TENDER NOTICE

E-NIT Memo no.-18/DGP/26 & 19/DGP/26 DT-13/01/2026

Pradhan Dundar GP invited Tenders from expericened bidders for execution of total 3 nos works under 15 th fc (plan 25-26) For more details visit **https://wbtenders.gov.in** and Office of the Dundar GP

Pradhan
Dundar Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এলএইচএস-এলসিজিটি-এজেড-এনডিএই-২৬, তারিখ ১৬.০১.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১ ১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত বিডাররা তাঁদের মূল/ সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে বাতিল করা হবে। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশন - সূচী এ১- এইএন/আজিমগঞ্জের অধিক্ষেত্রাধীনে লালবাগ কোর্ট রোড-ডাহাপাড়া ধাম স্টেশনের মধ্যে কিমি নং ১৭৩/২৪-২৬-তে গেট নং ২৭/বি-তে এলএইচএস নির্মাণের জন্য সিগন্যালিং মূল্য সংক্রান্ত সিগন্যালিং কাজ। সূচী এ২- এইএন/আজিমগঞ্জের অধিক্ষেত্রাধীনে লালবাগ কোর্ট রোড-ডাহাপাড়া ধাম স্টেশনের মধ্যে কিমি নং ১৭৩/২৪-২৬-তে গেট নং ২৭/বি-তে এলএইচএস নির্মাণের জন্য টেলিকমিউনিকেশন মূল্য। সূচী বি১- এইএন/নবদ্বীপ ধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ১৭/এ/টি-তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ। সূচী বি২- এইএন/নবদ্বীপ ধামের অধিক্ষেত্রাধীনে লক্ষ্মীপুর-বেলেরহাট স্টেশনের মধ্যে কিমি নং ৭৯.৬৩৪-তে গেট নং ১৭/এ/টি-তে এলএইচএস নির্মাণের জন্য টেলিকমিউনিকেশন মূল্য। সূচী সি১- এইএন/নবদ্বীপ ধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ১৭/এ/১-তে নতুন এলএইচএস নির্মাণ। সূচী সি২-এইএন/নবদ্বীপ ধামের অধিক্ষেত্রাধীনে মেড়তলা ফলেয়া হল্ট-লক্ষ্মীপুর স্টেশনের মধ্যে কিমি নং ৭৬.২১২-তে গেট নং ১৭/এ/১-তে এলএইচএস নির্মাণের জন্য টেলিকমিউনিকেশন মূল্য। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৩,২৬,৪১,৯৪৯.২৮ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ৩,১৩,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ০.০০। **বিড জমা শুরুর তারিখ ঃ** ২৭.০১.২০২৬। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০২.২০২৬ তারিখ, দুপুর ৩টা। **টেন্ডার আপলোডের তারিখও সময় ঃ** ১৬.০১.২০২৬ তারিখ, সন্ধ্যা ৬.০২ মিনিট।

(HWH-548/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Unity Small Finance Bank Limited

UNITY Small Finance Bank

কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই) মুম্বাই - ৪০০ ০৯৮

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) বিধি ৮(১) দেখুন

যেহেতু, আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে **ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের** একজন অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নে উল্লিখিত তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারদের উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম। যেহেতু নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তিগুলির সাথে যেকোনো লেনদেন নিম্নে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর প্রযোজ্য সুদের জন্য ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের চার্জের অধীন হবে। সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কে ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারদের দৃষ্টি আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা ৮-এর বিধানগুলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারদের নাম এবং ঋণ হিসাব নম্বর	দাবি নোটিশের তারিখ এবং বকেয়া টাকার পরিমাণ
১. মা মনসা গ্লাস সেন্টার অ্যান্ড ফার্নিচার (ঋণগ্রহীতা) সীমা সাহা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকৃত ২. বাপি সাহা (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) ৩. সীমা সাহা (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) ৪. মা মনসা পর্দা মহল অ্যান্ড প্লাই সেন্টার (সহ-ঋণগ্রহীতা) সীমা সাহা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকৃত পি / ডব্লিউ০৩/৭৯/বি, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পোঃ সুবর্ণপুর, থানা - হরিণঘাটা, শহরঃ নদীয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোডঃ৭৪১২৪৯ এছাড়াও, মৌজা, সুবর্ণপুর, জে.এল নং -৪২, দাগ নং ৬০৩, খতিয়ান নং - ২৪৪৪, থানা - হরিণঘাটা, শহর- নদীয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড- ৭৪১২৪৯ এবং এছাড়াও সুবর্ণপুর পশ্চিমপাড়া, সুবর্ণপুর নদীয়া, শহর- নদীয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ পিনকোড- ৭৪১২৪৯। ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর -USFBKOLLOAN000005016108. প্রতীকী দখলের তারিখ - ১৩-০১-২০২৬	০৯।০৮।২০২৫ তারিখের দাবি নোটিশ যার পরিমাণ ৪১,৬৮,৩৭১.৪০ /- টাকা (একচল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশত একাত্তর টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র) ০৯।০৪।২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ।

বন্ধক / নিরাপত্তাকৃত সম্পত্তির বিবরণঃ মৌজা- সুবর্ণপুর, জে.এল নং-৪২, তৌজি নং-১৩ এর অধীন দাগ নং ৯৩/ ৬০৩, যা এল.আর দাগ নং ৬০৩ এবং আর.এস খতিয়ান নং-৬৪২, যা এল.আর খতিয়ান নং ২৪৪৪, ২৪৪৫ এবং ৫৬ এর সাথে সম্পর্কিত, হোল্ডিং নং ২৫৭, ওয়ার্ড নং ৩, হরিণঘাটা পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত একটি আবাসিক সম্পত্তি, থানা- হরিণঘাটা, জেলা- নদীয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড- ৭৪১২৪৯। এবং এর সীমানা কারিগরি প্রতিবেদন অনুযায়ী নিম্নরূপঃ উত্তরে- কমল সাহার সম্পত্তি, দক্ষিণে- গণেশ দে-র বাড়ি, পূর্বে- ১০ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা, পশ্চিমে- ভোলা সাহার জমি।

১. মাইমুর ড্রাগ কর্নার (ঋণগ্রহীতা) সরিফুল শেখের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ২. সরিফুল শেখ (সহ-ঋণ গ্রহীতা ও বন্ধক) ৩. সফিকুল সেখ (সহ-ঋণগ্রহীতা) ৪. মাসুরা সরদার (সহ-ঋণগ্রহীতা) ৫. মুর্শিদা সেখ (সহ-ঋণ গ্রহীতা, পরাখালী) বাসন্তী, পি. ও- সোনাখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪৩৩১২ এছাড়াও মৌজা- সোনাখালিতে, জে এল নং- ১৩৪, আর এস ও এল. আর দাগ নং- ৩২৯২, আর. এস খতিয়ান নং- ৮৫, এল. আর খতিয়ান নং- ১০৫৯, পি.- বসন্তী, পোঃ ২৪ পরগণা (দক্ষিণ), পিন-৭৪৩ ৩১২ রামচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৩১২ এবং এছাড়াও ১নং মিড্ডে পাড়া, সোনাখালি, বাসন্তী, তেঁতুলতলা সোনাখালি জুনিয়র হাই স্কুল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৩১২। লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর - USFBKOLLOAN000005015714। প্রতীকী দখলের তারিখ - ১৪-০১-২০২৬	১১।০৯।২০২৫ তারিখের দাবি নোটিশ, যার পরিমাণ ১৬,৬৫,৯৯৪.৩৮ /- (ষোলো লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার নয়শত চুরানব্বই টাকা এবং আটত্রিশ পয়সা মাত্র) যা ০৫।০৯।২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ।

বন্ধকীকৃত / সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণঃ সমস্ত জমি যার পরিমাণ প্রায় ২ কাঠা যা ৩.৩ ডেসিমেলের সমান, কম বা বেশি হতে পারে, যা মৌজা - সোনাকালী, জে.এল. নং ১৩৪, তৌজি নং ২১০ /বি এর অন্তর্গত, আর.এস. ও আই.আর. দাগ নং ৩১৯২, যা আর.এস. খতিয়ান নং ৮৫ এবং আই.আর. খতিয়ান নং ১০৫৯ (বর্তমানে ৫৬০৭) এর সাথে সম্পর্কিত, হোল্ডিং নং ৪৬৮৯-এ অবস্থিত, যা বাসন্তী থানার অধীনে রামচন্দ্রখালী গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত। পিন - ৭৪৩৩১২, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপঃ উত্তরঃ বটকৃষ্ণ মণ্ডলের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণঃ শ্রীমতী নমিতা মণ্ডল ও অন্যদের জমি দ্বারা, পূর্বঃ শ্রীমতী নমিতা মণ্ডলের জমি দ্বারা, পশ্চিমঃ ৩০ ফুট চওড়া পি.ডব্লিউ.ডি. রাস্তা দ্বারা।

তারিখঃ ২০।০১।২০২৬ স্থানঃ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
স্বা /- অথোরাইজড অফিসার-ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Civil), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : XI/113/080/2025-26/R/UTTARAN
Name of work : **Improvement of Sewer Line by laying SW Pipe at Niranjan Pally from H/o Ranjan Roy to Shyamal Karmakar Uttaran area in Ward No.-113, Br.-XI.** Estimated Value (including GST and CESS): **₹ 3,77,751.52.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Time of completion : **45 days.** Last date and time of submission of Bid : **27.01.2026 – 12 Noon.** Date and Time of opening of Bid : **29.01.2026 – 12 Noon.** The Bid forms and other details are available on **20.01.2026 (from 5 p.m.)** and from **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br. III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : EE-III/35/43/25-26
Name of work : **Restoration of passages disturbed by Water Supply Department at B/7C/H/14 Kavisukanta Sarani and different places in Ward No.-35.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 2,76,960.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of completion : **35 days.**

(2) NIT No. : EE-III/29/APAS-24/25-26
Name of work : **Improvement of passage at 79/12, 86/14 N.N.Road in Ward No.-29.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 2,98,865.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **29.01.2026 at 12 Noon.**(for Sl. No. 1 & 2). Date and Time of opening of Bid : **31.01.2026 after 12 Noon.**(for Sl. No. 1 & 2).

(3) NIT No. : EE-III/29/APAS-34/25-26
Name of work : **Renovation of sanitary laterine at 3/40, 3/2, N.M.Road in Ward No.-29.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 3,90,084.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(4) NIT No. : EE-III/29/APAS-35/25-26
Name of work : **Improvement of sewer at 3/40, N.M. Road in Ward No.-29.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 2,72,978.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(5) NIT No. : EE-III/29/APAS-37/25-26
Name of work : **Improvement of passage at 97B, 101 N.N.Road and its surrounding area in Ward No.-29.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 2,91,924.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(6) NIT No. : EE-III/29/APAS-36/25-26
Name of work : **Improvement of sewer at 97B, 101 N.N.Road and its surrounding area in Ward No.-29.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 2,97,976.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(7) NIT No. : EE-III/35/APAS-27/25-26
Name of work : **Repairing of Road surface to be disturbed by water supply department at 4 Bojendra Ghosh Lane, in Ward No.-035.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 2,15,996.00.** Earnest Money: **₹ 4,500.00.** Period of completion : **35 days.**

(8) NIT No. : EE-III/29/APAS-17/25-26
Name of work : **Replacement of PIT cover at 247/H/2, 247/H/4 etc. M.M. in Ward No.-29.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 1,00,366.00.** Earnest Money: **₹ 2,100.00.** Period of completion : **30 days.**

(9) NIT No. : EE-III/35/APAS-23/25-26
Name of work : **Repairing of road surface to be disturbed by Water Supply department at 98 Kabi Sukanta Sarani in Ward No.-35.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 1,48,562.00.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Period of completion : **35 days.**

(10) NIT No. : EE-III/35/APAS-25/25-26
Name of work : **Repairing of road surface to be disturbed by Water Supply department at 123 Hemchandra Naskar Lane and its surrounding area under Ward No.-035.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 3,96,031.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Period of completion : **35 days.**

(11) NIT No. : EE-III/35/APAS-26/25-26
Name of work : **Repairing of road surface to be disturbed by Water Supply department at P295 Rajarajendra Lal Mitra and its surrounding area under Ward No.-035.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 3,96,031.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Period of completion : **35 days.**

(12) NIT No. : EE-III/35/APAS-15/25-26
Name of work : **Repairing of road surface to be disturbed by Water Supply department at 70/3 K.G. Bose Sarani in Ward No.-035.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 2,90,988.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(13) NIT No. : EE-III/35/APAS-31/25-26
Name of work : **Repairs to road surface to be disturbed by Water Supply Department at 3/1/72/1 B.M.Road in Ward No.-035.** Estimated Cost (including GST and CESS) (1) **₹ 3,04,442.00.** (2) **Work outside tender - Cost of Asphaltum (Supplied By the Department) ₹ 1,51,727.00.** (3) **Hence the total Project cost Becomes ₹ 4,56,169.00.** Earnest Money: **₹ 6,100.00.** Period of completion : **35 days.** Last date and time of submission of Bid : **31.01.2026 at 12 Noon.**(for Sl. No. 3 to 13). Date and Time of opening of Bid : **02.02.2026 after 12 Noon.**(for Sl. No. 3 to 13). The bid forms and other details are available on and from : **20.01.2026 at 5 p.m.**(for Sl. No. 1 to 13). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 13).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : APAS/110/150/341/05/35/25-26
Name of work : **Maintenance of drainage system by providing desilting at Briji Purba Para in Ward No.-110.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 1,99,656.63.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Time of completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **24.01.2026 up to 12 Noon.** Date and Time of opening of Bid : **27.01.2026 at 12 Noon.** The Bid forms and other details are available on and from **16.01.2026 (from 5 p.m.)**

(2) NIT No. : XI/112/061/2025-26/R/UTTARAN
Name of work : **Supplying, fitting & fixing CP/IP/SICP/GP/Manhole cover at Bande Ali Pally, Saradamoni Park etc. Uttaran area in Ward No.-112, BR-XI.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 2,48,932.68.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Time of completion : **60 days.** Last date and time of submission of Bid : **29.01.2026 up to 12 Noon.** Date and Time of opening of Bid : **31.01.2026 at 12 Noon.** The Bid forms and other details are available on and from **21.01.2026 (from 5 p.m.)**.

(3) NIT No. : KMC/EEC/XI/113/014/2025-26/R (2nd Call)
Name of work : **Improvement of sewerage system at 225 Bansdroni place in Ward No.-113.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 4,74,175.17.** Earnest Money: **₹ 9,500.00.** Time of completion : **45 days.**

(4) NIT No. : APAS/114/152/125/02/037/25-26
Name of work : **Renovation of road and road side beautification work with allied works at Satbigha and surrounding area in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 4,87,535.65.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Time of completion : **60 days.**

(5) NIT No. : APAS/113/152/144/02/004/25-26 (2nd Call)
Name of work : **Desilting work with PIT raising at 80, 75, 65 and 78 Ambagan in Ward No.-113, BR-XI.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 4,91,166.98.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Time of completion : **60 days.**

(6) NIT No. : APAS/111/152/310/01/060/25-26
Name of work : **Repairing of C.C & Black top road with U.G. Facilities and other allied work near AJ46, AJ44, A/30 Garia Govt. Colony, T-73/2 Subhash Pally and 149, 149/1, 455/3, 445 Boral Main Road in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 4,99,501.32.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Time of completion : **30 days.**

(7) NIT No. : APAS/111/152/293/01/043/25-26
Name of work : **Improvement of C.C.Road with U.G Facility and other allied works at Brahmapur Sardar Para E-21, B-11 Brahmapur South End in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 3,01,789.71.** Earnest Money: **₹ 6,500.00.** Time of completion : **45 days.**

(8) NIT No. : APAS/111/152/301/04/024/25-26
Name of work : **Renovation of Chata Park near V-265 Vivekananda Park in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 3,49,864.27.** Earnest Money: **₹ 7,000.00.** Time of completion : **30 days.**

(9) NIT No. : APAS/111/152/301/05/025/25-26
Name of work : **Renovation of Vivekananda Children Park near V-26/20 Vivekananda Park in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 1,69,688.79.** Earnest Money: **₹ 3,500.00.** Time of completion : **30 days.**

(10) NIT No. : APAS/111/152/285/03/012/2025-26
Name of work : **Construction of C.C Road at S-41 Kamdahari Purba Para in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 1,99,733.91.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Time of completion : **30 days.**

(11) NIT No. : APAS/111/152/285/02/011/2025-26
Name of work : **Repairing of C.C.Road at S-41, Kamdahari work name Purba Para (Q-14/1 to Q-18 Kamdahari Purba Para) in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 1,09,868.62.** Earnest Money: **₹ 2,500.00.** Time of completion : **30 days.**

(12) NIT No. : APAS/111/152/279/01/065/25-26
Name of work : **Renovation of C.C.Road at F-42, F-39 to F-57 Shantii Sarani in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 3,09,786.39.** Earnest Money: **₹ 6,500.00.** Time of completion : **30 days.**

(13) NIT No. : APAS/111/152/283/06/037/25-26
Name of work : **Installation of sliding gate at Basana Kalibari Ghat in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 1,09,814.24.** Earnest Money: **₹ 2,500.00.** Time of completion : **30 days.**

(14) NIT No. : APAS/111/152/305/05/056/25-26
Name of work : **Construction of Senior Citizen Sitting area near B-140 Atabagan in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 2,49,581.33.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Time of completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **27.01.2026 – 12 Noon.**(for Sl. No. 3 to 14). Date and Time of opening of Bid : **29.01.2026 – 12 Noon.**(for Sl. No. 3 to 14).

(15) NIT No. : APAS/111/152/309/05/058/25-26(2nd Call)
Name of work : **Road site fencing near Anandasree Road (Netaji Club) in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 3,19,685.00.** Earnest Money: **₹ 6,500.00.** Time of completion : **45 days.**

(16) NIT No. : APAS/111/152/307/02/052/25-26(2nd Call)
Name of work : **Maintenance of park near A-40 Atabagan in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 1,99,760.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Time of completion : **30 days.**

(17) NIT No. : APAS/111/152/309/03/057/25-26(2nd Call)
Name of work : **Improvement of roads with drain near E-20, E-33 Boral Main Road in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 2,29,385.00.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Time of completion : **30 days.**

(18) NIT No. : APAS/111/152/296/02/044/25-26(2nd Call)
Name of work : **Renovation of C.C.Road and Hot Mix. Road with under ground facility and other allied works at B-19 Tripureshwari Park, C-50, Brahmapur Jamadar Para C-3 brahmapur Road and A-26 Govt. Colony in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 4,15,465.00.** Earnest Money: **₹ 8,500.00.** Time of completion : **45 days.**

(19) NIT No. : APAS/111/152/282/03/032/25-26(2nd Call)
Name of work : **Repairing of C.C.Road at B-14 to C-1 Narkel Bagan and surrounding area in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 1,49,475.74.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Time of completion : **30 days.**

(20) NIT No. : APAS/111/152/306/01/059/25-26(2nd Call)
Name of work : **Repairing of C.C. & Black Top Road with U.G facilities and other allied work at C-7 to C-27. D-24 to D-25, 8-46 to B-51 at Bagan in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 3,99,203.00.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Time of completion : **45 days.**

(21) NIT No. : APAS/111/152/307/01/051/25-26(2nd Call)
Name of work : **Renovation of CC Road and Black Top Road with U.G facilities and other allied work at A-40, A-23 A-34 Atabagan and 27 Boral main Road in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 2,99,299.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Time of completion : **60 days.**

(22) NIT No. : APAS/111/152/292/01/042/25-26(2nd Call)
Name of work : **Renovation of CC Road protection wall, with G.G facility and other allied work at C-52, D-28, D-27, C-2, B-50, 8-10 Brahmapur South End in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 2,19,848.51.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Time of completion : **30 days.**

(23) NIT No. : APAS/111/152/305/02/055/25-26(2nd Call)
Name of work : **Improvement of C.C.Roads at B-118, C-3, B-105 Atabagan, 159, Boral Main Road in Ward No.-111.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 2,99,222.30.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Time of completion : **30 days.**

(24) NIT No. : APAS/114/152/124/02/034/25-26
Name of work : **Renovation of road and road side beautification works with allied works at Mission Anchal, Christian Para and surrounding area in Ward No.-114, Br-XI.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 2,85,735.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Time of completion : **60 days.**

(25) NIT No. : APAS/114/152/139/02/028/25-26
Name of work : **Road side beautification and allied works at South Anandapally and surrounding area in Ward No.-114.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 4,31,299.00.** Earnest Money: **₹ 9,000.00.** Time of completion : **45 days.**

(26) NIT No. : APAS/114/152/131/01/035/25-26
Name of work : **Renovation of road with allied works at Dhalipara and surrounding area in Ward No.-114, Br. XI.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 4,86,081.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Time of completion : **60 days.**

(27) NIT No. : APAS/114/152/138/02/038/25-26
Name of work : **Road side beautification and allied works near Dakkhin Dinesh Pally Unnayan Samity in Ward No.-114, Br. XI.** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 3,40,307.00.** Earnest Money: **₹ 7,000.00.** Time of completion : **60 days.** Last date and time of submission of Bid : **27.01.2026 – 11 a.m.**(for Sl. No. 15 to 27). Date and Time of opening of Bid : **29.01.2026 – 11 a.m.**(for Sl. No. 15 to 27). The Bid forms and other details are available on and from **20.01.2026 (from 5 p.m.)**.(for Sl. No. 3 to 27). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 14). & **https://tenders.gov.in** (for Sl. No. 15 to 27). **(2003/25-26)**

হয় ভারতে খেলো, নয়তো বদলি টিম আনা হবে!

বাংলাদেশকে চূড়ান্ত প্রস্তাব আইসিসির

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১৯ জানুয়ারিঃ সময় ফুরোচ্ছে। সিদ্ধান্তের জানলা ক্রমশ ছোট হচ্ছে। আর সেই ক্রমবর্ধমান চাপেই এবার সরাসরি কড়া বার্তা দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল। ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতে খেলতেই হবে-নচে বাংলাদেশের জায়গায় অন্য দল নামানোর পথও খোলা রাখছে আইসিসি। সূত্রের খবর, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দিয়েছে আইসিসি। তার মধ্যে স্পষ্ট অবস্থান না নিলে, টুর্নামেন্টের কাঠামো অবিকৃত রেখে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। সমস্যার মূলে বিসিবি-র অনিচ্ছা। ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা। আইসিসির প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্রুপ ম্যাচ হওয়ার কথা ভারতের মাটিতে-কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স ও মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। কিন্তু বাংলাদেশ বোর্ড শুরু থেকেই জানিয়ে দিয়েছে, তারা নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতে খেলতে রাজি নয়। বিকল্প হিসেবে প্রথমে ভেন্যু, পরে গ্রুপ বদল করে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ খেলার প্রস্তাবও দেয় বিসিবি। এতকিছুর মধ্যে আইসিসির অবস্থান একেবারে উল্টো। সংস্থার মতে, এত অল্প সময়ে টুর্নামেন্টের কাঠামো বদলানো অসম্ভব। শুধু তাই নয়, এমন দৃষ্টান্ত তৈরি হলে ভবিষ্যতে যে কোনও দল আগামী দিনে একই দাবি তুলতে পারে। ফলে এবার সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে-ভারতে খেলতেই হবে, না হলে বিশ্বকাপে নামা অনিশ্চিত। উল্লেখ্য এই সংঘাত হঠাৎ তৈরি হয়নি। সূত্র বলছে, উত্তেজনার শুরু ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক টানাপোড়েনের আবহে বিসিসিআই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানের চুক্তি বাতিলের নির্দেশ দেয়। এরপরই বিসিবি জরুরি বৈঠক ডেকে আইসিসিকে চিঠি পাঠায়। সেখানে তারা ভারত সফরে খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানানোর পাশাপাশি পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে কাজে লাগানো 'হাইব্রিড মডেলে'র উদাহরণ তুলে ধরে। পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয় বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধকে কেন্দ্র করে। একই সঙ্গে দেশের ক্রিকেট মহলেও অস্থিরতা ছড়ায়। বিসিবির ডিরেক্টর এম নাজমুল ইসলাম খেলোয়াড়দের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় বিদ্রোহের মুখে তাঁকে সরিয়ে দিতে হয়। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে খেলোয়াড়দের বয়কটের হুমকিও শিরোনামে চলে আসে। এই অবস্থায় প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবাল প্রকাশ্যে বিসিবিকে সতর্ক করেছেন। তাঁর কথায়, ''আজকের সিদ্ধান্ত আগামী দশ বছরের বাংলাদেশ ক্রিকেটকে প্রভাবিত করবে।'' আবেগ নয়, বাস্তবতা বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে আইসিসির তরফ থেকেও দরজা এখনও পুরোপুরি বন্ধ নয়। প্রতিনিধি দল ঢাকায় গিয়ে আলোচনা করেছে। তবে বার্তা পরিষ্কার-সূচি কোনও অবস্থাতেই বদলানো হবে না। সময় দ্রুত এগোচ্ছে। ফেব্রুয়ারি থেকেই বিশ্বকাপ। বাংলাদেশ যদি শেষ পর্যন্ত অনড় থাকে, তাহলে প্রথমবারের মতো কোনও পূর্ণ সদস্য দেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়তে দেখা যেতে পারে।

দুঃস্বপ্নের সিরিজে একগুচ্ছ রেকর্ড ভাঙলেন বিরাট

নিজস্ব প্রতিবেদন

হার দিয়ে শেষ হল সিরিজ। শুরু ঘরের মাঠে বিপর্যয়ের ময়নাতদন্ত। আসল খলনায়ক-কে খুঁজে বের করা। সমালোচনা-পাল্টা সমালোচনার কিস্যা! কিন্তু এতশত নেতিবাচক হিসেবের মধ্যেও আলোচনার কেন্দ্রে একটাই নাম- বিরাট কোহলি। সিরিজ নির্ধারণী ওয়ানডেতে ১০৮ বলে ১২৪ রান করেও দলকে জেতাতে পারলেন না। তবু গতকালের ইনিংসের সুবাদে নিজের নামের পাশে যোগ করলেন একের পর এক রেকর্ড। নিউজিল্যান্ড ৪১ রানে জিতে সিরিজ ২-১ করলেও, ভারতের যাবতীয় আশা-ভরসা কার্যত দাঁড়িয়ে ছিল কোহলির ব্যাটের উপর। ৩৩৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৭১ রানেই চার উইকেট হারায় টিম ইন্ডিয়া। সেই চাপের মধ্যেই ইনিংস গড়েন কোহলি। ১০৮ বলে করা ১২৪ রানের ইনিংসে ছিল নিয়ন্ত্রণ আর ছন্দ। সঙ্গত দেন নীতীশ কুমার রেড্ডি। হাফসেঞ্চুরির হাঁকান। পরে হাত লাগান হর্ষিত রানা। কিন্তু

এতকিছুর পরেও রানের পাহাড় ডিঙোনো সম্ভব হয়নি। ৪৬ ওভারে ২৯৬ রানে অলআউট হয়ে যায় ভারত। এর আগে নিউজিল্যান্ডের হয়ে শতরান করেন ড্যারিল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপস। তাঁদের জুটিতেই ৩৩৭ রান তোলে সফরকারী টিম। এই সেঞ্চুরির সৌজনে ওয়ানডেতে কোহলির শতরান সংখ্যা দাঁড়াল ৫৪টি-ইতিহাসে সর্বাধিক। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডেতে এটি তাঁর সপ্তম সেঞ্চুরি, যা কোনও ব্যাটারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ। সব ফরম্যাট মিলিয়ে কিউইদের বিরুদ্ধে কোহলির আন্তর্জাতিক শতক আপাতত ১০। এখন লিস্ট-এ ক্রিকেটে কোহলির শতরান ৫৯টি-সচিন তেন্ডুলকরের সর্বকালীন ৬০টির থেকে মাত্র এক ধাপ দূরে। ভারতের মাটিতে এটি তাঁর ৪১তম আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি। একই সঙ্গে ওয়ানডেতে তিন নম্বরে ব্যাট করে সর্বোচ্চ রান করা ব্যাটার হিসেবে ছাপিয়ে গেলেন রিকি পন্টিংকে। এই ইনিংসের সুবাদে কোহলি আরও একটি রেকর্ডে একক শীর্ষে- ওয়ানডেতে ৩৫টি আলাদা ভেন্যুতে শতরান। তাছাড়া ৩০০-র বেশি রান তাড়া করা ম্যাচে তাঁর ১০টি শতরান রয়েছে। সিরিজ নির্ধারণী ওয়ানডেতেও গড় ৫০-এর উপরে। তাই হার দিয়ে সিরিজ শেষ হলেও ছবিটা পরিষ্কার। দলের ফলাফল যাই হোক, রেকর্ডের নিরিখে বিরাট কোহলি এখনও 'বাতিল' নন! বরং, ঘোরতর প্রাসঙ্গিক মুখ।

গম্ভীরের কোচিংয়ে ভারতের ওডিআই রেকর্ডে ধস

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারিঃ ভারতীয় ক্রিকেট টিম ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু এক দিনের ক্রিকেটে বর্তমান পরিস্থিতি বেশ চিন্তার। গৌতম গম্ভীর হেড কোচ হওয়ার পর থেকে ভারত একাধিক দ্বিপাক্ষিক ওডিআই সিরিজ খেলেছে, তবে পারফরম্যান্স আশানুরূপ হয়নি। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে হারকে হাল্কা করে দেখার কোনও সুযোগ নেই, কারণ এই প্রথম বার ভারতের মাটিতে কিউয়িদের কাছে ওডিআই সিরিজ হারল ভারত। এর আগে নিউ জিল্যান্ড সাত বার ভারত সফর করলেও, কখনও সিরিজ জিততে পারেনি। এ বার সেই দাপটও শেষ হয়ে গেল। ভারত ও নিউ জিল্যান্ডের মধ্যে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ অনুষ্ঠিত হয়। সিরিজের শুরুটা জয়

দিয়ে করেছিল ভারত। কিন্তু এগিয়ে থেকেও ছন্দ হারায় তারা। টানা দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ ঘুরিয়ে দেয় নিউ জিল্যান্ড এবং ইতিহাস গড়ে। সিরিজের শেষ ম্যাচটি ইন্দোরে হয়, যেখানে বিরাট কোহলি ও হর্ষিত রানা ছাড়া আর কেউ তেমন কিছু করতে পারেননি। যার নিটফল ৪১ রানে ম্যাচ জিতে নেয় নিউ জিল্যান্ড। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে গৌতম গম্ভীর ভারতের হেড কোচ হন। তার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ভারত পাঁচটি দ্বিপাক্ষিক ওডিআই সিরিজ খেলেছে। এর মধ্যে মাত্র দু'টিতে জয় পেয়েছে, আর তিনটিতে হেরেছে। ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে এটা দলের জন্য বড় চিন্তার বিষয়। কৌশল, দল নির্বাচন ও খেলোয়াড়দের ফর্ম- সবই এখন প্রশ্নের মুখে। এই সিরিজে নিউ জিল্যান্ড অনেক তারকা খেলোয়াড় ছাড়াই মাঠে নেমেছিল। তবু ঘরের মাঠে তাদের কাছে হার ভারতের জন্য উদ্বেগজনক ইঙ্গিত। গম্ভীরের কোচিংয়ে ভারতের প্রথম ওয়ানডে সিরিজ ছিল শ্রীলঙ্কার মাটিতে। সেখানে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ হারতে হয়। ২৭ বছর পর ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ জিতেছিল শ্রীলঙ্কা। এর পর ইংল্যান্ডকে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করে ভারত। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সফরে আবার সিরিজ হারতে হয় ২-১ ব্যবধানে। পরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২-১ হারালেও, এ বার নিউ জিল্যান্ডের কাছেও হার মানল তারা। এখন ভারতের পরবর্তী ওডিআই সিরিজ হবে জুলাই মাসে। ফলে দলের দুর্বলতা নিয়ে কাজ করার জন্য ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের হাতে যথেষ্ট সময় থাকবে। জুলাইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ দিয়েই ২০২৭ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করবে ভারত। বিশ্বকাপটি হবে ইংল্যান্ডে। তাই ভারতীয় সমর্থকরা আবারও এক শক্তিশালী প্রত্যাবর্তনের আশা রাখবেন।

আইএসএল সম্প্রচারের টেন্ডার প্রকাশ ফেডারেশনের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারিঃ এই মরশুমের আইএসএল ব্রডকাস্টিং রাইটসের জন্য টেন্ডার প্রকাশ করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। আগ্রহী সংস্থা এই টেন্ডার জমা দিতে পারবে ১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা পাঁচটার মধ্যে। টেন্ডার খোলার দিন ধার্য করা হয়েছে ২ ফেব্রুয়ারি। এদিন ৩৯ পাতার এই টেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে। এই টেন্ডারে আগ্রহী সংস্থাদের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রেখেছে ফেডারেশন। প্রথমত ৯১টি ম্যাচের ব্রডকাস্টিংয়ের জন্য এই টেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে। প্রি বিড কনফারেন্সের তারিখ ধার্য করা হয়েছে ২৩ জানুয়ারি। টেন্ডার তোলার জন্য ফেডারেশনকে পাঁচ লক্ষ টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট করতে হবে আগ্রহী সংস্থাকে। বিড নির্বাচিত না হলে এই অর্থ ফেরত পাওয়া যাবে। একইসঙ্গে গত তিন বছরের লাইভ স্পোর্টস কভারেজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে আগ্রহী সংস্থাকে। অন্তত দু'টি মরশুমে পেশাদার লিগে লাইভ কভারেজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে। সংস্থাটির নেটওয়ার্থ হতে হবে ১০ কোটি টাকা। একই সঙ্গে তিনটি আর্থিক বছরে গড় আয় ১০ কোটি টাকা হতে হবে। কনসোর্টিয়াম করেও সংস্থাগুলো আবেদন করতে পারে।

বার্সেলোনার জয়রথ থামাল সোসিয়েদাদ

সান সেবাস্তিয়াম, ১৯ জানুয়ারিঃ প্রতিপক্ষের মাঠে রবিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ২-১ গোলে হেরেছে হান্সি ফ্লিকের দল। শেষ দিকে কিছু সময় একজন কম নিয়ে খেলেছে সোসিয়েদাদ। প্রথমার্ধে মিকেল ওইয়ারসাবাল দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নেমে সমতা ফেরান মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। পরের মিনিটেই গন্সালো গেদেসের গোল শেষ পর্যন্ত গড়ে দেয় ব্যবধান। লা লিগায় টানা ৯ আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১১ জয়ের পর তেতো স্বাদ পেল বার্সেলোনা। গত অক্টোবরের ক্লাসিকোর পর এই প্রথম লিগ ম্যাচে হারল কাতালান দলটি। আসরে সব মিলিয়ে তাদের তৃতীয় হার এটি। ২০ ম্যাচে ১৬ জয় ও এক ড্রয়ে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। সমান ম্যাচে এক পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ। ৬টি করে জয় ও ড্রয়ে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে আছে রিয়াল সোসিয়েদাদ। ম্যাচে প্রায় ৭৩ শতাংশ সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য বার্সেলোনা শট নেয় মোট ২৫টি, যার ৯টি ছিল লক্ষ্যে। সোসিয়েদাদের ৭ শটের ৬টি লক্ষ্যে ছিল। ম্যাচের ২৫ সেকেন্ডেই বার্সেলোনার জালে বল পাঠান ওইয়ারসাবাল। তবে অফসাইডের কারণে গোল মেলেনি। পরের মিনিটে আক্রমণ শাণায় বার্সেলোনা। লামিনে ইয়ামালের পাসে পেদ্রির শট ঠেকান গোলরক্ষক। সপ্তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে চমৎকার শটে

সোসিয়েদাদের জালে বল পাঠিয়ে উল্লাসে মাতেন ফের্মিন লোপেস। কিন্তু ভিএআরের হস্তক্ষেপে বাতিল হয়ে যায় গোল। আক্রমণের শুরুতে সোসিয়েদাদের তাকেফুসা কুবোকে দানি ওলমো ফাউল করায় ফ্রি-কিক দেন রেফারি। ২৭তম মিনিটে আরেকবার বার্সেলোনার উদযাপন মাটি হয়ে যায়। বক্সের বাইরে থেকে শটে বল জালে পাঠান ইয়ামাল। কিন্তু অফসাইডের পতাকা তোলেন লাইন্সম্যান। চার মিনিট পর এগিয়ে যায় সোসিয়েদাদ। ডান দিক থেকে গেদেসের ক্রসে দূরের পোস্টে ভলিতে গোলটি করেন ওইয়ারসাবাল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে ইয়ামালের শট দারুণভাবে ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক। এক মিনিট পর ইয়ামাল বক্সে পড়ে গেলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। কিন্তু ভিএআরে অফসাইডের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দুই মিনিটের মধ্যে ওলমোর দুটি প্রচেষ্টা পোস্টে বাধা পায়। ৬৩তম মিনিটে একসঙ্গে তিনটি পরিবর্তন আনেন ফ্লিক। আলেহান্দ্রো বাল্দে, ওলমো ও ফেররান তরেসের বদলি হিসেবে জোয়াও কান্সেলো, লেভানডফস্কি ও র‍্যাশফোর্ডকে নামান কোচ। তিন মিনিট পর গোল পেতে পারতেন লেভানডফস্কি। পোলিশ তারকার হেড ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক। ৭০তম মিনিটে ইয়ামালের ক্রসে কাছ থেকে হেডেই সমতা টানেন র‍্যাশফোর্ড। কিন্তু বার্সেলোনার সেই স্বস্তি থাকেনি। পরের মিনিটেই আবার গোল হজম করে তারা। কাছ থেকে কার্লোস সোলেরের হেড প্রথম দফায় ঠেকান হোয়ান গার্সিয়া, কিন্তু বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি তিনি। সোলেরের কাট-ব্যাক থেকে বল জালে পাঠান গেদেস। ৭৭তম মিনিটে আবার গোল খেতে বসেছিল বার্সেলোনা। গোললাইন থেকে হেডে দলকে বিপদমুক্ত করেন ডিফেন্ডার পাউ কুবার্সি। ৮৫তম মিনিটে আরেকবার দুর্ভাগ্য বাঁধ সাধে বার্সেলোনার সামনে। কান্সেলোর ক্রসে জুল কুন্দের জোরাল হেড ক্রসবারের নিচের দিকে লাগে। নির্ধারিত সময়ের দুই মিনিট বাকি থাকতে পেদ্রিকে বাজেভাবে ফাউল করে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন সোসিয়েদাদের সোলের। ৯ মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ দিকে রুনি বার্দগির শট ঠেকিয়ে সোসিয়েদাদের জয় নিশ্চিত করেন গোলরক্ষক আলেক্স রেমিরো।

এই সার্বিয়ান উইঙ্গারের দিকে নজর সাইপ্রাসের ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিবেদন

গতবারের মত এবার ও সাফল্যের সরণিতে নিজেদের ধরে রেখেছে এফসি গোয়া। শেষ মরসুমে প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে চূড়ান্ত সাফল্য না আসলেও খেতাব জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল মানোলো মার্কেজের ছেলেরা। পরবর্তীতে শক্তিশালী জামশেদপুর এফসিকে হেলায় হারিয়ে তাঁরা জয় করেছিল কলিঙ্গ সুপার কাপ। যারফলে এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করার ছাড়পত্র পেয়েছিল দেশের প্রথম সারির এই ফুটবল দল। সেখানে জয় না আসলেও নজরকাড়া পারফরম্যান্স ছিল ভারতের এই দলের। তবে দেশের সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট পুনরায় জয় করার চ্যালেঞ্জ ছিল সকলের। সেটাই বজায় থেকেছে। কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইস্টবেঙ্গল দলকে হারিয়ে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে গোয়া। যেটা নিঃসন্দেহ খুশি করেছিল সকল সমর্থকদের। এই ধারা বজায় রাখারই লক্ষ্য ছিল দলের সকল ফুটবলারদের। কিন্তু শেষ কয়েক মাস ধরে ব্যাপক অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল আইএসএল। যারফলে এই দলের হয়ে খেলা নিয়ে ব্যাপক সংশয় দেখা দিয়েছিল বিদেশি ফুটবলারদের মধ্যে। এমন পরিস্থিতিতে দল ছেড়েছেন জাভিয়ের সিভেরিও টোরো থেকে শুরু করে বোরহা হেরেরার মতো ভরসাযোগ্য ফুটবলাররা। তাঁদের অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রভাব

ফেলবে দলের পারফরম্যান্সে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। পরবর্তীতে ডেভিড টিমোর সহ ইকের গ্যারেক্সোনাদের মতো ফুটবলারদের ও বিদায় জানিয়ে দিয়েছে মানোলোর ফুটবল ক্লাব। আসলে নিজেদের ক্ষতির পরিমাণ কমাতে এবার একের পর এক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারদের রিলিজ করতে বাধ্য হয়েছে ম্যানেজমেন্ট এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কাদের দলে আনা হয় সেদিকে অবশ্যই নজর থাকবে প্রত্যেকের। কিন্তু এবার দল বদলের বাজারে উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, এবার আইএসএলের এই দল ছাড়তে পারেন আরেক বিদেশি ফুটবলার। সেক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে দেজান ড্রাজিচের নাম। হিসাব অনুযায়ী দেখলে আগামী ৩১মে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি রয়েছে গোয়া শিবিরের। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, এবার নাকি তাঁকে দলে টানতে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে সাইপ্রাসের ফুটবল ক্লাব অ্যানোরথোসিস ফামাগুস্তা। শেষ পর্যন্ত তিনি এই দলে যুক্ত হলে খুব একটা অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না কারুর কাছে।

অনেক বিতর্ক, হট্টগোল আর অভাবনীয় সব ঘটনার মাঝে চ্যাম্পিয়ন সেনেগাল

অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়, হতবাক করা সব ঘটনার দেখা মিলল আফ্রিকান নেশন্স কাপের ফাইনালে। রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষেপে গেল সেনেগালের ফুটবলাররা, সবচেয়ে বেশি যেন মেজাজ হারালেন তাদের কোচ। খেলোয়াড়দের তিনি ডেকে নিলেন ড্রেসিং রুমে। পরে অবশ্য মাঠে ফিরলেন তারা এবং ক্যারিয়ারে হয়তো সবচেয়ে বাজে স্পট কিক নিলেন ব্রাহিম দিয়াস। এরপর অবশ্য লড়াই হলো দারুণ। অনেক বিতর্কের পর, দুর্দান্ত এক গোলে মরক্কোকে কাঁদিয়ে শিরোপা জিতল সেনেগাল।

সংবাদ সংস্থা, বারাত, ১৯ জানুয়ারিঃ মরক্কোর রাজধানী রাবাতে রবিবার রাতের ঘটনাবহুল ফাইনালে সেনেগালের জয় ১-০ গোলে। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে গোলশূন্য সমতার পর, অতিরিক্ত সময়ের শুরুতে দর্শনীয় গোলটি করেন পাপ গেয়ি। দ্বিতীয়বার এই প্রতিযোগিতার শিরোপা জিতল সেনেগাল। প্রথমবার জিতেছিল তারা ২০২১ সালে। মাঝে এক আসর পরই তারা ফিরে পেল আফ্রিকার মুকুট। আর মরক্কোর অপেক্ষার পালা দীর্ঘ হলো আরও। এই প্রতিযোগিতায় তারা একমাত্র শিরোপাটি জিতেছিল অর্ধশতাব্দী আগে, সেই ১৯৭৬ সালে। ঠিক এক মাস আগে ফিফা আরব কাপ জিতেছিল মরক্কো। দারুণ শক্তিশালী দলটি এখানেও ছিল সম্ভাবনায় এগিয়ে কিন্তু ঘরের মাঠের বাড়তি সুবিধা কাজে লাগিয়েও শেষ হাসি হাসতে পারল না তারা। শিরোপা পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে পঞ্চম মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারতো সেনেগাল। সতীর্থের ক্রস গোলমুখে পেয়েও গোলরক্ষক বরাবর হেড নিয়ে হতাশ করেন পাপ গেয়ি। ৩৭তম মিনিটে প্রথমার্ধের সেরা সুযোগটি পায় সেনেগাল। গোলরক্ষককে একা পেয়ে যান ইলিমান তবে তার কোনকুনি শট এগিয়ে এসে পা বাড়িয়ে আটকে দেন ইয়াসিন বোনো। চার মিনিট পর দারুণ এক সুযোগ পায় মরক্কোও। কিন্তু বাঁ দিক থেকে ইসমায়েল সাইবারির দুর্দান্ত ক্রস ডি-বক্সে ফাঁকায় পেলেও, বলে মাথা ছোঁয়াতেই পারেননি নায়েফ। প্রথমার্ধে গোলের জন্য মাত্র দুটি শট নেওয়া মরক্কো বিরতির পরের প্রথম ১৫ মিনিটে আরও চারটি শট নেয় কিন্তু এর কোনোটিই লক্ষ্যে ছিল না। ৫৮তম মিনিটে এল কাবির কাছ থেকে বাঁ পায়ের শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পরের কয়েক মিনিটে আরও তিনবার শট নেয় মরক্কো, এবং প্রতিবারই লক্ষ্যভ্রষ্ট। ৬৭তম মিনিটে এক দুর্ঘটনারও শিকার হয় তারা কর্নারে হেড করতে লাফিয়ে ওঠেন এল আইনাউই, প্রতিপক্ষের একজনের মাথায় লেগে চোখের ওপরের অংশে আঘাত পান তিনি, রক্তও

ঝরে কিন্তু হাল ছাড়েননি তিনি। মাঠেই কিছুক্ষণ চিকিৎসা নিয়ে, কপালে ব্যান্ডেজ বেঁধে খেলা চালিয়ে যান। ৮১তম মিনিটে লক্ষ্যে প্রথম শট রাখতে পারে মরক্কো, যদিও আব্দেলের ওই দুর্বল ভলি সরাসরি যায় গোলরক্ষকের গ্লাভসে। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে ব্যবধান গড়ে দেওয়ার দারুণ সুযোগ তৈরি করে সেনেগাল জোরাল কোনাকুনি শটে বোনোকে পরাস্ত করতে পারেননি ইব্রাহিম। কিছুক্ষণ পর ইদ্রিসা গেয়ির হেড পোস্টে লাগার পর, ফিরতি বল হেডেই জালে পাঠিয়েছিলেন ইসমাইল সার তবে গোল মেলেনি আগেই রেফারি ফাউলের বাঁশি বাজানোয়। হেড করার আগে গেয়ি আশরাফ হাকিমিকে ধাক্কা মেরেছিলেন। ধাক্কাটি যদিও তেমন জোরে ছিল না, তাই সিদ্ধান্তটি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। সেটাই আরও বড় হয়ে ওঠে খানিক পর। আট মিনিট যোগ করা সময়ের তখন আর তিন মিনিটের মতো বাকি। কর্নার পায় মরক্কো, বল উড়ে যাচ্ছিল দূরের পোস্টে, সেখানেই ফাউলের শিকার হন রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড দিয়াস। ভিএআরে কথা বলে মনিটরে নিজে দেখার সিদ্ধান্ত নেন রেফারি। কিন্তু সাইডলাইনে তাকে ঘিরে ধরে সবাই, ভিড়ের মাঝেই যাচাই করে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত জানান তিনি। এরপর দ্রুত সবকিছু ঘিরে ধোয়াশার জন্ম হয়। মাঠে কিছুক্ষণ সবার বিক্ষিপ্ত ঘোরাফেরার পর, সেনেগাল কোচ পাপ ঝাওকে তার খেলোয়াড়দের চলে আসতে ইশারা করতে দেখা যায়। খানিক পর টানেল ধরে চলেও যায় তারা, রয়ে যান কেবল দলটির তারকা ফুটবলার সাদিও মানে। অনেক অপেক্ষার পর তারা মাঠে ফিরে আসেন। নেওয়া হয় স্পট কিক এবং দিয়াস যে শটটি নিলেন, তা হয়তো কখনও দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি তিনি। জায়গা থেকে নড়েননি গোলরক্ষক, দিয়াসের দুর্বল নিচু পানেনকা শট অনায়াসের মুঠোয় জমান তিনি। ওখানেই নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ। অতিরিক্ত সময়ের খেলা শুরু হতেই জমে ওঠে ফুটবল। ৯৪তম মিনিটে ইদ্রিসা গেয়ির থ্রু বল ধরে, ডি-বক্সে ঢুকেই বুলেট গতির কোনাকুনি শটে দলকে এগিয়ে নেন পাপ গেয়ি। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সমতায় ফেরার সুবর্ন সুযোগ পায় মরক্কো কিন্তু ভাগ্য তাদের সহায় হয়নি। নায়েফের হেড বাধা পায় ক্রসবারে। তিন মিনিট পরই সব অনিশ্চয়তার ইতি টেনে দিতে পারতেন বদলি নামা ফরোয়ার্ড শেরিফ এনজাইয়ে। কিন্তু তার প্রথম শট এগিয়ে এসে রুখে দেন বোনো, এরপরও সুযোগ ছিল কিন্তু আলগা বল লক্ষ্যভ্রষ্ট শট করেন এনজাইয়ে। ওই হতাশায় যদিও ম্যাচ শেষে পুড়তে হয়নি তাকে বা তার দলকে। তবে শিরোপা লড়াই ঘিরে রাবাতের সবুজ আঙিনায় যত আপত্তিকর, অসুন্দর, বিতর্কিত ঘটনা ঘটল, তাতে ফুটবলের সৌন্দর্য নিশ্চিতভাবেই নষ্ট হলো। খেলার মাঝে কোচের ডাকে সেনেগাল দলের ড্রেসিং রুমে চলে যাওয়ার পর ধারাভাষ্যকর যেমন বলছিলেন, এখানে হেরে গেল আফ্রিকার ফুটবল!

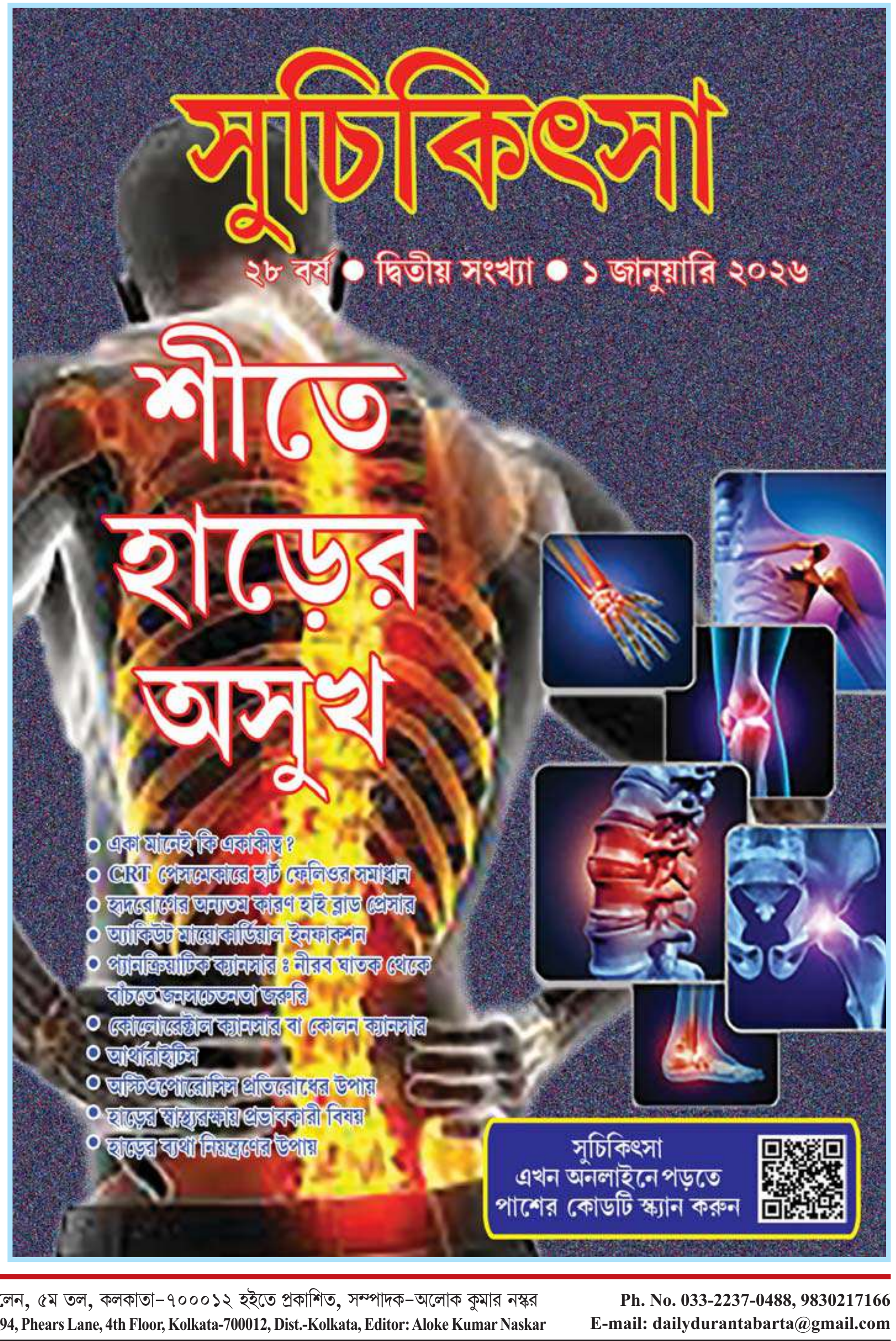

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com